হুরলা।

উপন্যাস।

কলিকাতা।

৫০।১ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "সাহিত্য-প্রচার কার্য্যালয়" হইতে

শ্রীনবকুমার দত্ত কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

১৩১৫।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

মুরলা।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নদীতীরে।

"আর ভয় কি! এই যে আমাদের বাগানে আসিয়াছি।"

স্বামীর কথা শুনিয়া মুরলা ভয়চকিতনেত্রে পার্শ্বস্থ নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। যাহা দেখিল তাহাতে সে শিহরিয়া উঠিল। পরে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ঐ দেখ নৌকাখানি এখনও আমাদের পাছু পাছু আসিতেছে।"

মুরলার স্বামীর নাম বিমলাচরণ। স্ত্রীর কথায় তাঁহারও মনে কেমন সন্দেহ হইল। তিনিও নদীর দিকে চাহিয়া দেখি-লেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "না মুরলা! এদিকে আসে নাই বরং এখান হইতে চলিয়া যাইতেছে। ঐ দেখ আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইল।"

মুরলা পুনরায় নদীর দিকে লক্ষ্য করিল, সত্য সত্যই সে নৌকাখানিকে আর দেখিতে পাইল না। তাহার ব্রীড়াবনত-মুখে হাস্য প্রকটিত হইল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হাসিতে হাসিতে সে আবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিষণ্ণবদন প্রফুল্ল দেখিয়া বিমলাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মানুষ দেখিয়া এত ভয় কেন, মুরলা? সীতাদেবীর মন্দির হইতে আসিবার সময় একবার ঐ নৌকাখানি আমাদের নৌকার নিকটে আসিয়াছিল, তাহাতেই আমি উহার অভ্যন্তরে কয়েক-জন বিকটাকার লোক দেখিয়াছিলাম। তুমি নিশ্চয়ই তাহা-দিগকে দেখিয়াই ভয় পাইয়াছিলে, কেমন মুরলা?"

ঈষৎ হাসিয়া স্বামীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মুরলা বলিল "মানুষ কি অমন ভয়ানক হয়? আমি মনে করিয়াছিলাম তাহারা যমদূত। সীতাদেবীর মন্দির হইতে বাহির হইয়া নৌকায় উঠিবার জন্য যখন আমি ঘাটে আসি, তখন ঐ নৌকাখানি আমার নয়নগোচর হয়। নৌকাখানির গঠন অদ্ভুত, সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। এ অঞ্চলে ওরূপ নৌকা দেখা যায় না।"

বাধা দিয়া বিমলাচরণ বলিলেন "কেবল নৌকা কেন? লোকগুলিও অদ্ভুত ওরূপ ভয়ানক লোকও এ অঞ্চলে দেখা যায় না। তাহাদের কপালে কোন চিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছ?

চিহ্নের কথা শুনিয়া মুরলা আবার চমকিত হইলেন, বলিল "দেখিয়াছি বই কি? তাহাদের সকলেরই কপালে এক একটী সাপের চিহ্ন। পূর্ব্বে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যেমন সর্ব্বাঙ্গে উল্‌কি পরিত, সেইরূপ ঐ যমদূতাকৃতি ভয়ঙ্কর লোকদিগের কপালে এক একটী ফণাধারী সর্প মূর্ত্তি চিত্রিত রহিয়াছে।

মুরলাকে পুনরায় চমকিত হইতে দেখিয়া বিমলাচরণ ব্যগ্র-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন ত তাহারা এখানে নাই, তবে তুমি আবার কেন ভয় পাইতেছ?"

বিমর্ষভাবে মুরলা উত্তর করিল "ভয়ের কারণ আছে। কিছু

দিন গত হইল, ঐ প্রকার চিহ্নযুক্ত একজন লোক বাবার নিকট আসিয়া আমাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। তাহার গৈরিক বসন, গলে রুদ্রাক্ষ মালা, ললাটে সর্পচিহ্ন, হস্তে ত্রিশূলের মত এক প্রকার শাণিত অস্ত্র দেখিয়া, বাবা প্রথমে তাহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি তাহার প্রস্তাব শুনিতে পান! তখন তাহাকে উন্মাদ মনে করিয়া বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।”

বিমলাচরণ স্ত্রীর কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, বলিলেন “সত্য নাকি! কই এ কথা ত পূর্ব্বে আমায় বল নাই?”

মু। মনে ছিল না, আর তাহার আকারও ইহাদের মত এত ভয়ানক ছিল না।

বি। অপমানিত ও তাড়িত হইয়া সে কি আর কোন কথা বলে নাই?

মু। হাঁ;—আমাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া ভয় দেখাইয়া ছিল। কিন্তু বাবা সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

বি। তবে আর ও সকল কথায় প্রয়োজন নাই। কাল প্রত্যূষে কলিকাতা রওনা হইব। কবে যে ফিরিব, কবে যে আবার তোমায় দেখিতে পাইব তাহা বলা যায় না। ক্রমে সন্ধ্যাও হইল—এখন হাসিমুখে গোটাকতক কথা বল। তোমায় বিমর্ষ দেখিলে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।

সন্ধ্যা হইল—পৃথিবী তমসাচ্ছন্ন হইল, নির্ম্মল সুনীল অম্বরে তারকারাজি শোভা পাইতে লাগিল। প্রকৃতি নিস্তব্ধ হইল; বাতাসের বেগ কমিয়া গেল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা নীরবে তীরে প্রতিঘাত করিতে লাগিল। চারিদিকে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল.

বিমলাচরণ স্ত্রীর হস্ত ধারণ করিয়া সেই উদ্যানের পথ দিয়া অতি ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন।

কিছুদূর গমন করিয়া. উভয়ে এক প্রকাণ্ড আম্র বৃক্ষতলে একখানি ভগ্ন কুটীরের নিকট আগমন করিল। মুরলা ক্লান্ত হইয়াছিল। নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া প্রায় দুই মাইল পথ সে স্বামীর সহিত পদব্রজে আসিয়াছিল। সেখান হইতে তাহাদের বাড়ী প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। সে অবস্থায় বিমলা বিশ্রামের জন্য ততদূর যাইতে পারিবে না ভাবিয়া বিমলাচরণ স্ত্রীকে লইয়া সেই ভগ্ন কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

কুটীরে প্রবেশ করিয়া মুরলা একস্থানে বসিয়া পড়িল। বিমলাচরণ তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সেই নির্জ্জন উদ্যান মধ্যস্থ কুটীর, ঘোর তমসাচ্ছন্ন রাত্রিকালে দম্পতির পবিত্র প্রণয়ালাপে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সে কথার শেষ নাই, তাহার অর্থ নাই, কিন্তু সে কথায় উভয়েই তন্ময়।

কতক্ষণ যে এইরূপে অতিবাহিত হইল, তাহা উভয়ের কেহই জানিতে পারিল না। পরদিন অতি প্রত্যুষে বিমলাচরণ কলিকাতায় যাইবেন, শীঘ্র ফিরিতে পারিবেন না। মুরলাকে কতদিন দেখিতে পাইবেন না। যতক্ষণ মুরলা সেখানে বসিয়া বিশ্রাম করিল, ততক্ষণ বিমলাচরণ তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে লাগিলেন।

সহসা তাঁহাদের চমক ভাঙ্গিল। ভাবিল রাত্রি অধিক হইয়াছে। গৃহে তাঁহাদের অভিভাবকগণ চিন্তিত হইতেছেন। বিমলাচরণ আর অপেক্ষা করিলেন না। তখন মুরলার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই কুটীর হইতে বাহির হইলেন।

কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বাদশীর চন্দ্র উঠিয়াছে। রজত শুভ্র জ্যোৎস্নায় চারিদিকে আলোকিত হইয়াছে। বিমলাচরণ স্ত্রীর হাত ধরিয়া কুটীরের দ্বার পার হইয়া যেমন পথে পদার্পণ করিলেন, অমনি বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। সঙ্গে সঙ্গে এক বিকটাকার মানবের ছায়াও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল।

মুরলা বিমলাচরণের অতি নিকটে সরিয়া আসিল। বিমলাচরণ পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন—দেখিলেন সে ছায়াও আর নাই।

বিমলাচরণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কোন লোক যে তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। মনে করিলেন সেইস্থানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইবেন কিন্তু রাত্রি অধিক হইয়াছে ভাবিয়া সাহস করিলেন না। আবার ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

কিছুদূর গমন করিয়া মুরলা জিজ্ঞাসা করিল "কতদিন পরে আবার তোমার চরণ দর্শন পাইব? যতদিন তুমি এখানে থাক বেশ আমোদ-প্রমোদে আমার দিন অতিবাহিত হয়। তোমার কাছে থাকিলে সময় এত শীঘ্র চলিয়া যায় যে আমি কিছুই জানিতে পারি না। কিন্তু তুমি এখানে না থাকিলে একটী দিন আমার নিকট এক বৎসর বলিয়া বোধ হয়, দিন যেন আর যাইতে চায় না। কষ্টের দিন এইরূপই যায় বটে।"

ঈষৎ হাসিয়া বিমলাচরণ উত্তর করিলেন "তবে তুমিও কেন আমার সঙ্গে চল না? তাহা হইলেত আর কাহাকেও মনোকষ্ট সহ্য করিতে হইবে না। কিন্তু সে কথাই বা কেমন করিয়া বলি, আমি তোমার স্বামী, স্বামীই সতীর ইহকালের আরাধ্য দেবতা

এবং পরকালে মুক্তির একমাত্র উপায় তাহাও অবগত আছি। কিন্তু তুমিই তোমার পিতা মাতার অঞ্চলের নিধি; তোমার অভাবে তাঁহারা কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন? যদি তাঁহাদের আর একটী সন্তান থাকিত, তাহা হইলে আমি ঐ প্রস্তাব করিতে পারিতাম।"

বিমলাচরণের কথা শেষ হইতে না হইতে তাঁহার পশ্চাতে কে যেন অট্টহাস্য করিল, অতি কর্কশস্বরে বলিল "তোমার স্ত্রী? না না; এমন সুন্দরী মানবের স্ত্রীর উপযুক্তা নহে। রমণী আমাদের উপাস্য দেবতা, দৌতারীর পত্নী। এ সৌন্দর্য্য দেবতার উপভোগ্য—তোমার মত সামান্য হীন মানবের বিলাসের সামগ্রী হইতে পারে না।"

যেরূপ কর্কশ ও ব্যঙ্গস্বরে কথাগুলি উচ্চারিত হইল, তাহাতে বিমলাচরণের ভয় হইল, বলিষ্ঠ ও সাহসী যুবক হইলেও বিমলাচরণের মন আতঙ্কে কম্পিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ সঙ্গে সহধর্ম্মিনী থাকায় তিনি কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং শব্দের গতি লক্ষ্য করিয়া যেমন পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনই তাঁহার মস্তকে এক ভয়ানক আঘাত পাইলেন। তিনি বাক্‌-নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না—হতচেতন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন।"

মুরলা এ দৃশ্য দেখিতে পারিল না। স্বামীকে নীরব নিস্পন্দবৎ পতিত হইতে দেখিয়া সে প্রাণপণে এক বিকট চীৎকার করিল এবং পরক্ষণেই তাহার অচেতন দেহ স্বামীর নিশ্চল জড়বৎ দেহের পার্শ্বে পড়িয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেবজায়া।

স্বামী-স্ত্রীকে হতচেতন হইয়া সেই উদ্যানের মধ্যে পতিত হইতে দেখিয়া বৃক্ষের অন্তরাল হইতে তিনজন যমদূতাকৃতি লোক বহির্গত হইল। দুইজন ক্ষিপ্রহস্ত বিমলাচরণকে রজ্জু দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ করিলেন, অপর ব্যক্তি ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে মুরলার নিকট গমন করিল, এবং পাছে সে সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনরায় চীৎকার করে এই ভয়ে বস্ত্র দ্বারা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল।

ঠিক এই সময়ে একখানি নৌকা নদীর সেই অংশে লাগিল। একজন বিকটাকার দৈত্য সেই নৌকা হইতে অবতরণ করিল এবং তাহার এক সঙ্গীকে মুরলাকে স্পর্শ করিতে দেখিয়া ঘৃণা-ব্যঞ্জক কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিল" সাবধান দৌতারীর স্ত্রীর পবিত্র দেহ স্পর্শ করিও না। আমাদের দলপতি অরাতি নাশনের কথা কি এত শীঘ্র বিস্মৃত হইইয়াছ? তিনি কি উহাঁকে দেবীর মত সসম্মান প্রদর্শন করিতে বলেন নাই?"

ইত্যবসরে মুরলার জ্ঞান সঞ্চার হইল। যে ব্যক্তি তাহার সঙ্গীকে অঙ্গ স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছিল, মুরলা তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। জিজ্ঞাসা করিল "আর বিলম্ব কেন? আমার স্বামীর যে গতি করিয়াছ আমাকেও সেইরূপ কর।"

মুরলা যাহার সহিত কথা কহিল। তাহাকেই দলপতি বলিয়া বোধ হইল সে বলিল," "তোমার স্বামী? মানব—সামান্য মনুষ্য তোমার স্বামী? বড় লজ্জার কথা! তুমি আমাদের উপাস্য

দেবতা দৌতারীর স্ত্রী, তোমাকে সেই খানেই যাইতে হইবে। আজ হইতে তুমি আমাদের আরাধ্য দেবী।"

এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে মুরলার পার্শ্বে গমন করিল এবং অতি ভক্তিভাবে অগ্রে নমস্কার করিয়া পরে তাহার হস্ত ধারণ করিল। মুরলা দাঁড়াইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার কার্য্যে কোনরূপ বাধা দিতে চেষ্টা করিল না। চারিজন ভয়ানক বলশলী বিকটাকার দৈত্যের নিকট সেই অসহায়া রমণী কি করিবে?

দলপতি তাহার হস্তধারণ করিয়া অতি ধীরে ধীরে নদীতীরে লইয়া গেল। মুরলা দেখিল সেখানে একখানি নৌকা রহিয়াছে। সেই রজত শুভ্র নির্ম্মল জ্যোৎস্না লোকে মুরলা নৌকাখানি চিনিতে পারিল। বুঝিল তাহাকে অপহরণ করিবার উদ্দেশেই নৌকাখানি তাহাদের পাছু পাছু আসিতেছিল। এত দিনে সেই সন্ন্যাসী বেশধারী অসভ্য দানবের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল।

মুরলা পিতামাতার একমাত্র সন্তান। পিতা একজন বিখ্যাত জমীদার—তাঁহার দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে অজা শার্দ্দুল একত্রে বিচরণ করে। মুরলা তাঁহার আদরের কন্যা; যাহা বলিত তাহাই করিত। ভয় কাহাকে বলে সে জানিত না। দলপতি তাহাকে কোন্ অজ্ঞাত দেশে লইয়া যাইতেছে জানিয়াও সে নিজের বিপদ বা কষ্টে ভ্রুক্ষেপও করিল না। সাহসভরে অতি গম্ভীর-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল দলপতি! তোমার নাম কি?"

রমণীর অসাধারণ সহিষ্ণুতা, সাহস্ ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া দল-পতি চমৎকৃত হইল এবং আন্তরিক আনন্দিত হইল। ভাবিল যাঁহাকে দেবী বলিয়া পূজা করিতে হইবে, যিনি তাঁহাদের

উপাস্য দেবতার সহধর্ম্মিণী স্বরূপে গৃহীত হইবেন, তাঁহার এ সকল গুণ বিশেষ আবশ্যকীয়। মুরলার প্রশ্ন শুনিয়া সে তাহার দিকে ফিরিল, শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে মস্তক অবনত করিয়া আবার প্রণাম করিল। পরে বলিল "দেবী! এ অধমের নাম মার।"

মুরলা ইতিপূর্ব্বে ওরূপ নাম শোনে নাই। সে দলপতির নাম শুনিয়া চমৎকৃতা হইল। কিন্তু মুখে কোন কথা কহিল না। জিজ্ঞাসা করিল "মার! আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে—সত্য করিয়া উত্তর দিবে?"

অবনত মস্তকে দলপতি উত্তর করিল "মার কথনও মিথ্যা বলে না। মিথ্যা কাহাকে বলে সে জানেও না।"

মু। বেশকথা বল দেখি, তুমি কি কাহাকেও ভাল বাসিয়াছ? যৌবনে—যথন তোমার উৎসাহ, তেজ ও আকাঙ্ক্ষা বলবতী ছিল তথন কি কোন রমণীকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছ? প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ দিয়াছ? আমি এথন তোমাদের আরাধ্যা দেবী—দেথিও যেন দেবীর অসম্মান করিও না।

প্রণয়ের কথা শুনিয়া দলপতির হৃদয় বিচলিত ও দ্রবীভূত হইল। তাহার কর্কশস্বর কোমল কাকলিকণ্ঠে পরিণত হইল। অতি মৃদুস্বরে সে উত্তর করিল, "হাঁ দেবী! আমি এক যুবতীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাকে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে কথা এথন কেন? দেবি! সে অতীতের কথা স্বরণ করাইয়া মার কে যাতনা দিতেছেন কেন?

মু। কারণ আছে। যদি তোমার সমক্ষে কোন দুর্দ্দান্ত দস্যু তোমার সেই প্রণয়িণীকে মর্ম্মান্তিক দারুণ আঘাতে হতচেতন করিয়া ভূমিতলে পাতিত করতঃ তোমাকে লইয়া স্থানান্তরে

যাইবার অভিলাষ করিত, তুমি কি তখন নিশ্চিন্ত মনে তাহার সহিত যাইতে পারিতে? তোমার প্রণয়িণী জীবিতা কি মৃতা তাহা জানিবার ইচ্ছা না করিয়া, একবারও তাহার দিকে না চাহিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে কি তোমার হৃদয় কাঁদিত না? মার! আমার কথার উত্তর দাও।

মা। বুঝিয়াছি দেবি! আপনার প্রাণের কথা বুঝিয়াছি।

মু। কেবল বুঝিলে হইবে না—আমার কথার উত্তর দাও। যদি আমাকে তোমাদের আরাধ্যাদেবী বলিয়া স্বীকার কর, তবে এখনই আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

দলপতির সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল, কণ্ঠ—বাষ্পরুদ্ধ হইল, চক্ষে জল আসিল। সেই ভয়ানক দুর্দ্দান্ত নররাক্ষস সামান্যা বালিকার কথায় নীরবে কাঁদিতে লাগিল! মুরলা কোন কথা কহিল না, তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টাও করিল না, সে কেবল মধ্যে মধ্যে দূর হইতে স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে দলপতি আত্মসংবরণ করিল; একবার বিমলাচরণের সংজ্ঞাহীন দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল তাহার সঙ্গী তিন জন একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের সহিত বিমলাচরণের হস্ত পদ দৃঢ় বদ্ধ করিয়া তাহাদের দিকে আগমন করিতেছে।

সহকারী তিন জন নিকটে আসিলে দলপতী জিজ্ঞাসা করিল "যুবক কি এখনও জীবিত আছে?"

একজন উত্তর করিল "হাঁ—এখনও তাঁহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বাহির হয় নাই। যদি হুকুম হয় তাহা হইলে——"

সে কথায় বাধা দিয়া দলপতি বক্তার দিকে তীব্র কটাক্ষপাত

করিল। তাহার তৎকালীনভ্রূকুটি দেখিয়া সঙ্গীগণও ভয়ে জড়সড় হইল। কাহারও মুখে বাঙনিষ্পত্তি হইল না। তখন দলপতি অতি কর্কশস্বরে বলিল, "তোমরা আমার ভৃত্য—যেরূপ আদেশ করিব সেইরূপ করিবে। তোমাদের পরামর্শ লইয়া আমি কার্য্য করিব না। আমি তোমাদের পরামর্শ শুনিতে ইচ্ছা করি না। সাবধান, আর যেন উপযাচক হইয়া কখনও কোনরূপ পরামর্শ দিতে চেষ্টা করিও না। যুবক যদি জীবিত থাকে, ভালই হইয়াছে। সে জীবিতই থাকুক কিম্বা মরিয়াই যাউক আমাদের তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু আমাদের দেবী—যাহাকে আমাদের উপাস্যদেবতার সঙ্গিনী করিতে মনস্থ করিয়াছি, তাঁহারই আদেশ যে যুবক যেন জীবিত থাকেন।"

এই বলিয়া দলপতি মুরলার দিকে ফিরিয়া বলিল, "দেবি! যুবক জীবিত আছে। আপনি নৌকার ভিতর গিয়া বিশ্রাম করুন।

মুরলা শেষবার স্বামীর দিকে চাহিল। তাহার চক্ষে জল আসিল। এতক্ষণ সে ধৈর্য্যধারণ করিয়া ছিল, কিন্তু আর পারিল না। চক্ষুদিয়া দরদরিত ধারে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ কোন কথা না কহিয়া সে নৌকায় আরোহণ করিল। অপর সঙ্গীত্রয় তীর হইতে নৌকাখানি ঠেলিয়া দিল এবং লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক উহাতে আরোহণ করিল। পরে এক এক খানি দাঁড় লইয়া অনুকূল স্রোতে বহিয়া চলিল। দলপতি কর্ণধার রূপে নৌকার অপর প্রান্তে দণ্ডায়মান হইল। আর সেই অসহায়, দুর্ব্বল রমণী মুরলা নিরুপায় হইয়া স্বামীকে স্মরণ করিতে করিতে কোন্ অজ্ঞাত অপরিচিত দেশে যাইতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত পার্ব্বত্য বিভাগে সতীপুর নামে এক বিখ্যাত জনপদ ছিল। যেখানে আধুনিক প্রসিদ্ধ নগর রাঙ্গামাটি অবস্থিত, পূর্ব্বে সেই স্থানকেই সতীপুর বলিত। কর্ণফুলী নামক এক স্রোতস্বতী কুল কুল রবে দিবা-রাত্রি সতীপুরের পদধৌত করিতেছে।

এই সতীপুর ও তাহার সন্নিকটস্থ গ্রাম সমূহের জমীদার একজন সদাশয়—পরোপকারী লোক—নাম অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়। পূর্ব্ববঙ্গের তৎকালীন জমীদার সকলের মধ্যে অভয়াচরণ একজন প্রসিদ্ধ জমীদার ছিলেন, তিনি অগাধ সম্পত্তির অধিকারী এবং অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন।

অভয়াচরণের সহধর্ম্মিণী সাবিত্রী তাঁহার অনুরূপা কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অভয়াচরণ পুত্র মুখ দেখিতে পান নাই। তাঁহার একটী মাত্র কন্যা, নাম মুরলা।

মুরলার বয়স প্রায় পনের বৎসর। তাহাকে দেখিতে বেশ সুন্দরী, তাহার বর্ণ গৌর, চক্ষু আকর্ণবিস্তৃত, ললাট অপ্রশস্ত, কুঞ্চিত কেশরাশি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গসৌষ্ঠব অতি সুন্দর।

মুরলা জমীদারের একমাত্র কন্যা—যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত। জন্মাবধি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্যই হয় নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তাহার সহজে কোন বিষয়ে ইচ্ছা হইত না। যদি কখনও কোন কার্য্যে ইচ্ছা হইত তাহা হইলে যেরূপে

হউক তাহা সম্পন্ন করিত, কোনরূপ বাধা বিঘ্ন মানিত না। অতি শৈশবাবধি মুরলা সহজে রোদন করিত না। সামান্য কারণে সে কখনও কাঁদিত না। সামান্য কষ্টে ব্যথিত হইত না, তুচ্ছ বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিত না।

মুরলার বয়স যখন আট বৎসর তখন তাহার বিবাহ হয়। অভয়াচরণ তাহার বিবাহ দিয়া গৌরীদানের ফললাভ করিয়াছিলেন।

মুরলার স্বামীর নাম বিমলাচরণ, পাঠক মহাশয় ইতি পূর্ব্বেই তাহা অবগত হইয়াছেন। বিমলাচরণের বয়স পঁচিশ বৎসর, তাঁহাকে দেখিতে অতি সুপুরুষ। অল্প বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন হওয়ায় তিনি অভয়াচরণের বাড়ীতেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। বিমলার পিতা অভয়াচরণের বাল্যবন্ধু। উভয়ে একই বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। বিমলাচরণের পিতা সামান্য লোক ছিলেন। অভয়াচরণের অগাধ বিষয়-সম্পত্তির সহিত তাহার সামান্য অবস্থার তুলনাই হয় না। কিন্তু অর্থগত প্রভেদ থাকিলেও অভয়াচরণ বিমলাচরণের পিতাকে আন্তরিক ভালবাসিতেন।

বিমলাচরণের পিতার মৃত্যুকালে অভয়াচরণ উপস্থিত ছিলেন বিমলার পিতা যখন পুত্রের ভরণ পোষণ ও শিক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া ছিলেন, তখন অভয়াচরণ স্বয়ং তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। এবং বিমলার পিতার শ্রাদ্ধাদি সমাপ্ত হইল তিনি বিমলাকে লইয়া আপনার বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। বিমলাচরণের বয়স তখন সতের বৎসর। একবৎসর পরেই তিনি মুরলার সহিত বিমলার বিবাহ দিলেন।

অভয়াচরণ বিমলাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি স্বয়ং বিমলার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিমলাচরণের বয়স যখন বাইশ বৎসর তখন তিনি ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সেই অবধি তিনি কলিকাতার হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া আসিতেছেন।

বিমলাচরণের বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর; অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বেশ সুখ্যাতিলাভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জনও করিতে লাগিলেন।

কলিকাতা হইতে চট্টগ্রাম সামান্য দূর নহে। বিমলাচরণ ইচ্ছা করিলেই সেখানে আসিতে পারিতেন না। পূজার কিম্বা অন্য কোন দীর্ঘ অবকাশ পাইলেই তিনি মুরলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তাহার প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে, পূজার দীর্ঘ অবকাশে বিমলাচরণ সতীপুরে আসিয়া ছিলেন। অবকাশ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল, শীঘ্রই তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকথা।

কলিকাতায় রওনা হইবার পূর্ব্ব দিন, বিমলাচরণ সস্ত্রীক সীতাদেবীর মন্দির দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সতীপুর হইতে ঐ মন্দির প্রায় চারি মাইল। বিমলাচরণ নৌকা করিয়া

সেখানে গিয়াছিলেন, কেবল একজন মাত্র ভৃত্য তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিল।

অতি প্রত্যুষে বিমলাচরণ, মুরলা ও সেই বিশ্বাসী ভৃত্যকে লইয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন। বেলা দশটার কিছু পূর্ব্বেই তাঁহারা সীতাদেবীর মন্দিরে উপস্থিত হন। জমীদারের কন্যা হইলেও মুরলা সকল কার্য্যই শিখিয়াছিল। দেবীর পূজা দিয়া সকলে তাঁহার প্রসাদ লইলেন। পরে বিমলাচরণ আহারাদির আয়োজন করিতে লাগিলেন, মুরলাও রন্ধনের উদ্যোগ করিতে লাগিল।

রন্ধনাদি শেষ করিয়া আহারাদি করিতে বেলা প্রায় চারিটা বাজিয়া গেল। অভয়াচরণ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে ফিরিতে আদেশ করিয়া ছিলেন। সুতরাং আহারাদির পর আর বিশ্রাম না করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে নৌকায় উঠিলেন। ভৃত্য পূর্ব্বেই স্থলপথ দিয়া পদব্রজে প্রত্যাগমন করিয়াছিল।

মুরলাকে লইয়া বিমলাচরণ যখন ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন ভ্রমবশতঃ তিনি একটী মূল্যবান ছত্র, দেবীর মন্দিরে রাখিয়া আসিয়া ছিলেন। মুরলাকে নৌকায় আরোহণ করিতে আদেশ করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন এবং আপনার ছত্রটী গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে নৌকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কর্ণফুলী নদী নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। বর্ষাকালে নদীর বেগ আরও ভয়ঙ্কর হয়। কোন কোন বৎসর ইহা এত প্রশস্ত হয় যে উভয় পার্শ্বের গ্রাম গুলি একেবারে জলমগ্ন হইয়া যায়, সীতা দেবীর মন্দিরও এই কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। সতীপুর

হইতে দেবী মন্দিরে যাইবার দুইটী পথ ছিল। জল পথটী যেমন সুগম; স্থল পথটী তেমন নহে।

অভয়াচরণের বাড়ী অতি প্রকাণ্ড। বাড়ীর চারিদিকে প্রায় অর্দ্ধমাইল পর্য্যন্ত একটী বিস্তৃত উদ্যান ছিল। উদ্যান অতিক্রম করিলেই নদী-তীর। অভয়াচরণের উদ্যান এই নদীতীরেই অবস্থিত।

বিমলাচরণ ইচ্ছা করিলে বাড়ীর নিকটস্থ ঘাটেই নৌকা হইতে অবতরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাক বশতঃ তাঁহার সে ইচ্ছা ছিল না। তিনি বাড়ী হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে একটী ঘাটে নৌকা লাগাইতে বলেন এবং সেইখানেই সস্ত্রীক অবতরণ করিয়া নদীর তীরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে ছিলেন।

কিছুদূর গমন করিয়া মুরলা হঠাৎ নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সহসা একখানি অদ্ভুত গঠনের নৌকা তাহার দৃষ্টি-গোচর হইল। মুরলা যখন প্রথমে নৌকায় আরোহণ করে তখনও সেই ঘাটে ঐ নৌকাখানি দেখিয়া ছিল, তাহার উপরে যে চারিজন বিকটাকার ভয়ানক লোক ছিল তাহাও সে নয়ন গোচর করিয়াছিল।

লোকগুলিকে দেখিয়া মুরলা অত্যন্ত ভীতা হইয়াছিল। বিশেষতঃ যখন তাহাদের ললাটে ফনাধারী সর্পের চিহ্ন দেখিতে পাইল, তখন তাহার অন্তরাত্মা উড়িয়া গেল। পূর্ব্বকথা তাহার স্মরণ-পথে উদিত হইল, ভাবিল যে লোক এক সময়ে তাহার পিতার নিকট তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল, ইহারা তাহারই প্রেরিত। হয়ত তাঁহাকে অপহরণ করাই

উহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মুরলা সামান্য কারণে বিশেষ বিচলিত হইত না। সুতরাং যখন বিমলাচরণ ছত্র লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন সে স্বামীকে সে সকল কথা বলিয়া ব্যস্ত করিতে ইচ্ছা করিল না।

নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া স্বামীর হস্তধারণ করতঃ যখন সে নদীতীর দিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছিল, এবং যখন পুনরায় সেই নৌকাখানি তাহার নয়ন-পথে পতিত হইল; তখন মুরলার সন্দেহ বৃদ্ধি হইল, তাহার ভয় হইল, সে স্বামীকে সকল কথা বলিয়া দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিছুদূর গমনের পর তাঁহারা অভয়াচরণের উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। মুরলা এত অন্যমনস্কা ছিল যে, আপনাদের উদ্যানে প্রবেশ করিলেও সে পূর্ব্বমত দ্রুতপদেই যাইতে লাগিল, বিমলাচরণ তাহাকে সে কথা বলিলে পর মুরলা তাঁহাকে সেই নৌকাখানি প্রদর্শন করিল।

বিমলাচরণও ইতি পূর্ব্বে সেই নৌকা ও তন্মধ্যস্থ আরোহী-দিগকে বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিয়া ছিলেন; কিন্তু পাছে মুরলার ভয় হয়; সেই জন্য তাহাকে কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই।

তাহার পর যে যে কাণ্ড ঘটিয়া ছিল, পাঠক মহাশয় পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শোক।

বিমলাচরণ যখন সংজ্ঞা লাভ করিয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন, দেখিলেন তিনি আপনার গৃহে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার চারিদিকে বাড়ীর প্রায় সমুদায় লোকই নিস্তব্ধভাবে উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছে। তাঁহার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী তাঁহার সম্মুখে বসিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার শ্বশুর অভয়াচরণ নির্নিমেষ নয়নে তাঁহারই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাঁহাদের পারিবারিক চিকিৎসক তাঁহার গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া একদৃষ্টে বিমলাচরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন।

রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ীর সমস্ত লোকই সেই গৃহে ছিল বটে কিন্তু কাহারও মুখে একটীও কথা ছিল না। গৃহ এত নিস্তব্ধ ছিল যে, লোকের শ্বাস-প্রশ্বাসধ্বনিও শ্রুত হইতেছিল না।

বিমলাচরণ চক্ষু উন্মীলন করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভাবিলেন তিনি কোথায় আসিয়াছেন, কেনই বা তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহাকে সেরূপে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। এতক্ষণ তিনি কোথায় ছিলেন, কেমন করিয়াই বা সেখানে আসিলেন, এই সকল প্রশ্ন তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। কিন্তু তিনি তাহার একটিরও উত্তর করিতে পারিলেন না।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর বিমলাচরণ আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। যে গুরুতর আঘাত তাঁহার মস্তকে লাগিয়াছিল, অন্য লোক হইলে এতক্ষণ জীবিত থাকিত না। বিমলাচরণ বাল্যকালে ব্যায়াম করিতেন; তাঁহার অদ্ভূতী ব্যায়াম কৌশলে সকলেই চমৎকৃত হইতেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘটা অতীত হইল, বিমলাচরণ আবার জ্ঞান-লাভ করিলেন। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া অতিকষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কোথায়?"

নিকটেই চিকিৎসক ছিলেন; তিনি বিমলাচরণকে কথা কহিতে শুনিয়া আন্তরিক প্রীত হইয়া বলিলেন "আপনার ঘরেই আছেন। কিন্তু এখনও সুস্থ হন নাই, আপনি আর কথা কহিবেন না।"

এই বলিয়া চিকিৎসক ঔষধের বাক্স খুলিলেন এবং কিছু-ক্ষণ চিন্তার পর একটি ক্ষুদ্র শিশি বাহির করিয়া সামান্য জলের সহিত সেই আরকের এক ফোটা মিশ্রিত করত বিমলাচরণকে মুখে করিতে বলিলেন, বিমলাচরণও তাঁহার আদেশ পালন করিলেন।

আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইল। বিমলাচরণের সমস্ত কথা মনে পড়িল। মুরলার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি আর কাহারও কথা গ্রাহ্য না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মুরলা? সে কোথায়? সকলকেই দেখিতে পাইতেছি কিন্তু মুরলাকে দেখিতেছি না কেন? তবে কি সেই দুর্দ্দান্ত নর-রাক্ষসগণ তাহাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে?"

উপস্থিত লোক সকল তাঁহার কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন

না। সকলেই মনে করিলেন বিমলাচরণ প্রলাপ বকিতেছে। কিন্তু মুরলার নাম শ্রবণমাত্র তাঁহার শ্বশ্রু ঠাকুরাণী আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে সহসা অজ্ঞান হইয়া সেই ঘরের মেঝের উপর পড়িয়া গেলেন।

চিকিৎসক ও অন্যান্য কয়েকজন লোকে তাঁহার অচেতন দেহ অন্যত্র লইয়া গেলেন। অভয়াচরণ স্ত্রীকে অচেতন হইতে দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন কিন্তু মুখে কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। বাড়ীর অপরাপর ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ সাবিত্রীর শুশ্রূষা করিবার জন্য তাঁহার নিকটে গমন করিলেন।

বিমলাচরণ অনেকটা সুস্থ হইলেন। কিন্তু তাঁহার উঠিবার সামর্থ্য ছিল না। মস্তকে যে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল, যাহাতে তিনি অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার দারুণ যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন।

রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল, অভয়াচরণ এ পর্য্যন্ত মুরলার কোন সংবাদ পান নাই। যে সকল লোক মুরলার অন্বেষণে গিয়াছিল, একে একে সকলেই ফিরিয়া আসিল। কেহই মুরলার কোন সংবাদ আনিতে পারিল না।

অভয়াচরণ যখন দেখিলেন বিমলাচরণ অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন, তখন চিকিৎসকের পরামর্শ মত তাঁহাকে মুরলার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

মুরলার নাম শুনিয়া বিমলাচরণ পুনরায় চঞ্চল হইলেন। শয্যা হইতে নামিয়া মুরলার অন্বেষণে যাইতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু তাঁহার মনের বাসনা মনেই লয় প্রাপ্ত হইল। পাছে

তিনি পুনরায় অজ্ঞান হইয়া পড়েন, পাছে বারম্বার অজ্ঞান হইলে তাঁহার মানসিক শক্তি একেবারে লুপ্ত হয় এই ভয়ে চিকিৎসক মহাশয় তাঁহাকে ধরিয়া পুনরায় শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলেন।

বিমলাচরণ আর কোনরূপ উৎপাত করিলেন না। অভয়াচরণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "যদি আপনি আমার কথার উত্তর দেন তাহা হইলে আমিও আপনাদের কথামত কার্য্য করিব। নচেৎ এখনই এখান হইতে চলিয়া যাইব এবং যেরূপে হউক মুরলাকে অনুসন্ধান করিয়া এখানে আনয়ন করিব। আপনাদের কাহারও কথা শুনিব না।

অভয়াচরণ বিষণ্ণবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি জিজ্ঞাসা করিতে চাও বল।"

বি। আমি এখানে কেমন করিয়া আসিলাম? আমার স্মরণ হইতেছে আমাদের বাগানের প্রান্তভাগে ঠিক নদীতীরে আমি হতচেতন হইয়া পড়িয়াছিলাম। কে আমাকে এখানে আনিল? কি করিয়াই বা সে জানিল যে আমার সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল।

অ। যে চাকর তোমাদের সহিত দেবী দর্শনে গিয়াছিল, বেলা ছয়টার পরই সে বাড়ী ফিরিয়া আইসে। তাঁহাকে একা ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া আমাদের ভয় হইল। আমরা তাঁহাকে তোমাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল তোমরা নৌকা করিয়া আসিবে। এখন নদী শান্ত, কোনরূপ ভয়ের কারণ নাই, সুতরাং সায়ংকালে নৌযানে বাড়ী প্রত্যাগমন করিবে শুনিয়া আমারও আনন্দ হইল। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। তবুও তোমাদের দেখা নাই, ভাবিলাম কোন দুর্ঘটনা

উপস্থিত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইল। আমার ভয় হইল, আমি আর স্থির হইতে পারিলাম না। তখনই সেই ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলাম। ভৃত্য এখান হইতে যাইবার প্রায় পনের মিনিট পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বলিল তুমি বাগানের শেষভাগে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছ। তোমার মস্তক হইতে রক্তস্রোত নির্গত হইতেছে। আমি আরও জনকয়েক লোক লইয়া তখনই তাহার সহিত সেখানে যাইলাম, তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার অত্যন্ত কষ্ট হইল, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। অবশেষে একখানি পাল্‌কী করিয়া তোমাকে বাড়ীতে আনিলাম এবং এই শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলাম। এখন বল কি করিয়া তোমার এই দুর্দ্দশা হইল আর আমার কন্যা মুরলাই বা কোথায় গেল।"

অভয়াচরণের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া বিমলাচরণ অতি ধীরে ধীরে সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিলেন। শেষে বলিলেন "যেরূপেই হউক যদি আমি জীবিত থাকি, তাহা হইলে মুরলা যেখানেই থাকুক না কেন, যেমন করিয়া পারি তাহাকে উদ্ধার করিয়া এখানে আনিব। কিন্তু আজ মুরলার মুখে একটী নূতন কথা শুনিলাম। মুরলাকে বিবাহ করিবার জন্য কোন সন্ন্যাসী নাকি আপনার নিকট আসিয়াছিল?"

অভয়াচরণের সে কথা স্মরণ ছিল না। বিমলাচরণের মুখে সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া তাঁহার সকল কথা মনে পড়িল। তিনি বলিলেন "মুরলা সত্যই বলিয়াছে? প্রায় সাত বৎসর গত হইল, মুরলার সহিত তোমার বিবাহ হইবার এক বৎসর

পূর্ব্বে সন্ন্যাসীবেশধারী এক প্রৌঢ় আমার বাড়ীতে আগমন করেন। আমি তাঁহাকে সন্ন্যাসী মনে করিয়া যথাসাধ্য যত্ন সহকারে সেবা করিলাম। তিনিও তখন কোন কথা না বলিয়া আমার প্রদত্ত আহার সামগ্রীগুলির সদ্ব্যবহার করিলেন। সায়ংকালে প্রস্থান করিবার সময় তিনি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন "আমার একটী অনুরোধ আছে। আপনাকে সেটী রক্ষা করিতে হইবে।"

আমি তাঁহাকে সত্যসত্যই সন্ন্যাসী মনে করিয়াছিলাম, সুতরাং তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিয়া উত্তর করিলাম, আপনি সন্ন্যাসী—আপনার অনুরোধরক্ষা করিব ইহা আর অধিক কথা কি? বলুন আমাকে কি করিতে হইবে।"

আমার কথায় তিনি বলিলেন "কে বলিল আমি সন্ন্যাসী? সন্ন্যাসীর বেশ করিলেই যে সন্ন্যাসী হয় তাহা নহে। বিপদে পড়িয়া আমায় এ বেশ ধারণ করিতে হইয়াছে, বিপদে পড়িয়াই আজ আমি আপনার অতিথি হইয়াছি। কিন্তু আমি সন্ন্যাসী নহি। আপনার ন্যায় আমিও কোন দেশের জমীদার। আপনার মত আমারও প্রচুর সম্পত্তি, লোকজন, দাস দাসী, যথেষ্ট আছে।"

এই বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার কথায় স্তম্ভিত হইলাম। সহসা সেকথা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনার জমীদারী কোথায়? কেনই বা এ বেশে এখানে আসিয়াছেন?"

সন্ন্যাসীবেশধারী ব্যক্তি আমার প্রশ্ন শুনিয়া কিছুক্ষণ কি

চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন "কর্ণফুলী নদী যেখানে সাগর সঙ্গমে মিলিত হইয়াছে আমার জমীদারী সেইখানে। কোন বিশেষ কারণ বশতঃ আপাততঃ সে স্থানের নাম বলিতে পারিলাম না। আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেই সমস্ত কথা জানিতে পারিবেন।"

আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখানে এবেশে কেন?

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন "আপনার বাড়ী হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে সীতাদেবীর মন্দির আছে। আমি লোকজন লইয়া সেই দেবী দর্শন করিতে নৌকাযোগে সেই স্থানে আসিতেছিলাম, এমন সময়ে হঠাৎ এক প্রবল তরঙ্গে আমাদের নৌকা জলমগ্ন হইল। দাঁড়ী মাঝা সকলেই ডুবিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও জলমগ্ন হইলাম। আমার জ্ঞান লোপ হইল। আমার সঙ্গীদের যে কি হইল, তাহারা জীবিত রহিল কি, মরিয়া গেল তাহা জানিতে পারিলাম না। যখন আমার জ্ঞানলাভ হইল, তখন দেখিলাম আমি নদীতীরে বালুকাস্তবের উপর পড়িয়া রহিয়াছি। নিকটে একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আমার সেবা করিতেছেন। আমাকে সুস্থ দেখিয়া সন্ন্যাসী আনন্দিত হইলেন এবং এই পরিচ্ছদ পরিধান করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি জলমগ্ন হইয়াছিলাম, আমার পোষাক নদীজলে সম্পূর্ণ ভিজিয়া গিয়াছিল, সুতরাং বাধ্য হইয়া সন্ন্যাসীর আদেশ পালন করিলাম। সেই সন্ন্যাসীই আমাকে আপনার বাড়ী পর্য্যন্ত আনিয়াছেন। আপনার সেবায় আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, এখন যদি আমার এই অনুরোধটী রক্ষা করেন তাহা হইলে আমি যাবজ্জীবন আপনার বাধ্য থাকিব।

আমি তখন তাহার অনুরোধ কি জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন "আপনার বাড়ীতে একটী অতি সুন্দরী বালিকা দেখিতে পাইলাম। বালিকা কি আপনারই কন্যা?"

আমি সম্মতিসূচক উত্তর দিলাম। তিনি তখন বলিলেন "আপনি ঐ বালিকাকে আমায়, সম্প্রদান করুন, এই আমার অনুরোধ। বহুদিন পূর্ব্বে আমার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত আর বিবাহ করি নাই—আর বিবাহ করিব সে ইচ্ছাও ছিল না, কিন্তু আপনার কন্যাকে দেখিয়া আমার বিবাহ করিবার ইচ্ছা আবার বলবতী হইয়াছে।"

সন্ন্যাসীবেশধারী প্রৌঢ়ের প্রস্তাব শুনিয়া আমি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলাম। বুঝিলাম লোকটা হয় উন্মাদ, না হয় বিয়ে পাগলা, জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, আপনার নাম, গোত্র, জাতি এমন কি বাসস্থান পর্য্যন্তও আমার জানা নাই, এ অবস্থায় আমি কেমন করিয়া আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি? আমি ব্রাহ্মণ—কুলের মুখুটী কিন্তু আপনি—"

বাধা দিয়া তিনি উত্তর করিলেন "আমিও সদ্‌ব্রাহ্মণ—তবে আপনাদের সহিত আমাদের আচার ব্যবহারের মিল না হইতে পারে, আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলে আমার নাম, ধাম, জাতি, গোত্র সমস্তই জানিতে পারিবেন।"

আমি বলিলাম "আমার কন্যার বয়স আটবৎসর মাত্র, বিশেষতঃ ঐ একমাত্র কন্যা ভিন্ন আমার আর কোন সন্তান সন্ততি হয় নাই। আমিত এখন উহার বিবাহ দিব না।

তিনিও সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। বলিলেন "বেশ কথা;

আপনি সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখুন, পরে যখন অনুমতি করিবেন তখনই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে।"

লোকটার কথায় আমি বিরক্ত হইলাম। অতি কর্কশভাবে উত্তর করিলাম "পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঐ কন্যা ভিন্ন আমার আর কোন সন্তান হয় নাই। আমরা জামতাকেও গৃহে রাখিবার পরামর্শ করিয়াছি। আমার অর্থের অভাব নাই, কন্যা ও জামাতা নিকটে থাকিলে পরম সন্তোষ লাভ করিব।"

আমার কথা শুনিয়া এবং ভাবভঙ্গী দেখিয়া তিনিও বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"যদি আমিই তাহাতে সম্মত হই?"

আর আমার সহ্য হইল না। চীৎকার করিয়া বলিলাম "মুরলাকে কর্ণফুলীর জলে ভাসাইয়া দিব সেও স্বীকার তত্রাপি আপনার মত লোকের সহিত তাহার বিবাহ দিতে পারিব না।"

এতক্ষণ তিনি যেমন শান্ত মূর্ত্তি ধরিয়া ছিলেন, আমার শেষ কথায় তিনি ততোধিক উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন সাবধান অভয়াচরণ! তুমি কাহার সহিত কথা কহিতেছ জান না বলিয়াই ওরূপ বলিতে সাহস করিয়াছ। কিন্তু নিশ্চয় জানিও যেরূপে, যখনই হউক না কেন তোমার কন্যাকে আমার অঙ্কলক্ষ্মী করিব।" এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। আমি এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম যে আমার মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরণ হইল না। আমার লোকজন কে ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে শাস্তিদিতে আদেশ করিলাম। কিন্তু তাহারা আমার আদেশ পালন করিবার পূর্ব্বেই সেই সন্ন্যাসীবেশধারী ব্যক্তি কোথায় যে প্রস্থান করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

এই বলিয়া অভয়াচরণ নিস্তব্ধ হইলেন। পরে হঠাৎ মুরলাকে

স্মরণ করিয়া বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন। উপস্থিত লোক সকল তাঁহাকে অনেক কষ্টে সান্ত্বনা করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অন্বেষণ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর এক মাস অতীত হইয়াছে। সময় কাহারও হাতধরা নহে। সময় আইসে,—চলিয়া যায়। বাধা বিঘ্ন না মানিয়া, স্তব স্তুতি গ্রাহ্য না করিয়া, পরের মুখ না চাহিয়া কাল ক্রমাগত মহাকালে মিশিতেছে। আমি দরিদ্র—ঋণদায়ে প্রপীড়িত, উত্তমর্ণ কাল প্রাতে আসিয়া প্রাপ্য অর্থের দাবী করিবে। আমি নিঃসম্বল—অনেক চেষ্টা করিয়াও অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম যেন আজিকার নিশি প্রভাত না হয়, যেন ঋণদায়ে কারাগারের আশ্রয় লইতে না হয়। কিন্তু সময় কি সে কথা শুনিল; না গ্রাহ্য করিল? সে আমার বিষণ্ণ মুখের দিকে দৃকপাত না করিয়া, আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপন মনেই—কর্ত্তব্য সাধন করিয়া চলিয়া গেল। আপনি বহু দিন প্রবাসে থাকিয়া সামান্য অবকাশ লইয়া স্বদেশে স্বগৃহে গমন করিলেন, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র, পরিবারে বেষ্টিত হইয়া না জানি কতই সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন যেন এদিন আর না যায়, এমন সুখের সময় যেন অতীত না হয়, কিন্তু সময় কি সেকথা গ্রাহ্য করিল? সে কাহারও কথায় মনোযোগ না করিয়া আপনার গন্তব্য পথেই গমন করিল।

এই এক মাসের মধ্যে বিমলাচরণ সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। মুরলার মাতা সাবিত্রী সাংঘাতিক পীড়িতা হইলেন, আর অভয়াচরণ তিনিও কন্যার শোকে উন্মাদ হইলেন। কখন হাসিতেছেন, কখন কাঁদিতেছেন, কখনও বা প্রলাপ বকিতেছেন। চিকিৎসক অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে আরোগ্য করিতে পারিলেন না।

বিমলাচরণ যখন সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন, তখন নিশ্চিন্তভাবে কালযাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন না। মুরলার অনুসন্ধানে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

যথা সময়ে এসংবাদ অভয়াচরণের কর্ণে পঁহুছিল। তিনি হাসিয়াই অস্থির হইলেন। বলিলেন" মুরলা! সে আবার কে! মুরলার জন্য বিমলাচরণ কোথায় যাইবে? কেনই বা যাইবে?" কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তাঁহার মতির পরিবর্ত্তন হইল। তিনি সামান্য বালিকার মত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বলিলেন" হায়! হায়! আমার মুরলা কি আর আছে? সে কি আর আমার নিকটে আসিবে? দুদিনের তরে সে আমার ঘর আলো করিয়া ছিল, তাহার দিন ফুরাইয়াছিল তাই সে কোন্ অজ্ঞান দেশে, কোন্ অপরিচিত লোকের নিকট চলিয়া গিয়াছে। কালপূর্ণ হইলে আমরাও প্রস্থান করিব।"

বিমলাচরণ যখন শ্বশুর মহাশয়ের এই সকল প্রলাপোক্তি শ্রবণ করিলেন, তখন তিনিও মর্ম্মাহত হইলেন। ভাবিলেন এ অবস্থায় তাঁহার অনুমতি লইবার আবশ্যকতা নাই। শ্বশ্রুঠাকুরাণীর অনুমতি লইয়া শুভদিন দেখিয়া যাত্রা করিবার মানস করিলেন।

সাবিত্রী কন্যাশোকে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কেবল রোদন করিয়া দিনপাত করিতে ছিলেন। মধ্যে মধ্যে বিমলাচরণ তাঁহার নিকটে যাইতেন বটে, কিন্তু সাহস করিয়া আপনার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিতেন না।

বিমলাচরণ তখন বিষম ফাপরে পড়িলেন। কি করিয়া গুরুজনের অনুমতি পাইবেন, এই চিন্তাই তাঁহাকে ব্যাকুল করিল। অবশেষে একদিন সাবিত্রী কথায় কথায় মুরলার কথা তুলিলেন। বিমলাচরণ সেই সুযোগ ত্যাগ করিলেন না। মুরলার অনুসন্ধানের কথা পাড়িলেন। সাবিত্রী প্রথমতঃ কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু অবশেষে বিমলাচরণের নির্বন্ধাতিশয় দর্শনে তাঁহার মতে মত দিলেন।

বিমলাচরণ অনুমতি পাইয়া আর বিলম্ব করিলেন না। কোন বিখ্যাত দৈবজ্ঞের নিকট যাইয়া যাত্রার উপযোগী শুভ দিন স্থির করিয়া লইলেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে একখানি দ্রুতগামী নৌকায় আরোহণ করিয়া সতীপুর ত্যাগ করিলেন।

তিনি জানিতেন যে, যে নররাক্ষসগণ তাঁহার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের নিধি মুরলাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহারা নির্ম্মলা মুরলাকে হত্যা করিতে বা কোনরূপ কষ্ট দিতে পারিবে না। সেই দুর্দ্দান্ত দৈত্যগণ যে নিতান্ত অসভ্য, তাহা তিনি তাহাদের কথা-বার্ত্তায় বেশ বুঝিতে পারিয়া ছিলেন। অসভ্যেরা যে ধর্ম্মভীরু, তাহাও তিনি জানিতেন। বিশেষতঃ যখন তাহারা মুরলাকে দেবী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, তখন যে তাহারা মুরলাকে কোনরূপে উৎপীড়ন করিতে সাহস করিবে তাহা বিমলাচরণের বিশ্বাস হইল না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মুরলা

তখনও জীবিত আছে। কিন্তু কোথায় যাইলে তিনি মুরলার সন্ধান পাইবেন! কে তাঁহাকে মুরলার সন্ধান বলিয়া দিবে?

এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া বিমলাচরণ নদীতীর দিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নৌকার দাঁড়ী-মাঝীগণ সকলেই তাঁহার বিশ্বাসী। সকলেই প্রাণপণে তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে তৎপর। তিনি নদীতীরে যে যে নগর, জনপদ বা গ্রাম দেখিতে পাইলেন, সেই সেই স্থানে নৌকা লাগাইতে আদেশ করিলেন এবং দুই একজন লোক সঙ্গে লইয়া তন্নতন্ন করিয়া সেই স্থান সকলে অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু কোথাও মুরলার সন্ধান পাইলেন না। কিম্বা কেহই সে বিষয়ে কোন কথা বলিতে পারিল না।

এইরূপে দিনের দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতীত হইতে লাগিল। বিমলাচরণ দুর্দ্দমনীয়—উৎসাহের সহিত কর্ত্তব্য সাধন করিতে লাগিলেন। অভয়াচরণের বাড়ী হইতে সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত প্রায় দুইশত মাইল। বিমলাচরণ নৌ-যানে এই সমস্ত পথ গমন করিলেন এবং নদীর উত্তর পার্শ্বস্থ যাবতীয় স্থান বিশেষ করিয়া অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। মুরলা বা সেই ভয়ানক লোকদিগের কোনরূপ সন্ধান করিতে পারিলেন না।

এইরূপ প্রায় দুই মাস অতীত হইল কিন্তু বিমলাচরণ হতাশ হইলেন না। সাগর-সঙ্গমে কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া তিনি পথশ্রমে এবং দুশ্চিন্তায় দিন দিন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার মনও নিস্তেজ হইয়া পড়িল। কি করিবেন কোথায় যাইবেন স্থির করিতে না পারিয়া একদিন

সায়ংকালে নৌকার ছাদে বসিয়া কত কি চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে অদূরে আর একখানি নৌকা দেখিতে পাইলেন। তিনি দাঁড়ীগণকে সেই নৌকা দেখাইয়া দিলেন এবং তাহার নিকটে আপনার নৌকা লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

যখন তিনি সেই নৌকার নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন তাহার উপরে একজন লোককে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন তিনি তাঁহার পরিচিত।

নৌকা আরও নিকটবর্ত্তী হইল। তখন তিনি অপর নৌকার সেই লোকটীকে চিনিতে পারিলেন। চীৎকার করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার চীৎকার ধ্বনি অপর ব্যক্তির কর্ণে পঁহুছিল। কোথা হইতে কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে ডাকিতেছেন জানিবার জন্য যেমন তিনি সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনই চারিচক্ষু সম্মীলিত হইয়া উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিলেন।

তখন নৌকা দুইখানি পাশাপাশি হইল। বিমলাচরণ লম্ফ দিয়া অপর নৌকায় আরোহণ করিলেন। বলিলেন "তুমি এখানে শ্যামাচরণ ?"

শ্যামাচরণ তাঁহার বাল্যবন্ধু। উভয়ে এক সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। বিমলাচরণ বি, এ, পাশ করিয়া ওকালতি পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, শ্যামাচরণ বি, এ, পাশ করিয়া এম, এ পড়িতে লাগিলেন। উভয়ে ভিন্ন বিষয় পাঠ করিলেও তাঁহাদের সদ্ভাবের হ্রাস হইল না।

শ্যামাচরণের বাড়ীও সতীপুরে। তাঁহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। তাহাকে দেখিতে শ্যামবর্ণ, বলিষ্ঠ, নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব। তাঁহার চক্ষু আয়ত, বক্ষ উন্নত, হস্ত সুদীর্ঘ, মস্তকে কুঞ্চিত ঘোর

কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি দুইভাগে বিভক্ত। শ্যামাচরণ অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কৌতূহলপ্রিয়। কোন নূতন বিষয় দেখিলে যতক্ষণ না তাহা তাঁহার বোধ গম্য হয়, ততক্ষণ তিনি শান্ত হইতেন না।

এম, এ, পাশ করিয়া শ্যামাচরণ কোন কার্য্য করিলেন না। তাঁহার পিতা ধনবান ছিলেন, তিনিই তাঁহার একমাত্র সন্তান। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন। তিনি পরিমিতাচারী ছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য চিন্তিত হইতে হয় নাই।

বিমলাচরণের সহিত শ্যামাচরণের যেখানে সাক্ষাৎ হইল, সে স্থান সতীপুর হইতে প্রায় আশি মাইল দূর। স্বদেশ হইতে এতদূরে শ্যামাচরণকে নৌকারোহণে যাইতে দেখিয়া বিমলাচরণ বাস্তবিকই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি জানিতেন শ্যামাচরণ বিনাকারণে এতদূর আইসেন নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্যামাচরণ এখানে কি করিতেছ?"

বিমলাচরণের কথা শুনিয়া শ্যামাচরণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "তুমিই বা এখানে কি করিতেছ?"

বিমলাচরণের চক্ষে জল আসিল। পূর্ব্বে যিনি তাঁহার পরিচিত ও অপরিচিত লোকের সমক্ষে এক বিন্দুমাত্র অশ্রুপাত করেন নাই, এখন তিনি আপনার বাল্যবন্ধুর নিকটে আসিয়া তাঁহার সেই দুর্দ্দমনীয় শোকাবেগ সহ্য করিতে পারিলেন না; শ্যামাচরণকে দেখিয়া এবং তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া তিনি না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলেন না। নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইলে জলরাশি যেমন প্রবলবেগে চারিদিকে ধাবিত হয়, সহানুভূতি পাইবার

শোক পাইয়া, বিমলাচরণের রুদ্ধ অশ্রুবারি দরদরিতধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

শ্যামাচরণ বন্ধুকে সহসা রোদন করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কিছুক্ষণ কোন কথা কহিলেন না। তিনি জানিতেন যে, সে সময় সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করা বাতুলের কর্ম্ম।

কিছুক্ষণ ক্রন্দনের পর, বিমলাচরণ আপনা আপনিই শান্ত হইলেন। তখন শ্যামাচরণ অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই বিমলাচরণ, আমার কথা শুনিয়া হঠাৎ রোদন করিলে কেন? কি হইয়াছে? তুমি একজন কৃতবিদ্য বিচক্ষণ ও জ্ঞানী ব্যক্তি। সামান্য কারণে তোমার মত লোকের বিচলিত হওয়া উচিত নহে। কি হইয়াছে বল, যদি সাধ্য থাকে তাহা হইলে যে কোনরূপে পারি তোমার সাহায্য করিব, কিন্তু ভাই, আমার সমস্ত কথা জানা চাই।

বিমলাচরণ বন্ধুকে বহুদিন দেখেন নাই। তাঁহাকে পরীক্ষা না করিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। বলিলেন "আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কিন্তু তুমি কেন; পৃথিবীশুদ্ধ লোকও চেষ্টা করিলে আমার কোন উপকার করিতে পারিবে না। আমার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে। মুরলা আমায় ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

শ্যামাচরণ চমকিত হইলেন। বলিলেন "সে কি? কবে এ সর্ব্বনাশ ঘটিল?"

বি। প্রায় তিন মাস।

শ্যা। তবে তুমি এখানে কেন? স্বদেশ ত্যাগ করিয়া তুমি এখানে কি করিতেছ?

বি। মুরলা আমায় বড় দাগা দিয়া গিয়াছে। মনটা নিতান্ত খারাপ হইয়াছে বলিয়া নৌ-যানে কিছুদিন ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি।

শ্যামাচরণ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন "তবে এক কার্য্যকর বিমলা! চল, আমার শ্বশুর বাড়ীতে কিছুদিন বাস করিবে চল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কিছুদিন সেখানে থাকিলে তোমার দেহ সুস্থ ও সবল হইবে এবং মনও অনেকটা ভাল হইবে। আমিও সেইখানে যাইতেছি—চল উভয়ে একসঙ্গেই যাওয়া যাউক।"

বিমলাচরণ সম্মত হইলেন। বলিলেন,—"তুমি বিবাহ করিয়াছ জানিতাম না। কোথায় তোমার শ্বশুর বাড়ী ?"

শ্যামাচরণ হাসিলেন। বলিলেন "কাজলমারি গ্রামে আমার শ্বশুর বাড়ী। বাল্যকাল হইতেই দেশভ্রমণে আমার আশক্তি। এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে আমি ঐ স্থানে উপস্থিত হই এবং হঠাৎ সেইখানেই বিবাহ করি। ইচ্ছা ছিল চিরকাল অনূঢ় থাকিব কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা কেহই খণ্ডাইতে পারিবে না।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আশ্রয়।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। গ্রাম্যপথ জন-মানব শূন্য। দুই একটা গ্রাম্য কুকুর পথের পার্শ্বে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে,

কিন্তু তাহারাও নীরব। কেবল ঝিল্লীর কর্কশস্বর সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে সন্ সন্ রবে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষশাখাগুলি দোদুল্যমান হইতেছে। চারিদিক ঘোর অন্ধকার, এমন কি কোলের মানুষ পর্য্যন্তও দেখা যাইতেছে না।

এই নির্জ্জন অন্ধকারময় পথ দিয়া বিমলাচরণ শ্যামাচরণের সহিত নিঃশব্দে পদসঞ্চারে গমন করিতেছিলেন। নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া উভয়ে সেই গ্রাম্যপথ দিয়া যাইতেছিলেন। কাঁহারও মুখে কোন কথা নাই। উভয়েই দ্রুতবেগে গন্তব্যপথে যাইতে লাগিলেন।

নদীতীর হইতে শ্যামাচরণের শ্বশুর বাড়ী প্রায় দুই মাইল। কাজলমারি একখানি গণ্ডগ্রাম, গ্রাম্যপথগুলি দুর্গম; রাত্রিকালে সেই পথ দিয়া যাতায়াত করা নিতান্ত কষ্টকর, বিশেষতঃ টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হওয়ায় পথ আরও দুর্গম ও কর্দ্দমাক্ত হইয়াছিল। বিমলাচরণের হস্তে একটী ছত্র ছিল, সেই ছত্রের সাহায্যে উভয়ে কোনরূপে মস্তক রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

অন্য সময়ে সেই দুই মাইল পথ যাইতে অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক লাগিত না। কিন্তু সেই দুর্য্যোগে শ্যামাচরণের শ্বশুরালয়ে যাইতে উভয়ের প্রায় একঘণ্টা কাল অতীত হইল।

শ্যামাচরণের শ্বশুর মহাশয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক। তাঁহার বাড়ীখানি একতলা; কিন্তু অনেক দ্বিতল গৃহ অপেক্ষাও উত্তম। বাড়ীর সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র বাগান। বাগানে নানাজাতীয় ফলের গাছ; মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পুষ্করিণী, তাহার ধারে ধারে কত কি ফুলের গাছ শোভা পাইতেছিল।

সেই রাত্রে শ্যামাচরণকে দেখিয়া তাঁহার শ্বশুর মহাশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি তখনই জামাতা ও তাঁহার বন্ধুকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন।

একতলা হইলেও বাড়ীখানি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যেন একখানি বাংলোর মত। শ্যামাচরণের শ্বশুর নিবারণ বাবু কমিসারিয়েটে কর্ম্ম করিতেন এখন বৃত্তিভোগ করিতেছেন। তাঁহার আদি নিবাস হুগলীজেলায়, কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রকোপে গ্রামখানি উৎসন্ন যাওয়ায় নিবারণ বাবু কাজলমারিতে আগমন করেন এবং সেখানে ঐ বাড়ীখানি প্রস্তুত করেন।

নিবারণ বাবুর একটী পুত্র ও একটী কন্যা, কন্যাটী বড়, বয়স প্রায় পনের বৎসর নাম সুলোচনা। সুলোচনা সুন্দরী বিশেষ যুবতী। যৌবনের পূর্ণ জোয়ার তাহার দেহ নদীর কূলে কূলে প্লাবিত। পুত্রটী কনিষ্ঠ বয়স প্রায় দশ বৎসর নাম হরেন্দ্র-কুমার। এই দুইটী পুত্র কন্যা ভিন্ন নিবারণ বাবুর আরও কয়েকটী সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা সকলেই পিতা মাতাকে কাঁদাইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল।

শ্যামাচরণ প্রায়ই শ্বশুরালয়ে আসিতেন এবং সেইখানেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। তাহার মাতা পিতা বহুদিন পূর্ব্বে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন, এখন শ্বশুরই তাঁহার অভিভাবক।

নিবারণ বাবু জামাতাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি স্বয়ং একজন কৃতবিদ্য লোক, সুতরাং বিদ্যোৎসাহী। শ্যামাচরণ একে বিদ্বান, তাহার উপর পৈতৃক বিষয়ের উত্তরাধিকারী হওয়ায় তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না।

উভয়কে বৈঠকখানায় বসিতে বলিয়া নিবারণ বাবু অন্দরে গমন করিলেন। বহুকাল বিদেশে ইংরেজদিগের সহিত বসবাস করিয়া নিবারণ বাবু ইংরাজী চাল-চলনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাঁহার বৈঠকখানা অতি উত্তমরূপে সজ্জিত। ঘরের মেঝেয় মাদুর পাতা ছিল। তাহাব উপর একখানা সতরঞ্চ তাহার উপরে তিন চারিখানি আরাম চৌকি, দুইটী দেবাজ দুইটা আলমারি, দেওয়ালে কয়েকখানা ভাল ভাল ছবি, কিন্তু একখানিও হিন্দু দেবদেবীর নহে। দুইপার্শ্বে দুইখানা প্রকাণ্ড আয়না। তাহার উপরে এক একটা বড় ঘড়ী। ঘরের একপার্শ্বে একখানা প্রকাণ্ড অয়েলপেন্টিং, রাত্রিকালে বিমলাচরণ ছবিগুলি ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না। তবে ছবিগুলি যে কোন ভাল কারিকরের দ্বারা অঙ্কিত তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন।

রাত্রি এগারটার পর আহারাদি শেষ করিয়া শ্যামাচরণ অন্দরে এবং বিমলাচরণ বৈঠকখানায় শয়ন করিলেন। রাত্রি অধিক হওযায় এবং পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হওয়ায় উভয়ে শীঘ্রই নিদ্রিত হইযা পড়িলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

উদ্যোগ।

পরদিন অতি প্রত্যুষে বিমলাচরণ শয্যাত্যাগ করিলেন। শ্যামাচরণ তাঁহার পূর্ব্বেই গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন। বিমলাচরণকে জাগ্রত দেখিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

বেলা দশটার পর উভয়ে মিলিয়া নদীতীরে স্নানার্থ গমন করিলেন। কিন্তু উভয়েই বিমর্ষ—কেহই কোন কথা কহিলেন না, উভয়েই আপন আপন চিন্তায় মগ্ন।

স্নানাহার সমাপন করিয়া উভয়ে আবার সেই বৈঠকখানায় আগমন করিলেন। বিমলাচরণ একখানি আরাম চৌকীতে উপবেশন করিয়া একখানিপুস্তক লইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন।

পুস্তকখানি হাতে লইলেন বটে, কিন্তু পাঠ করিতে পারিলেন না। তাঁহার বোধ হইল যেন সময় বৃথা নষ্ট হইতেছে, যেন শ্যামাচরণের সহিত সেখানে গিয়া ভাল করেন নাই। মুরলা তাঁহার অদর্শনে কি করিতেছে, কোথায় কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, কিরূপে তাহার সন্ধান পাইবে, শ্যামাচরণকে সত্য কথা বলিবেন কি না; শ্যামাচরণ তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবেন কি না, এই সকল চিন্তা তাঁহাকে ব্যাকুল করিল।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি ঘরের ছবিগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন অয়েলপেন্টিং খানি শ্যামাচরণের শ্বশুর নিবারণ বাবুর। ছবিখানি এত উৎকৃষ্টরূপে অঙ্কিত যে বিমলাচরণ তাহার সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। শ্যামাচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ ছবিখানি কোথায় অঙ্কিত করা হইয়াছে? অনেক অয়েলপেন্টিং দেখিয়াছি বটে, কিন্তু এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ছবি আর কখনও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমার বোধ হয় কলিকাতার কোন বিখ্যাত কারিকর দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে, কেমন শ্যামাচরণ?"

শ্যামাচরণ হাসিয়া বলিলেন "না ভাই, ছবিখানি এই অধমের দ্বারাই অঙ্কিত হইয়াছে। বোধ হয় তোমার জানা আছে যে, আমি বাল্যকাল হইতেই ছবি আঁকিতে ভালবাসিতাম। এম, এ, পরীক্ষার পর আমি কলিকাতার আর্ট স্কুলে কিছুদিন এই কার্য্য শিক্ষা করিয়াছি। বিবাহের পর যখন আমি মধ্যে মধ্যে এখানে আসিতে লাগিলাম, তখন শ্বশুর মহাশয়ের একখানি ছবি অঙ্কিত করিবার ইচ্ছা হইল। এই আমার প্রথম উদ্যম। এঘরে যত-গুলি ছবি দেখিতেছ সকলগুলিই আমার হস্তাঙ্কিত।"

শ্যামাচরণের কথায় বিমলাচরণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "অতি সুন্দর হইয়াছে। তুমি যে এতদূর শিল্পী হইয়া উঠিয়াছ, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না।"

এই বলিয়া বিমলাচরণ ঘরের আর আর ছবিগুলি দেখিতে লাগিলেন। সহসা একখানি ছবির নিকট দাঁড়াইয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন, তাঁহার মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরণ হইল না। তিনি এক-দৃষ্টে সেই ছবির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শ্যামাচরণ তাঁহার এই অবস্থা লক্ষ্য করিলেন। জিজ্ঞাসা করি-লেন "অমন করিয়া কি দেখিতেছ বিমলা? কি হইয়াছে?"

বিমলাচরণ বিশেষ চিন্তিত হইলেন। কি উত্তর দিবেন সহজে স্থির করিতে পারিলেন না। সেই ছবির দিকেই নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

শ্যামাচরণ ভাবিলেন বিমলাচরণ তাহার কথা শুনিতে পান নাই। তিনি পুনরায় ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন "ওখানিও আমি অঙ্কন করিয়াছি। প্রায় দুই মাস গত হইল ঐ ছবিখানি আঁকিয়াছি। কি হইয়াছে বিমলাচরণ? এই

ছবিখানি দেখিয়া তুমি ওরূপ করিতেছ কেন? কি হইয়াছে ভাই? আমাকে বলিতেছ না কেন? আমার দ্বারা উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা নাই।"

অনেক চিন্তার পর বিমলাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন "এ দৃশ্য তুমি কোথায় দেখিয়াছ না বলিলে আমি কোনকথা বলিব না। ছবিখানি যে তোমার কল্পনাপ্রসূত নহে; তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। নিশ্চয়ই তুমি এ দৃশ্য কোথাও দেখিয়াছ।"

শ্যামাচরণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন করিয়া জানিলেন যে ইহা আমার কল্পনা প্রসূত নহে?"

বি। আমি এ রমণীকে দেখিয়াছি এবং চিনিতে পারিয়াছি। ঐ সকল ভয়ঙ্কর লোকের মধ্যে থাকিয়াও রমণী যেরূপ গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যেন উনিই তাহাদের রাজ্ঞী। যেন লোক সকল কোনরূপ বিচার প্রার্থী হইয়াই তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বল ভাই আর আমায় কষ্ট দিও না, বল কোথায় তুমি এরূপ দৃশ্য দেখিয়াছ?

শ্যা। তোমার অনুমান সত্য। সীতা পাহাড়ের উপর এক অসভ্য জাতি আছে, আমি সেই স্থানেই ঐ রমণীকে দেখিয়াছি। কেন বিমলা ঐ রমণীকে দেখিয়া তুমি এত অস্থির হইতেছ? রমণীর সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ আছে নাকি? উহার সহিত তোমার সম্ভাব আছে নাকি?

বি। সমস্তই বলিতেছি—কিন্তু ভাই সত্য করিয়া বল দেখি রমণী জীবিতা না মৃতা?

শ্যা। জীবিতা আছেন। যে সকল অসভ্য লোক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহারা বাস্তবিকই ঐ রমণীকে দেবীর

শ্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে—তাহাদের সাধ্য কি যে তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করে! তবে আর অধিক দিন এরূপ থাকিবে না। রমণীর অন্তিম কাল সন্নিকট।

বাধাদিয়া বিমলাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন "কতদিন পরে সে দিন আসিবে?"

শ্যা। আর তিনমাস পরে।

বি। সীতা পাহাড় এখান হইতে কতদূর?

শ্যা। প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ।

বি। কতদিনে সেখানে যাইতে পারা যায়?

শ্যা। নূ্যনকল্পে এক পক্ষ। কিন্তু কেন তুমি এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? রমণীকে উদ্ধার করিবার জন্য?

বি। হাঁ ভাই। পূর্ব্বে তোমাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম। আমার স্ত্রী মারা পড়ে নাই। ঐ রমণীই আমার সহধর্ম্মিণী। দুরাত্মাগণ সতীপুর হইতে তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

শ্যামাচরণ স্তম্ভিত হইলেন। অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিয়া তিনি বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল মলিন ও পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন "তাঁহাকে উদ্ধার করা একপ্রকার অসম্ভব।"

শ্যামাচরণের কথায় বিমলাচরণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন "অসম্ভব! পৃথিবীতে অসম্ভব কিছুই নাই। তুমি সাহায্য করিবে না তাহাই বল। কিন্তু অসম্ভব বলিও না। আমার স্ত্রীকে একদল অসভ্য লোকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল, আর আমি তাহাকে উদ্ধার করা অসম্ভব বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব?

একথা মনেও করিও না। কেবল তোমার নিকট আমার এই মাত্র অনুরোধ যে তুমি সেই সীতা পাহাড়ের যাইবার পথ বলিয়া দাও।

শ্যামাচরণ গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া বলিলেন. "ভাই বিমলাচরণ! তুমি কি আমায় এত অপদার্থ মনে কর? তোমার স্ত্রী অপহৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি কি আমার কেহই নহেন? তুমি আমার শৈশবের বন্ধু—অনেককাল এক সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছি; তোমার স্ত্রী কি আমার ভগ্নীস্বরূপা নহেন? না ভাই আমাকে সেরূপ নিষ্ঠুর মনে করিও না। মনে করিও না যে সাহায্য করিবার ভয়ে আমি তোমায় একথা বলিতেছি! তুমি আমার সাহায্য না চাহিলেও আমি প্রাণপণে তোমার সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

শ্যামাচরণের কথা শুনিয়া বিমলাচরণ লজ্জিত হইলেন। বলিলেন "ভাই! তোমার মন আমি বেশ জানি, তুমি যে আমায় বিপন্ন দেখিয়া সাহায্য করিবে—তাহাও বিশেষরূপে অবগত আছি; কিন্তু ভাই, মুরলাকে হারাইয়া অবধি আমি যেন পাগল হইয়া গিয়াছি। কখন কি বলি, কখন কি করি কিছুরই স্থিরতা নাই। যখন দূর হইতে তোমায় নৌকার উপরে দেখিতে পাইলাম, তখনই ভাবিয়াছিলাম—তোমার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া সাহায্য চাহিব। কিন্তু জানি না কেন তোমার সহিত দেখা হইবার পরই আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইল, তোমার উপর সন্দেহ হইল, প্রকৃত কথা গোপন করিয়া স্ত্রীর কাল্পনিক মৃত্যু সংবাদ দিলাম। এখন আমি তোমার নিকট মিনতি করিতেছি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। সকল

কথা খুলিয়া বল, কোথায় তুমি মুরলাকে দেখিয়াছ বল, এতদিন সে জীবিত আছে কি সত্য করিয়া বল।"

এই বলিয়া বিমলাচরণ সত্য সত্যই শ্যামাচরণের পদতলে গিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং দুই হস্তে তাঁহার পদ স্পর্শ করিলেন।

শ্যামাচরণ বিমলাকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন। তিনি তাঁহার কথায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিন্তু বিমলাচরণকে তাঁহার পদস্পর্শ করিতে দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দুই হস্তে সাদরে তাঁহাকে উত্তোলন করিলেন এবং একখানি চৌকীর উপর বসাইয়া বলিলেন "ভাই যদি আমি প্রথমেই তোমার স্ত্রীর অপহরণের কথা শুনিতে পাইতাম, তাহা হইলে অনেক পূর্ব্বেই তুমি সে সকল কথা জানিতে পারিতে। যাহা হউক আমি এখনই সমস্ত কথা বলিতেছি।

নবম পরিচ্ছেদ।

সূত্র।

শ্যামাচরণের কথা শুনিয়া বিমলাচরণ উত্তর করিলেন "সমস্ত কথা বলিবার পূর্ব্বে আমার হৃদয়ের ধন প্রাণেরপ্রাণ মুরলা জীবিতা আছে কি না আমি জানিতে ইচ্ছা করি।"

শ্যামাচরণ হাসিয়া বলিলেন "হাঁ ভাই—তোমার স্ত্রী জীবিতা আছেন। যাহারা তাঁহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে তাহারা এখন তাঁহার উপসাক, তাঁহাকে দেবী মনে করিয়া পূজা করিয়া থাকে। তোমার স্ত্রীর আদেশ সকলেই অবনত মস্তকে পালন

করিয়া থাকে। কেহ কোন অপকর্ম্ম করিলে তিনিই তাহার বিচার করিয়া শাস্তি দিয়া থাকেন। এক কথায় তোমার স্ত্রীই এখন তাহাদের দেবী। তাহাদের উপাস্য দেবতা দৌতারির ভাবী পত্নী।"

বিমলাচরণ চমকিত হইলেন! জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কি? মুরলা দেবতার স্ত্রী হইল কিরূপে? তুমি প্রথম হইতেই সকল কথা বল।"

শ্যামাচরণ উত্তর করিলেন,—"আমি নৌকাযোগে প্রায়ই এই নদীর উপর বিচরণ করিয়া থাকি। বাল্যকাল হইতেই আমি দাঁড় টানিতে ভাল বাসি। কতবার তোমায় লইয়া ইডন উদ্যানে দাঁড় টানিতে গিয়াছিলাম।"

বাধা দিয়া বিমলাচরণ বলিলেন "সে কথা আমার বেশ মনে আছে। বাল্যকাল হইতেই তুমি আমায় ভাল বাস। কিন্তু কাল কেন যে প্রথমে তোমার উপর অবিশ্বাস হইল বলিতে পারি না। এখন বল—যাহা বলিতেছিলে বলিয়া যাও।"

শ্যামাচরণ বলিলেন—"নৌকা করিয়া কর্ণফুলী নদীর উপর বিচরণ করিতেছি, এমন সময়ে দূরে একখানি অদ্ভুত গঠনের নৌকা দেখিতে পাইলাম। নৌকাখানির গঠন এত চমৎকার যে পূর্ব্বে আর কখনও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমি এক দৃষ্টে সেই নৌকার দিকে চাহিয়া আছি, এমন সময়ে সেই প্রকার আর একখানি নৌকা আমার পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিল। দাঁড়ী মাঝী ভিন্ন আমি একাই সেই নৌকায় ছিলাম। বিপক্ষের নৌকা হইতে আট জন বিকটাকার লোক আমাদের নৌকায় আরোহণ করিল। দুই

জনে আমাকে এবং অপর ছয় জনে দাঁড়ী মাঝীগণকে বাঁধিয়া ফেলিল। পরে একখানি রুমাল দিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিল। জানি না রুমালে কি আরক মিশান ছিল, কিন্তু তাহার গন্ধ আমার নাসিকায় প্রবেশ করিবামাত্র আমি হতচেতন হইলাম। যখন আমার জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম সেই অসভ্য দস্যুগণ আমাকে তাহাদের নৌকায় তুলিয়া লইয়াছে। শত্রুগণ সংখ্যায় সাত আট জন হইবে। তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। আমি কথা কহিলাম না। যেমনই শুইয়াছিলাম, তেমনই রহিলাম। দেখিলাম তাহারা আমাকে অচেতন মনে করিয়া কি পরামর্শ করিতেছে। আমিও অজ্ঞানের ভাণ করিলাম, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া রহিলাম। শুনিলাম দেবজায়াই তাহাদিগকে একজন হিন্দু ব্রাহ্মণকে সেখানে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন। তখন দেবজায়া যে কে জানিতাম না, সুতরাং ভাবিয়াছিলাম কোন দেবী হইবে। কিন্তু যখন চাক্ষুষ দেখিতে পাইলাম তখন জানিতে পারিলাম যে, এক জন হিন্দুরমণীকে ঐ অসভ্যগণ দেবজায়া জ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা ও পূজা করিয়া থাকে। শুনিলাম কি একখানি পুরাতন দলিল পাঠ করিবার জন্য আমাকে ধৃত করা হইয়াছে। দেবজায়া সে দলিল পাঠ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যথার্থ অর্থ বলিয়াছেন কি না তাহাই জানিবার জন্য একজন হিন্দু ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ছিল। আমি নৌকার ছাদের উপর খালি গায়ে বসিয়াছিলাম। আমার গলে যজ্ঞোপবীত দেখিয়া আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পারে এবং আমায় বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। সে যাহা হউক দিন

দিন পরে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বতের পাদদেশে তাহাদের নৌকা থামিল। তখন আমার বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইল এবং চারিজন বলিষ্ঠ লোক আমার দুই হস্ত ধরিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিল। তাহার পর যে পথ দিয়া আমায় পর্ব্বতের উপর লইয়া গেল, তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় কম্পিত হয়। কখনও জমীর উপর দিয়া, কখনও বা জলের নীচে সুড়ঙ্গ দিয়া, কখনও আবার সন্তরণ দ্বারা প্রায় তিনমাইল পথ অতিক্রম করিলাম। যখন সমতল ভূমির উপরে যাইলাম, তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে। সূর্য্যদেব অস্তাচল শিখরে চলিয়া পড়িয়াছেন। পার্ব্বতীয় পক্ষী সকল স্ব স্ব কুলায় প্রত্যাগমন করিতেছে. গ্রাম্য কোলাহল ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে, কুলমহিলাগণ কক্ষে পূর্ণকুম্ভ লইয়া নির্ঝরিণী তীর হইতে আপন আপন গৃহে ফিরিতেছেন। সে দিন আমাকে একখানি গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। গৃহের চারি পার্শ্বে প্রহরীর বন্দোবস্ত হইল। অতি কষ্টে সে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। পরদিন বেলা দশটার পর তিন চারিজন প্রহরী আসিয়া আমাকে সেখান হইতে লইয়া চলিল। প্রায় এক মাইল পথ গমন করিয়া এক অতি সুন্দর স্থানে উপনীত হইলাম। দেখিলাম সেটী একটী সাধারণ বিচারালয়। সেখানে বিচারক বা রাজার বসিবার জন্য একখানি স্বতন্ত্র উচ্চ আসন ছিল, সাধারণের বসিবার জন্য কতকগুলি প্রস্তরের বেঞ্চ ছিল। আর দোষীর দাঁড়াইবার পৃথক একখানি কাষ্ঠের টুল ছিল। যখন আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম তখন কেবল দুই একজনমাত্র তথায় আগমন করিয়াছে; কিন্তু আমি যাইবার পর অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই সে স্থান লোকাকীর্ণ

হইল। বোধ হয় তত্রত্য পুরুষমাত্রেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। আরও দশ মিনিট অতীত হইল, সহসা চারিদিকে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। আমি ব্যাপার কি দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলাম। দেখিলাম কতকগুলি পরিচারিকার সহিত এক অসূর্য্যম্পশ্যরূপা কামিনী সর্ব্বাঙ্গ বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে আবৃত করিয়া সুন্দর পদবিক্ষেপে সেই সভা গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং সেই উচ্চাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে সভা মধ্যে উপস্থিত দেখিয়া অন্যান্য লোকসকল ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ভাবে পড়িয়া রহিল। আমি বুঝিলাম সেই রমণীই দেবজায়া, ঐ অসভ্য লোকেরা তাঁহাকেই তাহাদের দেবতা দৌতারির ভার্য্যাপত্নী মনে করিয়া তাঁহার পূজা ও আদেশ পালন করিয়া থাকে।"

বাধা দিয়া বিমলাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার মুরলা কেমন আছে ভাই! যখন তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ, তখন আমা বিহনে সে দুঃখিতা না আনন্দিতা তাহা স্পষ্ট জানিতে পারিয়াছ? বল ভাই? তাহাকে কেমন দেখিলে বল।"

শ্যামাচরণ উত্তর করিলেন "তিনি যে তোমার অদর্শনে অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়াছেন তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু সে দুঃখ সামান্যা রমণীর ন্যায় নহে বালিকার মত সে শোক ক্ষণস্থায়ী নহে। বিশাদের [illegible] আমি কেন তত্রত্য সম্প্রদায় [illegible] হইল।"

বি। ভগবতীই তোমার মঙ্গল করিবেন! [illegible] পর কি হইল বল।

শ্যা। যদিও দেবজায়া [illegible] ভুলাপি

অনেক বিষয়ে তাঁহাকে প্রধান পুরোহিতের মত লইয়া কার্য্য করিতে হয়। তোমার স্ত্রী একজন বিদুষী। আমি পূর্ব্বে জানিতাম না যে, স্ত্রীলোকে বিশেষতঃ বঙ্গরমণী তিনটি ভাষায় লিখিতে পড়িতে ও কথা কহিতে পারেন। তোমার স্ত্রী বাঙ্গালা ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিতা। তিনি প্রধান পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন "পুরোহিত ? এই অপরিচিত ব্রাহ্মণ সন্তানের সহিত অন্য ভাষায় কথা কহিতে ইচ্ছা করি। তোমরা আমার প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করিতেছ তাহাতে আমি এক প্রকার আত্মীয়-স্বজন, এমন কি আমার মনুষ্য-স্বামীর কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি। মনে করিও না যে আমি কোনরূপ বিশ্বাস-ঘাতকতার কার্য্য করিব। তোমার স্ত্রীর কথা শেষ হইতে না হইতে প্রধান পুরোহিত বলিয়া উঠিল "তবে এ অনুরোধ কেন ?"

তোমার স্ত্রী উত্তর করিলেন "অনেক কষ্টে, অনেক অর্থব্যয় করিয়া শৈশবাবধি নানা প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া তিনটি ভাষা শিক্ষা করিয়াছি। মাতৃভাষার জন্য ভাবিনা, কারণ এই ভাষায় প্রায়ই তোমাদের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে হয়। কিন্তু অপর দুইটি ভাষা আমি প্রায় ভুলিয়া যাইতেছি ; তাই মনে করিয়াছি এই ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত ঐ ভাষায় কথা কহিয়া দেখিব উহা এখনও আমার মনে আছে কি না।

পুরোহিত সম্মত হইল। তখন তোমার স্ত্রী আমার দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে ইংরাজী ভাষায় বলিলেন "ব্রাহ্মণ—যুবক ! বহুদিন হইল আমি ইংরাজী ভাষা শিখিয়াছিলাম। এখন আমার ভাল মনে নাই, তজ্জন্য আমার অপরাধ লইবেন না। এই অসভ্যেরা আপনাকে একখানি দলিল পাঠ করিতে বলিবে।

আমি স্বয়ং উহা পড়িয়াছি এবং অর্থও উপলব্ধি করিয়াছি। দলিল খানিতে কোন গুপ্তধনের কথা লেখা আছে। এই পুরোহিত বোধ হয় সে কথা কাহারও মুখে শুনিয়া থাকিবে। যেখানে ঐ গুপ্তধন রক্ষিত আছে, দলিলখানি পড়িলেই তাহা জানিতে পারাযায়। কিন্তু আমি উহাদিগকে যথার্থ কথা বলি নাই। আমি যেরূপ বলিয়াছি, তাহা ঐ দলিলের নীচের ইংরাজী ভাষায় লিখিয়া রাখিয়াছি। আপনাকেও সেই দলিলখানি পাঠ করিতে দেওয়া হইবে। কিন্তু সাবধান—যেন উহাদিগের নিকট প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিবেন না। তাহা হইলে আমার সামান্য কথার জন্য এখনই আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। ইংরাজী ভাষায় যাহা লেখা আছে আপনিও সেইরূপ বলিবেন। ইহাতে দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, আমি রক্ষা পাইব আর যদি সমর্থ হন তাহা হইলে আপনি সেই গুপ্তধনের উদ্ধার করিতে পারিবেন।

দেবীর কথা শুনিয়া আমি সম্মত হইলাম। তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু প্রধান পুরোহিত তাঁহাকে বাধা দিলেন। অগত্যা তিনি নিস্তব্ধ হইলেন। গম্ভীরভাবে নিকটস্থ দাসীগণকে ব্যজন করিতে বলিলেন। তাহারা তখনই তাঁহার আদেশ পালন করিতে ব্যস্ত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

গল্প না সত্য।

দেবী যখন ইংরাজী ভাষায় আমার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তখন প্রধান পুরোহিত একবার আমার দিকে, একবার তাঁহার দিকে তীব্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিল না।

দেবী নিস্তব্ধ হইলে প্রধান পুরোহিত একখানি পুরাতন দলিল আনিয়া আমার হস্তে প্রদান করিয়া বলিল "যুবক। শুনিয়াছি তোমারা এই ভাষায় সুপণ্ডিত। এই দলিলে যাহা লিখিত আছে, তোমার তাহার অনুবাদ করিয়া দিতে হইবে। যদি সত্য কথা বল, যাহা ইহাতে লেখা আছে তাহার যথার্থ মর্ম্মভেদ কর তাহা হইলে তোমায় মুক্তি দিব, নচেৎ তোমার অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে।"

আমি দলিলখানি হস্তে লইয়া দেবীর পরামর্শ মত কার্য্য করিলাম। পুরোহিত আমার অনুবাদের সহিত দেবীর অনুবাদ মিলিতে দেখিয়া কয়েকজন ভৃত্যকে পুনরায় আমায় বন্ধন করিতে আদেশ করিল।

আদেশ পাইবা মাত্র তাহারা আমায় বন্ধন করিল এবং একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত-গুহায় আমাকে রাখিয়া আসিল। আমি সেই অবস্থায় পড়িয়া রহিলাম। সন্ধ্যার পর একজন ভৃত্য আসিয়া আমায় যৎকিঞ্চিৎ আহার্য্য আনিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। আমার

হস্ত পদাদি আবদ্ধ থাকায় আমি আহার করিতে পারিলাম না, খাদ্যদ্রব্য পড়িয়া রহিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পর ভৃত্য পুনরায় সেখানে আগমন করিয়া দেখিল, আমি খাদ্যদ্রব্য স্পর্শও করি নাই। সে কারণ জিজ্ঞাসা করিল, আমি মুখে কোন উত্তর না দিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্ত পদ প্রদর্শন করিলাম। সে বুঝিতে পারিল, ঈষৎ হাসিয়া আমার হস্তের শৃঙ্খল মোচন করিল। আমি ক্ষুধিত ছিলাম—আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। ভাবিলাম ভৃত্য পুনরায় আমার হস্তে শৃঙ্খল পরাইয়া দিবে। কিন্তু সে তাহা করিল না। বরং দেব-জায়ার হস্তলিখিত একখানি পত্র দিয়া দ্বার উন্মোচন করিয়া চলিয়া গেল। পত্র পাঠ করিয়া বুঝিলাম তিনি আমায় পলায়ন করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে পলায়নের উপায়ও লিখিয়া দিয়াছেন।

অনেক কষ্টে পায়ের বন্ধন মোচন করিয়া আমি দেবজায়ার সঙ্কেত মত গভীর রাত্রে পর্ব্বতের উপরে উঠিলাম, সেখানে গিয়া দেখিলাম এক প্রকাণ্ড গহ্বর। ভাবিলাম এক সময়ে উহা আগ্নেয়গিরি ছিল; অগ্ন্যুৎপাতের সময় ঐ দ্বার দিয়াই গলিত ধাতু, কর্দ্দম, উষ্ণজল বহির্গত হইত। সৌভাগ্যক্রমে অনেকদিন হইতে আর অগ্ন্যুৎপাৎ হয় না।

যে দলিলখানি পাঠ করিবার জন্য আমি ধৃত হইয়াছিলাম, উহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, লেখাও বহুকালের। তুমি বেশ জান যে আমি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, সুতরাং দলিলের অর্থ বুঝিতে অধিক কষ্ট হয় নাই। দলিল পাঠে বুঝিয়াছিলাম পুরাকালের কোন হিন্দু রাজা শত্রুভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার অধিকাংশ সম্পত্তি

সেই গহ্বরের কোন গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। যেখানে উহা লুকায়িত ছিল তথায় যাইবার উপায় বিশদরূপে বর্ণিত ছিল, আমি সেই অংশ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলাম।

গভীররাত্রে আমি সেই গহ্বরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেবী পত্রের ভিতরে একটি বাতি ও একবাক্স দিয়াশলাই পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গহ্বরে প্রবেশ করিয়া আমি আলোক জ্বালিলাম, পরে সেই আলোকের সাহায্যে অতিকষ্টে সেই গহ্বরের ভিতর অবতরণ করিতে লাগিলাম। যদিও নামিবার কোন পথ ছিল না, তথাপি অনেক কষ্টে ক্রমে পর্ব্বতের ভিতর দিয়া তাহার তলদেশে উপস্থিত হইলাম। সেখানে একটি অপ্রশস্ত সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইলাম। সেই সুড়ঙ্গ-পথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর দেখিতে পাইলাম। প্রস্তরখানি তুলিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিলাম। কারণ—দলিলের লেখামত ঐ প্রস্তরের নিম্নে একটি গহ্বরে যথেষ্ট স্বর্ণ সঞ্চিত আছে। অনেক চেষ্টার পর, প্রস্তরখানি অল্প স্থানান্তরিত হইল। দেখিলাম সত্য সত্যই তাহার নিম্নে একটি গহ্বর রহিয়াছে। উপর হইতে সেই গহ্বরের ভিতর ভালরূপ লক্ষ্য হইল না বটে, কিন্তু সেখানে যে স্বর্ণের বড় বড় গোলক ছিল, তাহা আমার দৃষ্টিগোচর হইল। আমার বড় দুঃখ হইল যে প্রস্তরখানি তুলিতে পারিলাম না। মনের ক্ষোভ মনেই লয় পাইল। প্রস্তরখানি পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া আমি আরও অগ্রসর হইলাম।

কিছুদূর গমন করিলে আর একটী সুড়ঙ্গ পাইলাম। আমি সেই সুড়ঙ্গ-পথে অতিকষ্টে যাইতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধক্রোশ এইরূপে যাইবার পর সমুদ্রতীরে উপনীত হইলাম, বাহিরে

আসিয়া দেখিলাম চন্দ্র উঠিয়াছে। তাঁহার রজত-শুভ্রকিরণে চারিদিক আলোকিত হইয়াছে। সেখান হইতে কিছুদূরে একখানি নৌকা দেখিতে পাইলাম। অতি ধীরে ধীরে সেই নৌকার নিকট গমন করিলাম! দেখিলাম কেহই নাই। বুঝিলাম উহাতে সেই দেবজায়ার কৌশল, আমি আর বিলম্ব করিলাম না। সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া ক্রমে কর্ণফুলী নদীতে প্রবেশ করিলাম এবং তিনদিন পরে স্বদেশে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এখন আমার একমাত্র ইচ্ছা এই যে, যে কোনরূপে পারি সেই স্বর্ণ গোলকগুলি অধিকার করিব।

শ্যামাচরণের কথা শুনিয়া বিমলাচরণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই! মুরলা আর কতদিন জীবিত থাকিবে? অসভ্যেরা কি চিরদিনই তাহার আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করিবে?"

শ্যা। না—যে ব্যক্তি আমার নিকট দেবীর পত্র আনিয়াছিল, কথায় কথায় তাহার নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, মকর সংক্রান্তির দিন তাহাকে সেই পর্ব্বত-গহ্বরে নিক্ষেপ করা হইবে। সেখান হইতে পড়িলে তিনি নিশ্চয়ই মারা পড়িবেন।

বি। তবে উপায়? পৌষমাসের এগার দিন অতীত হইয়া গিয়াছে, মকর সংক্রান্তি নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

শ্যা। উপায় আবার কি! তোমার স্ত্রীকে উদ্ধার করিবার জন্য তুমি যেমন ব্যস্ত হইয়াছ, সেই স্বর্ণ গোলকগুলি অধিকার করিবার জন্য আমিও সেইরূপ অস্থির হইয়াছি। একসঙ্গে দুইটি কার্য্যই সমাধা করিতে হইবে।

বি। বেশ কথা কিন্তু এখান হইতে কবে রওনা হইবে?

শ্যা। বিলম্বে কার্য্যহানির সম্ভাবনা, কালই যাত্রা করিব।

বি। এক কার্য্য করিলে হয় না? এই সমস্ত কথা এখানকার পুলিশের গোচর করিয়া তাহাদের সাহার্য্য প্রার্থনা করিলে ভাল হয় না কি?

শ্যা। না ভাই! এ বিষয়ে পুলিশ কিছুই করিতে পারিবে না। লাভের মধ্যে স্বর্ণগোলকগুলি তাহারাই আত্মসাৎ করিবে। অসভ্যগণ পুলিশের লোক দেখিলেই যে গহ্বর মধ্যে দেবীকে নিক্ষেপ করিবে, তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইবে না।

বিমলাচরণ কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া বলিলেন "তোমার অনুমান সত্য, তবে আর কোন লোক লইবারও প্রয়োজন নাই, আমরা দুইজনেই যাত্রা করিব। কিন্তু কতকগুলি শানিত অস্ত্র এবং দুইটা পিস্তল ও তাহার উপযোগী টোটা লইলে ভাল হয়।"

বিমলাচরণের কথা শেষ হইতে না হইতে শ্যামাচরণ বলিয়া উঠিলেন "নিশ্চয়ই! আমিও এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম না। পিস্তল, বারুদ, টোটা, শানিত তরবারি ও বর্শা সমস্তই সংগ্রহ করিয়াছি। কেবল আমার শ্বশুরের অনুমতির অপেক্ষা, আজই রাত্রে তাঁহার নিকট সমস্ত কথা বলিয়া তাঁহার অনুমতি লইব এবং কল্য আহারাদি শেষ করিয়া শুভক্ষণে নৌকাযোগে ঐ স্থানে যাত্রা করিব। তোমার সহিত দেখা না হইলেও, দেবী তোমার পরিনীতা পত্নী না হইলেও, আমি কালই রওনা হইতাম। কেবল তাঁহার উদ্ধারের জন্য নহে—সেই স্বর্ণগোলকগুলির লাভ করিবার জন্য। কত কোটী টাকার স্বর্ণ যে সেই গহ্বরে লুক্কায়িত আছে তাহা কে বলিতে পারে?

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বনাশ।

বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া পক্ষীকুল আপন আপন কুলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বিস্তীর্ণ মাঠে রাখালগণ দূরে গাভীদলকে ছাড়িয়া দিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া গল্পগুজব করিতেছে। পথের ধূলি অগ্নি-কণার ন্যায় ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়াছে। কাহার সাধ্য সে পথে শূন্যপদে বিচরণ করে? বাতাসের নামগন্ধও নাই, মানবগণ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে, সকলেই কেবল জল জল বলিয়া চীৎকার করিতেছে। কিন্তু কেবল জলপান করিয়া তাহাদের সে দারুণ পিপাসার শান্তি হইতেছে না।

এহেন সময়ে কাজলমারি গ্রামের এক অতি অপ্রশস্ত পথ দিয়া দুই বন্ধু দ্রুতপদ-বিক্ষেপে নদীতীরে গমন করিতেছিলেন। সূর্য্যের অসহ্য উত্তাপে উভয়েরই মুখমণ্ডল আরক্তিমবর্ণ ধারণ করিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে। উভয়েই একমনে কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া দ্রুত-পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু কাহারও মুখে কোন কথা ছিল না।

যথাসময়ে তাঁহারা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন একখানি নৌকা তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। নৌকায় ছয়জন দাঁড়ী ও একজন মাঝী ভিন্ন, দুই বন্ধুর দুইটি ভৃত্যও ছিল। তাহারা পূর্ব্বেই আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া বন্ধুদ্বয়ের

অপেক্ষায় নৌকায় বসিয়াছিল। তাঁহাদিগকে উপস্থিত দেখিয়া ভৃত্যগণ সসম্ভ্রমে উভয়কে নৌকায় তুলিয়া লইল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর শ্যামাচরণ মাঝীকে নৌকা ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন। মাঝী দৃঢ়রূপে হাল ধরিল, একজন দাঁড়ী তীরে নামিয়া নৌকা ঠেলিয়া দিল এবং লম্ফ দিয়া পুনরায় তদুপরি আরোহণ করিল। তখন সকলেই দাঁড় ধরিল এবং সবলে টানিতে লাগিল, নৌকা তীরের ন্যায় বেগে ধাবিত হইল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে শ্যামাচরণ নৌকা তীরে আনিতে আদেশ করিলেন এবং সে রাত্রি সেইস্থানে অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে নৌকা পুনরায় গন্তব্যস্থানের উদ্দেশে চলিল। মধ্যে আহারাদির জন্য অর্দ্ধঘণ্টাকাল বিশ্রাম করিয়া তাঁহারা ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কত শত গ্রাম, জনপদ অতিক্রম করিয়া তীরবেগে নৌকা ছুটিতে লাগিল, পথে কোনরূপ বাধা পাইল না।

ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। নৌকায় আলো প্রজ্বলিত হইল, চারিদিক অন্ধকারে আবৃত হইল। আকাশ তমসাচ্ছন্ন হইল, বাতাসের বেগ কমিয়া গেল, নাবিকেরা প্রাণপণে দাঁড় বাহিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই কেমন বিমর্ষ হইল, মাঝী একবার পশ্চিমগগণে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল একখণ্ড ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ মেঘ ধীরে ধীরে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদিত করিতেছে। তাহার ভয় হইল—সকলকে সাবধান হইতে বলিল।

শ্যামাচরণ অসীম সাহসিক লোক ছিলেন। কেবল তিনিই

কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। বলিলেন এ মেঘ কোন কাজের নয়। কোন ভয় নাই নৌকার গতিরোধ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

মাঝী সে আদেশ অবনত মস্তকে পালন করিয়া বলিল "বাবু বড় ভাল বুঝিতেছি না, আপনারা প্রস্তুত হইয়া থাকুন। আমি আপনার আদেশে নৌকা থামাইব না, বা তীরের দিকেও লইয়া যাইব না।"

দেখিতে দেখিতে সেই মেঘ চারিদিক ছড়াইয়া পড়িল, দুই একবার বিদ্যুৎ চমকিল পরক্ষণেই সহসা একটা ভয়ানক দমকা বাতাসে নৌকা টলমল করিয়া উঠিল। মাঝী সে বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া নদীতে পড়িয়া গেল। কর্ণধার বিহীন নৌকাখানি কুম্ভকারের চক্রের মত ঘুরিতে লাগিল এবং নৌকায় প্রবলবেগে জল উঠিতে লাগিল। নিমিষের মধ্যে শ্যামচরণ হাল ধরিল, নাবিকগণ শশব্যস্তে নৌকা হইতে জল উত্তোলন করিতে আরম্ভ করিল। বিমলাচরণ প্রমাদ বুঝিয়া কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করিলেন। ভাবিলেন এ জীবনে মুরলার সন্ধান করিতে পারিলেন না।

পরক্ষণে আবার এক দমকা বাতাসে নৌকাখানি প্রচণ্ড বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে জলমগ্ন হইল। নাবিকগণ কে কোথায় গেল তাহার কিছুই স্থিরতা হইল না। শ্যামচরণ ও বিমলাচরণ সেই সঙ্গে সঙ্গে নদী গর্ভে নিহিত হইল।

—— ——

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নূতন সংসার।

"দেবীরাণি! কোথায় তুমি?" এই বলিয়া ষোড়শ বর্ষীয়া এক যুবতী এক প্রকাণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকার দ্বিতলের একটী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। যুবতী শ্যামবর্ণা হইলেও সুন্দরী। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব অতি সুন্দর, মস্তকের ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেশদাম পদদ্বয় স্পর্শকরিয়া রমণীর মনোমুগ্ধকর সুন্দর মুখমণ্ডলের শোভা শতগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। রমণী পূর্ণ যৌবনা; শান্ত, স্থিরা ও গম্ভীরা।

রমণী যাহাকে 'দেবীরাণী' বলিয়া সম্বোধন করিল সে আর কেহ নহে আমাদের নায়িকা—মুরলা। মুরলা এখন দেশের রাণী; সকলেই তাঁহাকে দেবীরাণী বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা—দাসদাসী, লোকজন যথেষ্ট। মুরলার মুখের কথায় দেশের অনেক কার্য্য হইয়া থাকে। দেশের প্রথা অনুসারে মুরলা সেই অট্টালিকা অধিকার করিবার পরই পূর্ব্বরাণীকে পর্ব্বত গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। মুরলা সেই অবধি সে দেশের—রাণী।

মুরলার শারীরিক কোন কষ্ট নাই, সে বেশ সুখে ছিল।

কেবল পিতা মাতা ও স্বামীর বিরহ দুঃখেই সে প্রপীড়িতা হইয়াছিল। দেবতার ভোগ্যদ্রব্যাদি সে আহার করিতে পাইত; দুগ্ধ ফেননিভ সুকমল শয্যায় সে শয়ন করিত।' দাস দাসী তাহার মুখের কথাটীর অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিত। মনোকষ্টের জন্য তাহার এসকল সুখ বড় ভাল লাগিত না।

নিকটস্থ অনেক যুবতী তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিত। প্রায় প্রতিদিনই মধ্যাহ্ন সময়ে অনেক রমণী মুরলার নিকট সমবেত হইত। দুই একজন মুরলার প্রিয়পাত্রীও হইয়া উঠিল।

মুরলা সেই প্রকোষ্ঠেই ছিল। রমণীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া বলিল "কে রেবতী? ভিতরে এস না ভাই! আজ আর কেহ আসেন নাই—আজ আমি একা।"

মুরলার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রমণী গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। মুরলাকে দেখিয়াই সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। পরে জিজ্ঞাসা করিল "দেবি! আজ এত বিমর্ষ কেন?"

মুরলা কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া বলিল "শোন রেবতী সুখে থাকিলেও স্বামী ও পিতা মাতা না দেখিয়া বড়ই কাতর হইয়াছি। জানি না আর কখনও তাঁহাদের সহিত দেখা হইবে কি না। তোমাদের কাছে থাকিলে অনেক সময় ভুলিয়া থাকি বটে, কিন্তু দিদি! স্বামী; পিতা; মাতা; এসকল কি ভুলিবার জিনিষ? বিশেষ এবয়সে! আজ কেহ নিকটে ছিলেন না বলিয়া নির্জ্জনে সেই চিন্তা করিতে ছিলাম আর কাঁদিতে ছিলাম। তুমি আমাকে ভালবাস বলিয়াই তোমায় বলিলাম, দেখিও যেন এসকল কথা প্রকাশ হয় না।"

দেবীর কথায় রেবতী দুঃখিতা হইয়া বলিল, "যদি ক্ষমতা

থাকিত তাহা হইলে তোমায় কোনরূপে এ দেশ হইতে বাহির করিয়া দিতাম। আমার স্বামী প্রাণ দিয়াও তোমার উপকার করিতে চান্; কিন্তু উপায় নাই দিদি। এদেশ হইতে পলায়ন করিবার কোন উপায় নাই। সেদিন তুমি অন্যরূপ বলিয়াছিলে। সেদিন তোমায় দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম—ভাবিয়াছিলাম তুমি যথার্থই দেবী।"

মু। না রেবতী, আমি দেবী নই, সমান্যা মানবী। আমি এখনও মায়াত্যাগ করিতে পারি নাই। জানি, আমি ভাবিলে কোন কার্য্য হইবে না, জানি—আমি দুঃখ করিলেও কিছু হইবে না, তবুও কেমন মায়া ছাড়িতে পারি না। স্বামীকে হৃদয়ে রাখিয়াছি, পিতামাতাকে মস্তকে রাখিয়াছি। সময় পাইয়াই মমচক্ষে স্বামীর দিব্য-মূর্ত্তি দেখিয়া জীবন সার্থক করি।

রে। দিদি তোমার কখনও কষ্ট হইবে না, যাহার এত স্বামী ভক্তি তাহার কি কোনও দুঃখ হইতে পারে? এদিন তোমার কখনও থাকিবে না।

মু। তোমার মুখে পুষ্পবৃষ্টি হউক, রেবতী; জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে এই কামনা করি যেন তুমি যাবজ্জীবন স্বামীসুখে সোহাগিণী হও।

রে। দিদি! সে দিন তোমার সকল কথা শোনা হয় নাই। যদি ইচ্ছা থাকে আজ বলিবে কি?

মু। তোমাকে আমার অবক্তব্য কিছুই নাই। আমার সে সুখ, সে আনন্দ, সে আদর কি আর এজন্মে পাইব? এই বলিয়া মুরলা রেবতীকে আত্ম কাহিণী বলিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার।

চিরদিন সমান যায় না। সুখ-দুঃখ চক্রের ন্যায় ক্রমাগত আবর্ত্তন করিতেছে। আজ যিনি রাজা—সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রজামণ্ডলীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন, ভোগবিলাসে প্রমত্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করিতেছেন, কাল হয়ত তাঁহাকে ভিখারী বেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইবে, আপনার স্ত্রী পুত্র-প্রতিপালনের জন্য মুষ্টিমেয় অন্ন প্রাপ্তির আশায় পরের দ্বারস্থ হইতে হইবে। আবার যে ভিক্ষুক শতগ্রন্থি-জীর্ণ-মলিল-বসনে কোনরূপে লজ্জা নিবারণ করিয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে কষ্টেসৃষ্টে স্ত্রী পুত্রপালন করিতেছে, পরের গলগ্রহ হইয়া কতশত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া মনের কষ্ট মনেই নিবারণ করতঃ দিন যাপন করিতেছে, কে বলিতে পারে যে সেই ভিক্ষাজীবী কোন না কোন দিন রাজসিংহাসন অধিকার করিবে না? কে জানে যে, সেই হেয়, নিকৃষ্ট, অপদার্থ জীব এক সময় অসংখ্য লোকের উপর নিজ প্রাধান্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইবে না? পুরুষের ভাগ্য ও রমণীর চরিত্র দেবতাগণও বলিতে পারেন না, সামান্য মানবত কোন ছার!

বিমলাচরণ অনেক আশা কবিয়া বন্ধুর সহিত নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন এতদিন পরে হয়ত মুরলার সন্ধান পাইবেন। যখন তাঁহার বন্ধু মুরলাকে দেখিয়া আসিয়াছেন, যখন তিনিই তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত

হইয়াছেন, তখন আর তাঁহার চিন্তা কি? হয় মুরলাকে উদ্ধার করিয়া স্বদেশে আনায়ন করিবেন, নচেৎ ঐ কার্য্যে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। কোথা হইতে কাল-ঝঞ্ঝা-বায়ু প্রবলবেগে উত্থিত হইয়া তাঁহাদের নৌকা জলমগ্ন করিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারাও নদীর অতলজলে ডুবিয়া গেলেন। নাবিকগণ কে কোথায় গেল তাহার কিছুই চিহ্ন পর্য্যন্ত রহিল না।

দুই বন্ধুই সন্তরণপটু ছিলেন, কিন্তু সেই প্রবল ঝটিকায় প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে, তমসাচ্ছন্ন নদীগর্ভে তাঁহারা উভয়েই শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। যতক্ষণ বাহুতে বল ছিল, ততক্ষণ মনের উৎসাহে উভয়েই পাশাপাশি ভাসিয়া যাইতে ছিলেন। কিন্তু ক্রমেই বাহুবল হ্রাস হইল, মন নিস্তেজ হইল, জ্ঞান লোপ হইল হস্ত পদ নিশ্চল হইল। উভয়েই স্রোতের বেগে ভাসিতে ভাসিতে কোন অজ্ঞাত অপরিচিত দেশে যাইতে লাগিলেন।

এ জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। যে পৃথিবীতে আমরা বাস করিতেছি একদিন তাহারও ধ্বংস হইবে, যে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকে প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে পূর্ব্বদিকে উদিত হইতে দেখিতেছি, এক সময়ে তিনিও লয়-প্রাপ্ত হইবেন, যে জগৎ প্রাণ না থাকিলে জীবগণ ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারে না সেও সময়ে কোথায় বিলীন হইবে।

ক্রমে ঝড় থামিল, প্রবল তরঙ্গ কোথায় পলায়ন করিল, নদী শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। আবার নৌকা চলিল, আবার মাঝীগণ গীত গাহিতে গাহিতে হাল ধরিয়া হেলিতে দুলিতে

অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু যাহা গেল তাহা আর উঠিল না, যাহা নষ্ট হইল, তাহার আর পুনরুদ্ধার হইল না।

এই সময়ে একখানি প্রকাণ্ড নৌকা সেই নদীর উপর দিয়া তীব্র বেগে ছুটিতেছিল। নৌকায় চারিজন নাবিক ও তিনজন আরোহী ছিল। ঝড়ের পর প্রকৃতি শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলে আরোহীগণ নৌকার ছাদে বসিয়া কত কি গল্প করিতে করিতে গন্তব্যস্থানে গমন করিতেছিল, এমন সময়ে একজন আরোহী অদূরে একটী ভাসমান পদার্থ দেখিয়া নৌকার বেগ সংযত করিতে আদেশ করিল।

নাবিকগণ সে আদেশ অমান্য করিল না, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া সেই দ্রুতগামী নৌকার গতিরোধ করিল। তখন সেই আরোহী নাবিকগণকে সেই ভাসমান বস্তু দেখাইয়া দিল।

নাবিকগণ সেইদিকে নৌকা লইয়া গেল। দেখিল একটী মানব দেহ স্রোতের বেগে ভাসিতে ভাসিতে অগ্রসর হইতেছে। কোন কথা না বলিয়া একজন নাবিক নদীগর্ভে লম্ফপ্রদান করিল এবং অবিলম্বে সেই মানবদেহ নৌকার উপর উত্তোলন করিল।

আরোহী ও নাবিকগণ সকলেই ভাবিয়াছিল দেহটী নির্জীব। ব্যথিতান্তঃকরণে তাহারা পুনরায় উহাকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে সেই মানবদেহ সহসা নড়িয়া উঠিল। নাবিকগণ ভীত হইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিল। আরোহী তিনজন তাহাকে সজীব দেখিয়া চৈতন্য উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনেক চেষ্টার পর ক্রমে সে চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া বলিয়া উঠিল "আমি কোথায়? শ্যামাচরণ কোথায়?"

একজন আরোহী উত্তর করিল "এখন অধিক কথা কহিবেন না। কিছুক্ষণ এইখানে বিশ্রাম করুন। পরে সবল হইলে যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিবেন। আপনি নিরাপদে আছেন, এখানে আপনার কোন ভয় নাই।"

আরোহীর কথা শুনিয়া তিনি আর কোন কথা কহিলেন না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার হতচেতন হইয়া পড়িলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই আরোহীর নিকট ঔষধ ছিল। সে তখনই সেই জলমগ্ন ব্যক্তিকে উহা সেবন করাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার জ্ঞান সঞ্চার হইল, ক্রমে শরীরে বলাধান হইল; তিনি পুনরায় চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া বলিলেন "আমি অনেকটা সুস্থ হইয়াছি। আপনারা আমাকে কথা কহিতে অনুমতি দিন। বলুন আমার বন্ধু শ্যামাচরণ কোথায় গেল?"

আরোহী যখন দেখিল যে, তিনি সত্য সত্যই পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ হইয়াছেন, তখন সে কিরূপ অবস্থায় তাঁহাকে নদীগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়াছে সেই সমস্ত কথা একে একে বলিতে লাগিল। তিনি অতি মনোযোগের সহিত তাঁহার কথা শুনিলেন। কিন্তু সেই আরোহীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার কেমন সন্দেহ হইল, বোধ হইল যেন তিনি তাহাকে পূর্ব্বে আর কোথাও দেখিয়া থাকিবেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে পড়িল না। তিনি বলিলেন "আমরা দুই বন্ধুতে ভাসিয়া যাইতেছিলাম। আপনারা আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমার বন্ধু কোথায়? হায় এ জনমে বুঝি আর তাঁহার সহিত দেখা হইবে না, এ জীবনে বুঝি আর তাঁহার সাহায্য পাইব না, এ অদৃষ্টে বুঝি"—

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সহসা তাঁহার কি যেন স্মরণ হইল, তিনি সেই আরোহীকে চিনিতে পারিলেন। কিন্তু সে যে তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই তজ্জন্য আন্তরিক আনন্দিত হইলেন। আর কোন কথা প্রকাশ করেন নাই বলিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করিলেন।

পাঠক মহাশয়! বোধ হয় জলমগ্ন ব্যক্তিকে চিনিতে পারিয়াছেন। তিনিই বিমলাচরণ। আর যে আরোহী এতক্ষণ তাঁহার সহিত কথা কহিতে ছিল, সেই তাঁহার মস্তকে গুরুতর আঘাত করিয়া অচেতন করতঃ মুরলাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

তিন চারিমাস ক্ষৌরকার্য্য না হওয়ায় বিমলাচরণের দীর্ঘ শ্মশ্রু হইয়াছিল। প্রচণ্ড রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া, বৃষ্টির জলে সিক্ত হইয়া তাঁহার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। বিশেষতঃ অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে একবার মাত্র দেখিয়াছিল বলিয়া, সেই অসভ্য দুর্ব্বৃত্ত দস্যু তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই।

বিমলা যে কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা আর বলিলেন না। কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন "আর কোন লোককে ভাসিয়া যাইতে দেখ নাই ?"

আরোহী বিষণ্ণবদনে উত্তর করিল "দেখিতে পাইলে নিশ্চয়ই উত্তোলন করিতাম, কিন্তু আর না; আপনি অনেকক্ষণ কথা কহিয়াছেন, এ অবস্থায় আপনার এত পরিশ্রম সহ্য হইবে না। আপনি নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন। আমাদের নিকট যাহা কিছু আছে, আপাততঃ তাহাই আহার করিয়া বিশ্রাম করুন। কিছুক্ষণ গভীর নিদ্রার পর আপনি সুস্থ হইবেন।"

এই বলিয়া সে বিমলাচরণের নিকট কিছু আহার্য্য আনিয়া

দিল। বিমলাচরণ সত্য সত্যই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন, তিনি সে গুলির সদ্ব্যবহার করিয়া চক্ষুঃ মুদ্রিত করিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যেই গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

বিমলাচরণ কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলেন বলা যায় না। কিন্তু যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন শুনিলেন যে সেই তিনজন আরোহী তাঁহারই সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন। তিনি চক্ষুঃ উন্মীলন করিলেন না, নিদ্রার ভাণ করিয়া নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছিল, তাঁহাকে বলিতে শুনিলেন "না মহাশয়! যাহার প্রাণরক্ষা করিয়া আশ্রয় দিয়াছি, তাহাকে স্বহস্তে হত্যা করিতে পারিব না। এ অবস্থায় উহাঁকে এই প্রবল নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিলে উনি কখনও বাঁচিবেন না।"

অপর এক ব্যক্তি বলিল "তোমাকে কোন কার্য্য করিতে হইবে না। যাহা করিতে হয়—আমরাই করিব।"

বিমলাচরণের রক্ষাকর্ত্তা বলিল "স্বহস্তে না করিলেও আমি যাঁহাকে রক্ষা করিয়াছি, তাঁহাকে এখনই বিনষ্ট হইতে দিব না। যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণ উহার শরীরে সামান্য আঁচড় পর্য্যন্ত লাগিতে দিব না।"

অপর ব্যক্তি বলিল "লোকটাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, উহা দ্বারাই আমাদের অপকার হইবে। তুমি এক জনের অন্বেষণে ঘুরিতেছিলে এখন দেখিতেছি তিনজন লইয়া যাইতেছ। কিন্তু স্মরণ রাখিও যে ইহাতে তোমারই অংশ ক্রমে হ্রাস হইতেছে, কারণ উনি যদি জানিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই গুপ্তধনের অংশভাগী হইবেন।"

সে বলিল "আমার সহিত আপনার সে কথা ছিল না। আপনি সেই রমণীর মুখে গুপ্তধনের কথা জানিয়া আমাকে বলিলে পর, আমি আপনাকে একটি গুপ্তপথ দেখাইয়া দিব। আপনি সেই পথে রমণীকে উদ্ধার করিয়া আনিবেন। ধনের সহিত আপনার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, আর সেই রমণীর সহিতও আমার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। রমণী আপনার— ধন আমার। আর যিনিই কেন এ কথা শুনুন না, সে ধনের অংশভাগী হইতে পারিবেন না।"

এই কথা বলিয়া সে একবার বিমলাচরণের দিকে চাহিল। বলিল "আর না, উনি বোধ হয় জাগ্রত হইবেন। অন্য সময়ে এ কথার মীমাংসা করিতে হইবে।"

কিছুক্ষণ পরেই বিমলাচরণ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। এবং পরক্ষণেই চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, রাত্রি হইয়াছে; নৌকার চারিদিকে আলোক জ্বলিতেছে। নাবিকগণ গুণগুণ-স্বরে গান করিতে করিতে তালে তালে দাঁড় নিক্ষেপ করিতেছে। নৌকা স্থির মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে।

তাঁহাকে জাগ্রত দেখিয়া তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এখন আপনি কেমন আছেন?"

বিমলাচরণ ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন "আপনার কল্যাণে এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম। কিন্তু বড় দুর্ব্বল। উঠিবার সামর্থ নাই।"

সে বলিল "উঠিবার প্রয়োজন কি? দুই তিনদিন এইরূপ বিশ্রাম করিলে আপনি শীঘ্রই শরীরে বল পাইবেন। ব্যস্ত হই-বার প্রয়োজন নাই।"

এই বলিয়া সে নিস্তব্ধ হইলে সহসা তাঁহার পাগড়ী খুলিয়া গেল। বিমলাচরণ নৌকাভ্যন্তরস্থ সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে এক অতি সামান্য শয্যায় শয়ন করিয়া নৌকার সেই মৃদু আলোকে তাঁহার রক্ষাকর্ত্তার ললাটে কৃষ্ণবর্ণ ফণাধারী সর্প-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইল। তিনি এতক্ষণ তাহাদের যে সকল কথাবার্ত্তা হইতেছিল তাহার মর্ম্মভেদ করিলেন। কিন্তু কেন যে সে আপনার দেবতা ছাড়িয়া, আপনার স্বদেশ, স্বভূমি ত্যাগ করিয়া, আপনার স্ত্রী-পুত্রদিগকে জলাঞ্জলি দিয়া এই বিশ্বাস ঘাতকতার কার্য্যে উদ্যত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

আরও কিছুক্ষণ অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর সে আবার কিছু আহার্য্য আনিয়া বিমলাচরণকে খাইতে দিল। বিমলাচরণ অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, যাহা কিছু পারিলেন আহার করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শত্রু না—মিত্র ?

রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আকাশে চন্দ্র উদিত হইয়াছে—তারকারাজি যেন চন্দ্রের উজ্জ্বল রজত-শুভ্র কিরণে লজ্জিত হইয়াই মিটি মিটি করিয়া ক্ষীণ জ্যোতি বিকীরণ করিতেছে। মৃদু-মন্দ বাতাসে নদী-তীরস্থ বিটপীশ্রেণী ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। সমস্ত জগৎ যেন প্রকৃতির এই গভীর-ভাব দর্শনে মুগ্ধ হইয়াই আত্মহারা হইয়াছে। কুল কুল শব্দে

তটিনী যেন এই বার্ত্তা বলিবার জন্যই অতি ধীর-প্রশান্তভাবে সমুদ্রের উদ্দেশে প্রধাবিতা হইতেছে।

নদীগর্ভে নাচিতে নাচিতে হেলিতে-দুলিতে নৌকাখানি পালভরে অনুকূল স্রোতে গন্তব্য পথে চলিয়াছে। একজন মাত্র নাবিক এক হস্তে হাল ও অপর হস্তে পাইলের রজ্জু ধারণ করিয়া ঝিনাইতেছে। তিনজন আরোহীর মধ্যে বিমলাচরণের রক্ষাকর্ত্তা সেই অসভ্য, বাহিরে পড়িয়া গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছে। অপর দুইজন নৌকার এক প্রকোষ্ঠে দুইটি স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বিমলাচরণ সমস্ত দিবস নিদ্রিত ছিলেন, কাজেই রাত্রে তাঁহার আর নিদ্রা হইল না। শয্যায় পড়িয়া কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সহসা তাঁহার মনে এক নূতন কৌশল উদ্ভাবিত হইল। সেই অসভ্য ব্যক্তির সহিত নৌকার আর দুইজন আরোহীর যে সকল কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, মুরলার উদ্ধারের জন্যই সেই দুইজন লোক সীতা পাহাড়ে গমন করিতেছে। অপর ব্যক্তি যে শ্যামাচরণের কথিত সেই গুপ্তধনের প্রত্যাসী হইয়া তাহাদিগকে ঐ কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, সে কথাও তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিলেন, ভাবিলেন "যদি তিনি তাহার নিকট আত্মপরিচয় দিয়া স্বয়ং মুরলার উদ্ধারের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে সে হয়ত তাঁহাকেই সাহায্য করিবে। মুরলা যে তাঁহার স্ত্রী তাহা তাহার জানা আছে। তিনি ভিন্ন অপর কোন লোকে মুরলার সাহায্য করিলে, মুরলা সেই অসভ্য দলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে

বটে, কিন্তু সে যে নূতন বিপদে পড়িবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মুরলা যুবতী—সুন্দরী, তাহাকে যে দেখিবে সেই ভুলিবে।

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া বিমলাচরণ অতি সন্তর্পণে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। পরে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে ধীরে ধীরে চারিদিকে পদচারণা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন নৌকার সমস্ত লোকই গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। তিনি এ মহাসুযোগ ত্যাগ করিলেন না, সেই অসভ্য ব্যক্তির নিকটে গিয়া উপবেশন করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তখন সেখানে আর কেহ ছিল না। বিমলাচরণ অতি সন্তর্পণে তাহার গাত্র স্পর্শ করিলেন। সে চমকিয়া উঠিল এবং সম্মুখে বিমলাচরণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হইয়াছে? এমন সময় আপনি এখানে কেন? কোনরূপ যন্ত্রণা বোধ করিতেছেন কি? আশ্চর্য্য যে, বিশেষ বলবান ও কষ্টসহ বলিয়াই আপনি এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছেন!"

বিমলাচরণ মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন "না—আমার শারীরিক কোনপ্রকার যন্ত্রণা নাই। কিন্তু আমি মানসিক যে যাতনা সহ্য করিতেছি তাহা তুমি কি বুঝিবে। একবার ভাল করিয়া আমার দিকে দেখ দেখি, আমাকে চিনিতে পার কি না?"

সে তখন বিমলাচরণের দিকে নির্নিমেষ নয়নে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল, কিন্তু তবুও চিনিতে পারিল না। তাঁহার আকৃতিগত অনেক বৈলক্ষণ্য হইয়াছে, সুন্দর মুখশ্রী তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে, দেহ শীর্ণ ও চক্ষু কোটরান্তর্গত হইয়াছে। তাঁহার দেহের সে লাবণ্য নাই, চক্ষের আর সে জ্যোতি নাই, মনের

আর সে তেজ নাই। এমন কি তাঁহার পরিচিত লোকও এ অবস্থায় তাঁহাকে সহজে চিনিতে পারিতেন না। অসভ্য ব্যক্তি অনেকক্ষণ চিন্তার পর বলিল "না মহাশয়! আমিত আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না?"

বিমলাচরণ তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন "প্রায় পাঁচ মাস পূর্ব্বে যে যুবতী সুন্দরী রমণীকে সতীপুর হইতে অপহরণ করিয়াছিলে, সে রমণী আমার স্ত্রী। তুমিই লগুড়াঘাতে আমাকে হতচেতন করিয়া আমার স্ত্রীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলে।"

বিমলাচরণের কথায় সে তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিল "কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! আপনি এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন যে; কোন ক্রমেই আপনাকে চিনিতে পারি নাই। আশ্চর্য্য এই যে আপনি আমাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছেন। কিন্তু সে কথা যাউক, এই গভীর নিশীথে আপনি এখানে কেন? বলুন আপনার কোন্ কার্য্য করিতে হইবে। মার এখন আর আপনার শত্রু নহে। সে যখন একবার আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছে, তখন আর আপনার কোন ভয় নাই, যতক্ষণ মারের দেহে একবিন্দু রক্ত থাকিবে, ততক্ষণ সে আপনার রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।"

বিমলাচরণ বলিলেন "মার! এ নাম তোমা[illegible] দিল? এমন অদ্ভুত নামত কখনও শুনি নাই; [illegible] এখন নহে—তোমার নিকট আমার এক অনুরোধ আ[illegible] যার সময় তুমি নৌকায় অপর দুইজন আরোহীর [illegible] কথা কহিতেছিলে, সে সমস্তই শুনিয়াছি [illegible] তুমি

আমার স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে মনস্থ করিয়াছ। কিন্তু ঐ দুই জন লোকের সাহায্য না লইয়া আমায় কেন সেইখানে লইয়া চল না? যে জন্য তুমি এই বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিতেছ, তাহার কোন ক্ষতি হইবে না। বরং আমার দ্বারা তোমার আরও অধিক উপকার হইবে। বিশেষতঃ মুরলা আমার স্ত্রী। যাহাকে তোমরা দেবী জ্ঞানে পূজা করিবে বলিয়া হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছ, সে আমারই সহধর্ম্মিণী। আমাকে দেখিলে সেও আনন্দিতা হইবে এবং অকাতরে সেই গুপ্ত ধনের কথা প্রকাশ করিবে। মার! তোমারও স্ত্রী-পুত্র আছে, তুমিই আমার স্ত্রীকে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অশেষ পাপের ভাগী হইয়াছ। এখন আমার স্ত্রী আমাকে দিয়া সেই পাপের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত কর না কেন?

মার কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া পরে বলিল "আপনার কথা যুক্তিসঙ্গত বটে, কিন্তু অনেক দূর হইতে উহাদিগকে আনয়ন করিতেছি। আমার কথার উপর বিশ্বাস করিয়া উহারা আমার সহিত এত দূর আসিয়াছে, এখন কোন্ মুখে উহাদিগকে বলিব যে, আর তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন নাই। আর উহারাই যদি আমাদের দলপতির নিকট গিয়া আমার বিশ্বাসঘাতকতার কথা প্রকাশ করে, তাহা হইলে আমারই বা কি দুর্দ্দশা হইবে একবার ভাবিয়া দেখুন।"

বি। সহসা তুমি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে কেন? দেশের বিরুদ্ধে, স্বধর্ম্মের বিপক্ষে, স্ত্রী-পুত্র, পরিবার ত্যাগ করিয়া এই ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্যে হাত দিলে কেন?

মা। লোভ—অর্থলোভ—দারুণ অর্থলোভ। যখন দেবী

আমাকে বলিলেন যে, যদি আমাকে কোন উপায়ে মুক্ত করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে গুপ্তধনের সন্ধান বলিয়া দিব, তখন আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া এই নৌকা লইয়া একজন ভদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের-অন্বেষণে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম এবং অনেক কষ্টে ঐ দুইজনকে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলাম।

বি। মার—উহারা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ সন্তান নহে। মুরলা—তোমাদের দেবী আমাকে পাইলে যেরূপ সন্তুষ্টা হইবেন, উহাদিগকে দেখিলে ততোধিক বিরক্ত হইবেন। হয়ত যে জন্য তুমি এই ভয়ানক কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে তাহাতে নিষ্ফল হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি মুরলাকে উদ্ধার করিতে পারিবে ত? শুনিয়াছি সে স্থান হইতে পলায়ন করা অসাধ্য।

মা। আজ্ঞে আমার পক্ষে নহে। একটীমাত্র গুপ্ত পথ আছে। সকলে সে পথ জানে না। যদি দেবী আমার অভিপ্রায় মত কার্য্য করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে সেই পথ বাহির করিয়া দিব।

বিমলাচরণ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "তবে এই দুই জনের একটা উপায় কর। এই নৌকায় একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গি আছে দেখিয়াছি। চল আমরা উভয়ে এই সময়ে এখান হইতে পলায়ন করি। অবশ্য তোমার নৌকাখানি নষ্ট হইবে, কিন্তু যদি তুমি সেই গুপ্তধনের অধিকারী হইতে পার, তাহা হইলে এরূপ কত শত নৌকা ক্রয় করিতে পারিবে।"

বিমলাচরণের কথা শুনিয়া মার ক্ষণকাল চিন্তা করিল। পরে কোন কথা না বলিয়া ডিঙ্গিখানি নদী-জলে নামাইয়া দিল।

সৌভাগ্য ক্রমে নাবিক ও অন্যান্য আরোহীগণ তখনও গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল। উভয়েই সেই ডিঙ্গির উপর আরোহণ করিল। তাহাতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি রক্ষা করা হইল; এবং উভয়ে এক একখানি দাঁড় লইয়া অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিল। নৌকাখানি যেমন মন্থর গতিতে যাইতেছিল তেমনই অগ্রসর হইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আশ্রয়।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেই ডিঙ্গিখানি নৌকা ছাড়িয়া অনেক দূর অগ্রসর হইল। এবং অতি প্রত্যূষে সীতাপাহাড়ের তলদেশে গিয়া আশ্রয় লইল।

বিমলাচরণকে পর্ব্বতের এক নিভৃত গহ্বরে আশ্রয় দিয়া মার তাঁহাদের দেবী মুরলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও আকাশ বেশ পরিষ্কার হয় নাই। পার্ব্বতীয় পক্ষীকুল তখন বাসা ত্যাগ করিয়া আহারান্বেষণে বহির্গত হয় নাই। গ্রাম্য রাখালগণ তখনও গোচারণ করিতে আগমন করে নাই। চারিদিক নিস্তব্ধ, যেন জনমানবের চিহ্নও নাই। বিমলাচরণ একাকী সেই নির্জ্জন স্থানে এক প্রকাণ্ড গিরি-গহ্বরে বসিয়া কত কি চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে মার পুনরায় তাঁহার নিকট আগমন করিয়া বলিল "দেবী এখন আপনার সহিত দেখা করিতে পারিবেন না।"

দাসীগণ এখন তাঁহার বেশভূষা করিতে নিযুক্ত। আপনাকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে।"

বিমলাচরণ দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন এই নির্জ্জন স্থানে এমন সময়ে যদি মুরলার দেখা পাইতাম, তাহা হইলে কষ্টের অনেকটা লাঘব হইত। কিন্তু সকলই অদৃষ্টের দোষ—অস্থির হইলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না।

বিমলাচরণকে নিস্তব্ধ দেখিয়া মার জিজ্ঞাসা করিল "আপনার নিকট পত্র লিখিবার উপযোগী উপকরণ আছে?"

বি। সমস্তই ছিল, কিন্তু জলমগ্ন হওয়ায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ পত্র লিখিবার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?

মা। যদি আপনি দেবীর নিকট পত্র লিখিয়া দেন, তাহা হইলে আমি তাহা তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে পারি। তিনি জানেন না যে, আমি আপনাকে তাঁহার উদ্ধারের জন্য এখানে আনিয়াছি। তিনি আমায় একজন ব্রাহ্মণ সন্তানকে লইয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ভাবিয়াছেন, আমি তাঁহার অপরিচিত কোন ব্রাহ্মণকে আনিয়াছি। আপনার পত্র পাইলে তিনি নিশ্চয়ই বিশেষ আনন্দিতা হইবেন এবং যে কোন উপায়েই হউক এখনই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন।

মারের কথায় বিমলাচরণ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "মার! এ কার্য্য তোমাকেই করিতে হইবে। যে কোনরূপে পার একখণ্ড কাগজ ও একটি পেন্সিল লইয়া আইস, আমি এখনই পত্র লিখিয়া দিতেছি।

মার আপনার বস্ত্রাঞ্চল হইতে একখানি ময়লা কাগজ ও

একটি পেন্সিল বাহির করিয়া বলিল "এ সকল সংগ্রহ না করিয়াই কি আপনাকে পত্র লিখিতে অনুরোধ করিতেছি? আপনি শীঘ্র পত্র লিখুন—আমি এখনই উহা দেবীর নিকট দিয়া আসিব।

বিমলাচরণ সত্বর কাগজখানি গ্রহণ করিয়া মুরলাকে পত্র লিখিলেন। অধিক কথা লিখিলে পাছে বিলম্ব হয়, কিম্বা কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, সেই ভয়ে তিনি দুই চারিটা কথায় মুরলাকে তাঁহার আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। লেখা শেষ হইলে পত্রখানি মারের হস্তে দিলেন। মার দ্রুতগতি তাহাদের দেবীর উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল।

মার যখন মুরলার নিকট উপস্থিত হইল, তখন সৌভাগ্যক্রমে সেখানে কেহ ছিল না। মুরলা রাণীর মত বেশ-ভূষায় ভূষিত হইয়া একখানি উচ্চ আসনে বসিয়াছিলেন। তাঁহার দাসীগণ তাঁহার বেশ-ভূষা সমাপন করিয়া অন্য কার্য্যে নিযুক্তা ছিল। মুরলাকে একা দেখিয়া মার তাঁহার সম্মুখে গেল এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আর একবার চারিদিক লক্ষ্য করিল, পরে নিকটে আর কাহাকেও না দেখিয়া পত্রখানি বাহির করতঃ মুরলার হস্তে প্রদান করিল।

পত্রের শিরোনামা দেখিয়া মুরলা স্তম্ভিত হইল। যাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই, যাহা সে সম্পূর্ণ অসম্ভব বিবেচনা করিয়াছিল, এখন পত্রের উপরিভাগে সেই হস্তাক্ষর দেখিয়া হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। পত্রখানি তখনই খুলিয়া পাঠ করিল। দেখিল তাহার স্বামীই তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন।

মার সেই স্থানে অপেক্ষা করিতেছিল, সে মুরলার মুখে

হাসি, মনে আনন্দ ও চক্ষে জল দেখিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিল। কিন্তু স্বয়ং উপযাচক হইয়া কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

পত্র পাঠ করিয়া মুরলা মারের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাহাকে সঙ্কেত করিয়া নিকটে ডাকিল। পরে অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মার! পত্রের উত্তর দিই এমন কাগজ বা পেন্সিল নাই। যদি——"

ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ এক জন পরিচারিকা সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মুরলা আর কথা কহিতে পারিল না। একদৃষ্টে মারের দিকে চাহিয়া রহিল। মার সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল এবং পাছে দাসী তাহার উপর সন্দেহ করে এই ভয়ে সেখান হইতে পলায়ন করিল।

বিমলাচরণ পত্র লিখিয়া ব্যগ্রচিত্তে উত্তরের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ছয় মাসকাল মুরলাকে দেখেন নাই, কিন্তু তাঁহার বোধ হইয়াছিল যেন কত যুগ যুগান্তর মুরলা তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কতকাল পরে তিনি মুরলার হস্তাক্ষর দেখিতে পাইবেন এই আশায় আশ্বস্ত হইয়া বিমলাচরণ একবার বাহির একবার ভিতর করিতেছিলেন, এমন সময়ে মার সেইস্থানে আগমন করিল।

মারকে দেখিয়া বিমলাচরণ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "পত্রের উত্তর, মার?"

মার বিমর্ষভাবে সমস্ত কথা বলিল। বিমলাচরণ দুঃখিত হইলেন না, কি কারণে মুরলা তাঁহাকে উত্তর দিতে পারে নাই, তাহা জানিতে পারিয়া বরং তিনি কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। ভাবিলেন মুরলা শত্রুহস্তে সকল সময়ে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে

পারে না। বিশেষতঃ এ সকল কার্য্যে তাহার বিশেষ সতর্কভাব প্রয়োজন। তিনি যখন তাহার সন্ধান পাইয়াছেন, তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন শীঘ্রই হউক কিম্বা দুই দিন পরেই হউক সাক্ষাৎ হইবেই হইবে।

এই চিন্তা করিয়া তিনি মারকে পুনরায় মুরলার নিকট প্রেরণ করিলেন। বলিলেন যদি সুবিধা হয় তাহা হইলে যেন পত্রের উত্তর আনয়ন করিতে বিস্মৃত না হও।

মার যে আজ্ঞা বলিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল। বিমলাচরণ একা সেই নির্জ্জন পর্ব্বত-গুহায় বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সাক্ষাৎ।

ভাবিতে ভাবিতে বিমলাচরণ নিদ্রিত হইলেন। সেই নির্জ্জন অন্ধকারময় পর্ব্বত-গুহায় শয়ন করিয়া তিনি ক্ষণেকের জন্য দুঃখ ভুলিয়া গেলেন, এবং ক্রমে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। একে পথকষ্ট, তাহাব উপর অনাহার, তাহার উপর আবার দুশ্চিন্তায় বিমলাচরণের মন ক্রমেই অবসন্ন হইয়াছিল। একমনে চিন্তা করিতে করিতে তিনি ক্রমেই তন্ময় হইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে সংজ্ঞাহীন হইয়া সেই শীলাতলে পতিত হইলেন।

কতক্ষণ বিমলাচরণ নিদ্রিত ছিলেন, তাহা জানিতে পারেন

নাই। হঠাৎ চীৎকার ধ্বনি শ্রবণে তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। দেখিলেন প্রায় দশ জন সশস্ত্র লোক লইয়া একজন সর্দ্দার তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। মারও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অতি বিষণ্ণ বদনে আগমন করিতেছে।

বিমলাচরণ ব্যাপার কি বুঝিতে পারিলেন। মারের বিশ্বাস-ঘাতকতা, মুরলার পলায়নে সাহায্য এবং সমস্ত গুপ্তধন লাভের চেষ্টা এই সমস্তই প্রকাশিত হইয়াছে জানিতে পারিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সশস্ত্র লোক সকল বিমলাচরণের নিকট উপস্থিত হইল এবং কোন কথা না বলিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিল। পরে চারি জন সশস্ত্র প্রহরী সেখানে রাখিয়া অপর সকলে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইল। রৌদ্রের প্রখর উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া পশুপক্ষীগণ ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিল। পথ সকল জ্বলন্ত অগ্নি মূর্ত্তি ধারণ করিল। এমন সময়ে এক জন লোক আসিয়া বিমলাচরণের খাদ্য রাখিয়া চলিয়া গেল।

বিমলাচরণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব রাত্রে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়াছেন, তাহার পর হইতে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত তিনি জল গ্রহণ করেন নাই। সম্মুখে খাদ্য দ্রব্য দেখিয়া তাহার আহার করিতে লোভ জন্মিল। কিন্তু তাঁহার হস্ত পদ আবদ্ধ থাকায় মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে সক্ষম হইলেন না।

একজন প্রহরী তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিল। সে তখনই তাঁহার হস্তের বন্ধন মোচন করিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল। বিমলাচরণ তাহার দয়ায় আপ্যায়িত হইয়া আহার

সমাপন করিলেন। আহারান্তে প্রহরী পুনরায় তাঁহার হস্ত-পদ বন্ধন করিল।

ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল। সূর্য্যদেব পশ্চিম গগণে ঢলিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যাহার প্রখর তেজ সমস্ত জগতকে দগ্ধ করিতেছিল, যাহার অসহ্য দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া জীব সমূহ ভয়ে ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, এখন তাহাকে বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত দেখিয়া, তাহার অসীম পরাক্রম নষ্ট হইতে দেখিয়া মনের আনন্দে বাহির হইয়াছে।

বিমলাচরণ সেই ক্ষুদ্র গুহামধ্যে বসিয়া আছেন। এ সময় কোথায় মুরলাকে উদ্ধার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন, না তিনিই স্বয়ং বন্দিভাবে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। মানব কত আশায় বুক বাঁধিয়া, মনে মনে আপন আপন লক্ষ্য স্থির করে, কিন্তু সকল সময়েই কি সে আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়? সকল কার্য্যই কি তাহার মনোমত হয়? না—মানুষের আশা কখনও পূর্ণ হয় না, সে আশার নিবৃত্তি নাই—যতই পূর্ণ হইবে ততই আরও প্রবলা হইয়া উঠে।

যে আশায় আশ্বস্ত হইয়া বিমলাচরণ সেই ভয়ানক পার্ব্বত্য প্রদেশে অসভ্য জাতিগণের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, সে আশাত নিবৃত্তি হইলই না, তাহার উপর তিনি স্বয়ংই বন্দি হইলেন। মুরলার উদ্ধারের পথ একেবারে বন্ধ হইল। বিমলাচরণ এই সকল কথা যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই ম্রিয়মাণ হইতে লাগিলেন। তাঁহার অসীম সাহস, প্রবল পরাক্রম যেন ক্রমেই নিস্তেজ হইতে লাগিল। তিনি অসহায় বালকের মত রোদন করিতে লাগিলেন!

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। হঠাৎ শ্যামাচরণের কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি ভাবিলেন যদি শ্যামাচরণ এখন জীবিত থাকেন, যদি আমার মত তিনিও এ যাত্রা রক্ষা পাইয়া থাকেন, তবেই মুরলার উদ্ধারের উপায় হইতে পারে। কিন্তু যদি তিনি সেই ভয়ানক ঝড়ের সময়, প্রবল উত্তাল-তরঙ্গ মধ্যে আপনার দেহ বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এ জনমে মুরলার কোন উপায় হইল না। স্বামী হইয়া যে আপন সহধর্ম্মিনীকে রক্ষা করিতে না পারিল, তাহার ন্যায় নরাধমের এ জগতে জীবিত থাকিবার প্রয়োজন কি?

বিমলাচরণ এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে কয়েকজন প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল, দেবী বন্দিকে তলব করিয়াছেন।

এই কথা শ্রবণমাত্র উপস্থিত প্রহরীগণ তখনই বিমলাচরণকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল এবং তাহাকে লইয়া দেবীর উদ্দেশে গমন করিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পর বিমলাচরণ এক প্রশস্ত সুসজ্জিত দালানে নীত হইলেন। ইতি পূর্ব্বেই সেখানে প্রায় তিন চারি শত লোক সমবেত হইয়াছিল। কিন্তু সকলেই নীরব ও নিস্পন্দ-ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। কাহারও মুখে একটি কথা ছিল না। সকলেই এক দৃষ্টে বন্দির দিকে চাহিয়া রহিল।

দালানের সম্মুখে একটি উচ্চ স্থানে স্বর্ণ মণ্ডিত মখমলের একখানি আসন শূন্য ছিল। বিমলাচরণ বুঝিলেন দেবী—তাঁহার স্ত্রী মুরলা ঐ আসনে উপবেশন করিবেন। তিনি সাগ্রহে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কতকাল তাহাকে দেখেন

নাই, তাঁহার অদর্শনে মুরলা কি ভাবে কালযাপন করিতেছে, তাঁহার প্রতি তাহার প্রগাঢ় স্বামীভক্তির কোন বৈলক্ষণ্য হইয়াছে কি ; না এই সকল ব্যাপার জানিবার জন্য তিনি বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে এক প্রকার ঐক্যতান বাদ্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল। সমবেত লোক সকল যেন সশঙ্কিতভাবে শব্দের গতি লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে একদল রমণী বেশ-ভূষায় সজ্জিতা হইয়া সেই উচ্চাসনের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইল। তিন চারি জন রমণী চামর হস্তে আসনের চারিদিকে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। আর দুই জন একটা প্রকাণ্ড স্বর্ণ মণ্ডিত ছত্র খুলিয়া আসনের উপর ধরিয়া রহিল।

ক্রমে বাদ্য থামিয়া গেল। মুরলা বহু মূল্য স্বর্ণ হীরকাদি খচিত সাজে সজ্জিতা হইয়া ধীর-গম্ভীর-পদ বিক্ষেপে সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিল। কিন্তু বিমলা-চরণকে দেখিবার জন্য কোনরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল না।

বিমলাচরণ ভাবিয়াছিলেন তিনি যেমন মুরলার জন্য চারি-দিকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহাকে একটিবার দেখিবার জন্য যেরূপ ব্যগ্র হইয়াছেন, মুরলাও সেইরূপ অস্থির হইয়াছে এবং তাঁহাকে সে খানে উপস্থিত জানিয়া দেখিবার জন্য তাঁহারই মত উৎকণ্ঠিতা হইবে। কিন্তু মুরলা সেরূপ ব্যগ্র হইল না, এত কাল যে রমণী স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একা সেই অসভ্য জাতির মধ্যে বাস করিতেছে, সে যখন স্বামীকে দেখিবার জন্য কিছুমাত্র উৎকণ্ঠিতা হইল না, তখন কি আর সে সচ্চরিত্রা

আছে, তাহার হৃদয়ে কি আর তাঁহার স্বামীর মূর্ত্তি জাগরূক আছে? মুরলা কি তবে তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে? না না—এ কথা মনে করিতেও বিমলাচরণের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই মুরলা সেইরূপ তাচ্ছিল্য ভাব প্রদনর্শন করিয়াছে।

নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিবার পর মুরলা প্রধান পুরোহিতকে নিকটে আহ্বান করিল। সে তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া অবনত মস্তকে মুরলার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তাহাকে তদবস্থা দেখিয়া মুরলা জিজ্ঞাসা করিল "পুরোহিত! বন্দিদ্বয়কে আমার সম্মুখে লইয়া আসিতে বল। আমি এখনই উভয়ের বিচার করিব।"

দেবীর আদেশ কর্ণগোচর করিয়া প্রধান পুরোহিত তখনই নিকটস্থ প্রহরীদিগের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তাহারাও তাহার সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া মার ও বিমলাচরণকে দেবীর সম্মুখে আনয়ন করিল। মুরলা একবার মারের দিকে আর একবার মাত্র বিমলাচরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। পরে অতি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল "বন্দিগণকে বন্ধন করাই এদেশের পদ্ধতি, আজ কেন এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতেছি? এত কাল যত গুলি বন্দি আমার নিকটে আনীত হইয়াছে, সকল গুলিরই হস্ত পদ আবদ্ধ ছিল, কিন্তু ইহাদের উভয়ের সে অবস্থা নহে কেন?"

মুরলার কথা শুনিয়া বিমলাচরণ স্তম্ভিত হইলেন। ভাবিলেন কোথায় মুরলা তাহার কষ্টের লাঘব করিবে, না সে নিজেই সাধ করিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিতে আদেশ করিতেছে। এ কি

রহস্য! মুরলার এ কি ভাব? কেন সে স্বামীর প্রতি এত বিরূপ? যাঁহার সামান্য কষ্টে সে নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিত, যাঁহাকে এক দণ্ডের জন্য বিমর্ষ দেখিয়া সে নানা উপায়ে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিত, আজ তাহার এ বৈলক্ষণ্য কেন? বিমলাচরণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

দেবীর কথা শুনিয়া তখনই দুই জন লোক বিমলাচরণ ও মারকে বন্ধন করিতে উদ্যোগ করিল। দেবী পুনরায় কর্কশ-স্বরে প্রধান পুরোহিতকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন "পুরোহিত! আমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছ না কেন? বন্দিদ্বয়কে বন্ধন না করিয়া কেন আমার নিকট আনয়ন করা হইল, আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি মাত্র। তাহাদিগকে আমার সমক্ষে বন্ধন করিতে আদেশ করি নাই। কাহার আজ্ঞায় ঐ প্রহরী-দ্বয় আমার সমক্ষে উহাদিগকে বন্ধন করিতে উদ্যোগ করিতেছে? কে উহাদিগকে ঐ কার্য্য করিতে হুকুম দিল?"

মুরলার কথায় প্রধান পুরোহিত লজ্জিত হইল। প্রহরী-গণকে বন্ধন করিতে নিষেধ করিয়া সে অতি বিনীতভাবে উত্তর করিল "দেবি! মার আমাদের দেশের লোক। উহার স্ত্রী পুত্র সকলেই এখানে বাস করিতেছে। উহার পলায়নের উপায় নাই। যদি মার পলায়ন করে দেশের নিয়মানুসারে উহার স্ত্রী পুত্রগণ উৎপীড়িত হইবে। হয়ত উহার জন্য তাহাদের প্রাণ নষ্ট হইবে। আর দ্বিতীয় বন্দি সম্পূর্ণ অপরিচিত। এখানে আর কখনও আইসে নাই। যদি ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও পলায়ন করিতে পারিবে না জানিয়া এখানে আনিবার সময় উহার বন্ধন মোচন করা হইয়াছে। যদি ইহাতে কোন অপরাধ হইয়া থাকে

আমি করজোড়ে আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি, এ যাত্রা আমাদিগকে ক্ষমা করুন, আর কখনও এরূপ হইবে না।"

মুরলা সে বিষয়ে আর কোন কথা কহিল না। জিজ্ঞাসা করিল "কোন্ অপরাধে মার বন্দিকৃত হইল?" প্রধান পুরোহিত বিনীতভাবে উত্তর করিল "মার বিশ্বাসঘাতক। যে গুপ্ত-ধন লাভের জন্য আমরা পুরুষানুক্রমে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, সে ধন একাকী আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে মার ঐ লোককে এখানে আনয়ন করিয়াছে। যদি আমরা সন্দেহ না করিয়া মারকে ছাড়িয়া দিতাম, তাহা হইলে এতক্ষণ সে হয়ত কার্য্য উদ্ধার করিয়া পলায়ন করিত।

মুরলা বলিল "এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যে গুপ্তধন পাইবার আশায় তোমরা পুরুষানুক্রমে চেষ্টা করিতেছ, মার সহজে সে সন্ধান কোথায় পাইবে? কে তাহাকে সে সন্ধান বলিয়া দিবে?"

পু। দেবি! শুনিয়াছি আপনি নাকি উহাকে সেই সন্ধান বলিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

মু। সম্পূর্ণ মূর্খতা—যদি আমি স্বয়ং সে সন্ধান জানিতাম তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে তাহা তোমাদিগকে বলিয়া মুক্তি লাভ করিতে পারিতাম। একা মারকে বলিবার উদ্দেশ্য কি?

পু। শুনিয়াছি আপনার আত্মীয়-স্বজন আছে। মার তাঁহাদের সন্ধান জানে। মারকে গুপ্তধনের সন্ধান বলিয়া দিলে, সেও আপনাকে আপনার আত্মীয়-স্বজনের নিকট লইয়া যাইবে।

মুরলা আবার হাসিয়া উঠিল। বলিল "আমি সামান্যা বালিকা নহি। মুক্তিলাভ করিলে আমি স্বয়ং কাহারও সাহায্য ব্যতীত সেখানে যাইতে পারিব।"

প্রধান পুরোহিত মুরলার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "আপনার কথা সত্য. আমরাই অন্যায় বুঝিয়াছিলাম! মনে করিয়াছিলাম যার যাহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছে তিনি আপনার পরিচিত। কিন্তু এখন আমার সে ভ্রম দূর হইয়াছে।"

মুরলা আন্তরিক সন্তুষ্টা হইল। বিমলাচরণও মুরলার তাচ্ছিল্য ভাবের কারণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি তখন সাহস করিয়া ইংরাজী ভাষায় মুরলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মুরলা বহুদিন তোমায় দেখি নাই—ভাল আছ ত?"

মুরলা একবার স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। পরে প্রধান পুরোহিতের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "অপরিচিতবন্দি বিদেশী ভাষায় আমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করেন। বোধ হয় তিনি আমাদের ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়, যদি তোমরা আমাকে অনুমতি দাও, তবেই উহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইতে পারে।"

পুরোহিত কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল "আপনি আমাদের আরাধ্য দেবী। আপনি যেরূপ ইচ্ছা করিবেন, সেই রূপই করিতে পারিবেন। যদি বন্দির ভাষা আপনার জানা থাকে, তাহা হইলে আপনি স্বচ্ছন্দে ঐ ভাষায় কথোপকথন করিতে পারেন। কিন্তু আমার একমাত্র অনুরোধ আছে, বন্দির প্রত্যেক কথা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।"

মুরলা মনে মনে হাসিয়া সম্মত হইল। এবং স্বামীর দিকে চাহিয়া উত্তর করিল "স্বামীর অদর্শনে স্ত্রীর যেরূপ থাকা সম্ভব, আমি সেইরূপ আছি। আমার দেহ আছে, প্রাণ নাই, কলের পুত্তলিকার ন্যায় আমি সমস্তই করিতেছি বটে, কিন্তু কি

করিতেছি কি না করিতেছি কিছুই জানি না। স্বামিন্! এতকাল পরে যদিওবা আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে পাইলাম, এতদিন বিরহের পর যদিওবা মিলন হইল, তথাপি ইচ্ছামত কার্য্য করিতে না পারিয়া, আমি যে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছি তাহা কি বুঝিতে পারেন নাই? যখন আমি প্রথমে আপনার সমক্ষে আসিলাম, তখন সাহস করিয়া আপনার দিকে চাহিতে পারিলাম না। কি জানি যদি হৃদয়ের রুদ্ধ শোকবাষ্প আপনার শীতল ছায়ার স্পর্শে দ্রব হইয়া চক্ষু ফাটিয়া বহির্গত হয়, তাহা হইলে সকলেই জানিতে পারিবে আপনি আমার আত্মীয়। তাহা হইলে কি আর রক্ষা থাকিবে? তাহা হইলে মার, আমি ও তুমি এই তিনজনকে গিরি-গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইতে হইবে। আপনি মনে করিয়াছিলেন আমি আপনাকে অবজ্ঞা করিয়াছি! আপনি কি আমার অবজ্ঞার পাত্র? হৃদয়ের ধন আপনি—আপনাকে তাচ্ছিল্য করিব?

বিমলাচরণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ব্যথিতান্তঃকরণে উত্তর করিলেন "না মুরলা—আমি এখন সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি। এখন কোন্ উপায়ে তোমার উদ্ধার করিতে সক্ষম হইব বলিয়া দাও।"

মু। যে উপায় করিয়াছিলাম তাহা ত এখন নিষ্ফল হইল। মার যে ধরা পড়িবে, সে কথা স্বপ্নেও জানিতাম না। মায়ের কোন শত্রু মারকে ধরাইয়া দিয়াছে। আপনাকেও এখন কিছুকাল বন্দিভাবে এখানে অবস্থান করিতে হইবে। যতদিন না আবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিব, ততদিন আমাদের মুক্তির সুবিধা নাই।

বি। তুমি দেবী—এখানকার সকলেই তোমাকে দেবীজ্ঞানে

ভক্তি ও পূজা করিয়া থাকে। তোমার চিন্তা কি? তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন করিতে পার।

মু। না—স্বামিন্! আমি সেরূপ দেবী নহি। এখানকার সকল কার্য্যই প্রধান পুরোহিতের পরামর্শ মত হইয়া থাকে। আমি কেবল নামে দেবী মাত্র। কোন কার্য্যে আমার বাসনা জন্মিলে আমাকে প্রধান পুরোহিতের নিকট আবেদন করিতে হয়, যদি তিনি সম্মত হন তবেই আমি সে কার্য্য করিতে পারি —নচেৎ নহে।

বি। এ রহস্য অতি অদ্ভুত! আর কোন দেশে কোনকালে এরূপ প্রথা প্রচলিত নাই। এখন সে কথা যাউক, আর কত কাল তোমাকে এই দেবীর কার্য্য করিতে হইবে?

মু। আমার কাল প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল। এই অমাবস্যার পর দ্বিতীয়ায় যদি চন্দ্র দেখা যায়, তবে তৃতীয়ার দিন আমার শেষ দিন। যদি তৃতীয়ার চন্দ্র দেখা যায় তবে চতুর্থীর দিন আমি গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইব।

বি। আজ কোন্ তিথি মুরলা? তোমায় শত্রুহস্তে বন্দিনীর মত বাস করিতে দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি। আমার কোন কথা মনে থাকে না।

মু। কাল পূর্ণিমা গিয়াছে—আজ প্রতিপদ! আমার জীবনের আর পনের দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। যদি এই কয় দিনের মধ্যে কোন উপায় করিতে পারি তবেই রক্ষা, নতুবা এ জন্মে আর তোমার সেবা করিতে পারিলাম না। মনে বড় ক্ষোভ রহিল যে, তোমার ন্যায় স্বামী লাভ করিয়াও জগদীশ্বর আমাকে ভোগ করিতে দিলেন না!

মুরলার কথায় বিমলাচরণ দুঃখিত হইলেন ; কিন্তু সে কেবল ক্ষণেকের জন্য। মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি আত্মসংযম করিলেন, তাঁহার সাহস হইল। তিনি বজ্র-গম্ভীরস্বরে বলিলেন "মুরলা। যতক্ষণ এদেহে এক বিন্দু রক্ত থাকিবে ততক্ষণ তোমার কোন ভয় নাই। যেমন করিয়া পারি আমি তোমায় মুক্ত করিব।"

মুরলা কি উত্তর করিতেছিল এমন সময় প্রধান পুরোহিত বলিয়া উঠিলেন "দেবি! এই অপরিচিতের সহিত বিদেশীয় ভাষায় যথেষ্ট কথা কহিয়াছেন আর কেন? যদি এখনও কথা কহিবার ইচ্ছা থাকে, তবে আমাদের ভাষায় কথাবার্ত্তা হউক।"

মুরলা গম্ভীরভাবে উত্তর করিল,—"না আমার আর কোন কথা নাই। আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। বন্দীদ্বয়কে বন্ধন করিয়া অন্যত্র লইয়া যাও। কিন্তু সাবধান যেন ইঁহাদিগের প্রতি কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার করা না হয়।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতঃকালে বিমলাচরণ মারকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মার! দেবীর সংবাদ কি? তাঁহার সহিত একবার গোপনে সাক্ষাৎ করিতে পাইলে অনেক সুবিধা হইতে পারে।"

মার দুঃখিত হইয়া বলিল "আপনার যে অবস্থা আমারও সেইরূপ। এখানকার পুরোহিতগণ সর্ব্বেসর্ব্বা। তাহারা যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই সম্পন্ন করিতে পারেন। দেবী নাম মাত্র। বলিতে কি দেবীও অনেক সময়ে তাঁহাদের অধীনা। যদি আমার

স্ত্রী এখানে আইসে তবেই আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারিব নচেৎ আমায় ক্ষমা করিবেন, এ অবস্থায় আমার দ্বারা আপনার আর কোন উপকার সম্ভবে না।

এই কথা শেষ হইতে না হইতে একজন রমণী সেই গুহা-দ্বারে উপস্থিত হইল। সে গুহা মধ্যে মারকে দেখিয়া রোদন করিতে করিতে বলিল "কেন তুমি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে? কেনই বা সামান্য অর্থের লোভে জীবন নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছ? এ দেশের পুরোহিতদিগের অত্যাচার চির প্রসিদ্ধ। যৎকাল এই অত্যাচারী পুরোহিতগণ জীবিত থাকিবে, ততদিন এদেশের ভদ্রস্থ নাই।"

আগন্তুক রমণী মারের পত্নী। তাহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া মার ঈষৎ হাসিয়া বলিল "ক্রন্দন করিবার জন্য আমি তোমাকে এখানে আসিতে বলি নাই। যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন একদিন মরিতেই হইবে, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত নহি এবং সেজন্যও তোমাকে ডাকি নাই। যাহার জন্য তোমাকে এখানে আসিতে বলিয়াছিলাম, শোন। তোমার সহিত কারাধ্যক্ষের সদ্ভাব আছে। সম্পর্কে সে তোমার জ্ঞাতি ভাই। তুমি শীঘ্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং তাহার নিকট হইতে আমাদের হাতকড়ির চাবি দুইটি যেরূপে পার শীঘ্র আনয়ন করিবে। একবার মুক্তিলাভ করিতে পারিলে আমরা এখনও গুপ্তধনের সন্ধান জানিয়া লইতে পারিব। তখন এদেশ হইতে পলায়ন করিয়া কোন দূরদেশে গিয়া ধনবানের ন্যায় বসবাস করিতে সক্ষম হইব।"

রমণী স্বামীর কথা শুনিয়া কিছুকাল কি চিন্তা করিয়া বলিল

"আমি এখনই আনিয়া দিতেছি। কারাধ্যক্ষ দারু সত্যই আমার জ্ঞাতিভাই—সে আমাকে বড় ভালবাসে—আমার কথায় সে অস্বীকৃত হইতে পারিবে না।"

এই বলিয়া রমণী প্রস্থান করিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই দুইটি চাবি আনিয়া দিল। পরে সে স্বামীর হস্তের বন্ধন খুলিয়া দিয়া আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতগতি সেখান হইতে পলায়ন করিল।

মার স্বয়ং মুক্ত হইয়া বিমলাচরণের হাতকড়ি খুলিয়া দিল। এইরূপে মুক্তিলাভ করিয়া বিমলাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন "মার পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, একবন্ধুর সহিত একখানা প্রকাণ্ড বজরায় করিয়া তোমাদের দেবীর মুক্তির জন্য আমরা এই দিকেই আসিতে ছিলাম। পথিমধ্যে একদিন রাত্রিকালে প্রবল ঝটিকায় আমাদের বজরা জলমগ্ন হয়। তোমরা জল হইতে তুলিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ। কিন্তু আমার সেই বন্ধুর কি দুর্দ্দশা হইল তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমার যতদূর বিশ্বাস তাহাতে বোধ হয় তিনিও জীবিত আছেন। কারণ তাঁহার সন্তরণ শিক্ষা অতি সুন্দর। আমরা বাল্যকালে উভয়ে একসঙ্গে সন্তরণ শিক্ষা করিয়াছিলাম, উভয়ে একই বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলাম, তাঁহার ক্ষমতা আমি বেশ জানি। তিনি যে সেই ঝড়ে জলমগ্ন হইয়াছেন একথা আমার বিশ্বাস হয় না। যদি তুমি সাহায্য কর তবেই তাঁহার সন্ধান জানিতে পারি।"

বিমলাচরণের কথায় মার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল "তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত—আমি কেমন করিয়া তাঁহার সন্ধান করিব?"

বি। না—মার! তিনি তোমার সম্পূর্ণ অপরিচিত নহেন। তিন চারিমাস পূর্ব্বে তাঁহাকে বন্দি করিয়া এখানে আনা হইয়াছিল। তিনি কৌশলে পলায়ন করিয়াছেন।

মা। পলায়ন করিয়াছেন! অসম্ভব! এদেশের রাজবংশীয় কোন লোক একখানি দলিল রাখিয়া গিয়াছেন। সেই দলিলে গুপ্তধনের বিষয় বর্ণিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দলিলখানি দেবভাষায় লিখিত। এখানকার কোন লোক দেবভাষা পড়িতে পারেন না। আপনারা সে ভাষায় অভিজ্ঞ জানিয়া তাঁহাকে বন্দি করিয়া কৌশলে এখানে আনয়ন করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যে এখান হইতে পলায়ন করিয়াছেন একথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। কারণ সকলেই জানে যে এখান হইতে পলায়ন করিবার একমাত্র পথ আছে। সে পথ এমন সুরক্ষিত যে কেহই সে পথ দিয়া পলায়ন করিতে পারে না। আরও পথ আছে বটে কিন্তু তাহা আমি ভিন্ন আর কোন লোক জ্ঞাত নহে।

বিমলাচরণ হাসিয়া উঠিলেন। এত দুঃখের সময়ও তাঁহার মুখে হাসি আসিল। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "মার। তোমার সহিত আমি প্রবঞ্চনা করিতেছি না। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি যে তিনি তোমাদের সকলকার চক্ষে ধূলি দিয়া এখান হইতে পলায়ন করিয়াছেন। তুমি তাঁহাকে দেখিলে চিনিতে পারিবে কি?"

মা। নিশ্চয়ই পারিব। কিন্তু কোথায়?

বি। আমার বিশ্বাস তিনি এই স্থানেই আছেন। এখানে আজন্ম বাস করিয়া তুমি যে সকল গুপ্ত-স্থান না জান, তিনি

তিন চারি দিন মাত্র এখানে থাকিয়া তদপেক্ষা অধিক সংবাদ অবগত আছেন। তুমি রাত্রিকালে একবার চারিদিক ভাল করিয়া অন্বেষণ কর, নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে।

মা। রাত্রি কালে! আমায় ক্ষমা করিবেন আমি রাত্রে সে কার্য্য করিতে পারিবনা।

বি। কেন মার—রাত্রি কালে পারিবে না কেন?

মা। আপনি ভুত বিশ্বাস করেন?

বিমলাচরণ মনে মনে হাস্য করিয়া বলিলেন "করি বই কি। তবে সকল ভূত সমান নহে। কোনটি জীবন্ত কোন ভূত মৃত।"

মার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "আপনি উপহাস করিতেছেন। কিন্তু যদি একবার তাহাদের করুণস্বর শ্রবণ করেন, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন, আমি সত্য কি মিথ্যা বলিতেছি।"

বিমলাচরণ উত্তর করিলেন "আমি উপহাস করিতেছি না— ভূতযোনি আমি বেশ বিশ্বাস করি। তুমি কখনও তাহাদিগকে দেখিয়াছ কি?"

মা। দেখি নাই বটে, কিন্তু তাহাদের করুণস্বর শুনিলে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

বি। তবে চল আজ রাত্রে উভয়েই আমার বন্ধুর অন্বেষণ করা যাউক। যখন একা যাইতে তোমার ভয় হইতেছে, তখন উভয়ে এক সঙ্গে যাইলে ক্ষতি কি?

মার সম্মত হইয়া বলিল "তবে সেই ভাল, চলুন উভয়ে মিলিয়া অন্বেষণ করা যাউক ইহাতে আর একটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। যে করুণস্বর শুনিয়া আমি ভীত হইয়া থাকি, আপনিও তাহা শুনিতে

পাইবেন—আমাকে ভীরুবলিয়া এই মাত্র যে উপহাস করিতে-ছিলেন, তাহা কতদূর ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে বুঝিতে পারিবেন।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিপদে বন্ধু।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাত্রিও দুই দণ্ড অতীত হই-য়াছে। প্রতিপদের চন্দ্র পূর্ণ গগণে উদিত হইয়াছে। চন্দ্রের স্নিগ্ধ কোমল কিরণ স্পর্শে বৃক্ষাদি লতা গুল্মের পত্র সকল স্নেহ-ময় হইয়া উঠিয়াছে। দেশের অধিবাসীগণ কৃত্রিম আলোকে কার্য্য করে না। প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণে যথা কর্ত্তব্য সম্পাদন করে এবং সূর্য্যাস্তের মধ্যেই সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। অবশিষ্ট সময় নিদ্রা বা যে কার্য্য আলোকের প্রয়োজন হয় না এমন কার্য্য করিয়া থাকে।

গ্রামের কোথাও একটি আলোক নাই, সূর্য্যাস্তের পরেই সকলে আহারাদি সমাপণ করিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করে। চন্দ্রোদয়ের পর মায় বিমলাচরণকে লইয়া সেই গুহা হইতে বহির্গত হইয়া যে যে স্থানে ঐ প্রকার গুপ্ত গিরিগহ্বর ছিল, সে গুলি তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিল, কিন্তু কোথাও শ্যামচরণকে দেখিতে পাওয়া গেল না।

সমস্ত গিরি-গহ্বর অন্বেষণ করিতে প্রায় চারি ঘণ্টা অতি-বাহিত হইল। রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইল। বিমলাচরণ হতাশ হইয়া মায়ের সহিত আপনাদের গহ্বরে ফিরিতে লাগিলেন।

এমন সময় সহসা বাতাস বহিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার বিকট করুণস্বর তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। মার লম্ফ দিয়া বিমলাচরণের নিকট সরিয়া গিয়া বলিল "শুনিতেছেন; কিছু শুনিতে পাইতেছেন?"

বিমলাচরণ সত্য সত্যই সে শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন। পর্ব্বত-শৃঙ্গে বা পর্ব্বত গহ্বরে বেগমান বায়ু প্রবেশ করায়—এক প্রকার ভয়ানক শব্দ হইতেছিল। বিমলাচরণ শিক্ষিত ব্যক্তি, তিনি সে শব্দ শুনিয়া ভীত হইলেন না, বরং মারের ভয় দেখিয়া মনে মনে আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি কৌতুক ছলে বাহ্যিক ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিলেন "তাইত! একি। এর ব্যাপার কি! কিসের শব্দ? বিশেষ এই নির্জ্জন স্থানে এই গভীর রাত্রে কোন বিপদ হইবে না কি?

বিমলাচরণের বাহ্যিক ভয় দেখিয়া মার আরও ভীত হইয়া বলিল "আর এখানে নয়, চলুন—এখান হইতে শীঘ্র চলুন।"

বিমলাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কিসের শব্দ মার? কিছু দেখিয়াছ?"

মার ভয়ে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। বলিল "মাঝে মাঝে দেখা যায় বই কি? শুনিয়াছি আমাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রেত-যোনি ঐ পর্ব্বতের উপর বাস করিতেছেন। তাঁহারাই মধ্যে মধ্যে ঐ প্রকার বিকট শব্দ করিয়া থাকেন।"

শ্যামাচরণের কোন সন্ধান না পাইয়া বিমলাচরণ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্যামাচরণ ভিন্ন এখন তাঁহাদের স্ত্রী পুরুষের নিস্তার নাই। উভয়েই শত্রু হস্তে—শত্রু যে সে নহে, অসভ্য যথেচ্ছাচারী ও দুর্দ্দান্ত। বিমলাচরণ মারের কথায়

উত্তর না করিয়া তাহার হস্ত ধারণ করতঃ বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। সে ভয়ে যেন জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার চলৎশক্তি এক প্রকার রহিত হইয়াছিল।

কিছুদূর গমন করিলে পর মারের চমক ভাঙ্গিল। সে নদীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "দূরে একটা আলো দেখিতে পাইতেছেন? বোধ হয় একখানা নৌকা প্রবল বেগে এই দিকেই আসিতেছে। আশ্চর্য্য! এ পথে প্রায় নৌকা আসে না।"

বিমলাচরণ সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই একখানি নৌকা তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিছুক্ষণের পরই নৌকাখানি নিরাপদে তীরে লাগিল। পাঁচ জন সশস্ত্র আরোহী তাহা হইতে অবতরণ করিল।

রজত-শুভ্র-জ্যোৎস্নায় বিমলাচরণ তাঁহার বন্ধু শ্যামাচরণকে চিনিতে পারিলেন। দেখিলেন চারিজন সশস্ত্র ব্যক্তির সঙ্গে তিনি সেই গুপ্ত-পথ দিয়া পাহাড়ের উপর উঠিতেছেন।

মার আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে জানিত, সে ভিন্ন আর কোন লোক ঐ গুপ্ত-পথের বিষয় জানিত না। কিন্তু সেই গভীর রাত্রে নির্জ্জন-নিস্তব্ধ পল্লীর মধ্যে একজন অপরিচিত বিদেশীয় লোককে সেই গোপনীয় পথ দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মার স্তম্ভিত হইল। সে ব্যগ্রতা সহকারে বিমলাচরণকে জিজ্ঞাসা করিল "লোকটাকে কি এদেশীয় বলিয়া আপনার বোধ হয়?"

বিমলাচরণ ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন "না মার! উনি এদেশের লোক নহেন। যাঁহার জন্য আমরা এতক্ষণ চারিদিকে

অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছি, যিনি ভিন্ন এখন আমাদের স্ত্রী পুরুষের উদ্ধারের আর গত্যন্তর নাই, উনি সেই লোক—উনিই আমার বন্ধু শ্যামাচরণ।"

মা। আর উহাঁর সহিত যে চারিজন সশস্ত্র লোক আসিতেছেন, তাঁহাদের নিবাস কোথায়?

বি। এদেশে নহে, উহারাও আমাদের দেশীয় লোক।

মা। উহারা এখানে কি করিবে?

বি। সেকথা এখন কেমন করিয়া বলিব? বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইলে, তাঁহার মুখ হইতে সমস্ত কথা না শুনিয়া তোমায় সঠিক সংবাদ দিতে পারিব না।

মা। উনিত এই দিকেই আসিতেছেন। কিন্তু বোধ হয় আমাদিগকে দেখিতে পাইলে আর অগ্রসর হইবেন না। আপনি কিছুদূর অগ্রসর হউন এবং সমস্ত কথা জানিয়া আমাকে সংবাদ দিন। আপনার উপকার করিতে গিয়া শেষে কি সপরিবারে বিনষ্ট হইব?

বি। যতক্ষণ আমি তোমার কাছে আছি ততক্ষণ তোমার কোন ভয় নাই। আমার উপকার করিয়াছ এ কথা শুনিতে পাইলে, আমার বন্ধু তোমার অপকার করা দূরে থাকুক, যাহাতে তোমার উপকার হয়—সেই চেষ্টা করিবেন।

মা। কিন্তু অর্থ—সেই গুপ্তধন?

বি। সেই গুপ্তধনের কথাও আমার বন্ধু বিশেষ অবগত আছেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি আর একবার তোমাদের দেশে আসিয়াছিলেন এবং সেই গুপ্তধন কোথায় লুক্কায়িত আছে তাহাও তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন।

বিমলাচরণকে বাধা দিয়া সশব্যস্তে মার বলিয়া উঠিল "তবে বুঝি সেইজন্যই উনি এখানে আসিয়াছেন? তাহা হইলেত আমার আর ভরসা নাই। আমার কেবল লাঞ্ছনাই সার হইল। স্বদেশ, স্বগৃহ, স্বপরিবার ত্যাগ করিয়া আমি যে ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিলাম তাহার কি এই ফল? না মহাশয় আমি আর আপনাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহি। বিশেষতঃ আপনার সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলাম বলিয়া আমার পূর্ব্বপুরুষগণের প্রেতাত্মা কি ভয়ানক বিকট চীৎকার করিতেছিল তাহাওত আপনি স্বকর্ণে শুনিয়াছেন?"

বিমলাচরণ মনে মনে হাসিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন "মার! এখন হইতে এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? যদি আমার বন্ধু তোমাকে গুপ্তধনের অর্দ্ধাংশ দিতে সম্মত হন, তুমি যদি বিনা ক্লেশে সেই অর্দ্ধেক সম্পত্তি প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে আমাদিগকে সাহায্য করিবে না কেন?

মা। কেমন করিয়া করিব? আপনি স্বয়ং সমস্ত গুপ্তধন আমাকে প্রদান করিবেন বলিয়া সম্মত হইয়াছিলেন। এখন অর্দ্ধাংশের কথা বলিতেছেন কেন?

বি। আমি জানিতাম না যে, আমার বন্ধু জীবিত আছেন। আমরা নৌকা করিয়া এই দিকেই আসিতেছিলাম। যদি পথে ঝড় না হইত তাহা হইলে বহুদিন পূর্ব্বেই মুরলা মুক্তিলাভ করিত এবং সেই গুপ্তধনেরও পুনরুদ্ধার হইত। কিন্তু এখনও তোমার হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। আমার বন্ধু তেমন নীচ প্রকৃতির লোক নহেন। তোমার কথা শুনিলে তিনি নিশ্চয়ই কোনরূপ বন্দোবস্ত করিবেন।

স্মার আর কোন কথা কহিল না। সে বিমলাচরণের নিকট হইতে কিছু দূরে একটি গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বিমলাচরণ একা সেই নদী-তীরে দুইটি প্রকাণ্ড গাছের নিম্নে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিমলাচরণ ও স্মার, শ্যামাচরণ ও তাঁহার সঙ্গীগণকে দেখিতে পাইলেও শ্যামাচরণ তাঁহাদিগকে দেখিতে পান নাই। তিনি এক মনে ধীরে ধীরে অতি সতর্কতার সহিত সেই গুপ্ত-পথ দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতেছিলেন।

শ্যামাচরণ অগ্রে অগ্রে আসিতেছিলেন, তাঁহার সশস্ত্র সঙ্গীগণ অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছিল। তিনি আপন মনে কি চিন্তা করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন।

শ্যামাচরণ যখন বিমলাচরণের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখনও তিনি বন্ধুকে দেখিতে পাইলেন না। বিমলাচরণ কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। তিনি শ্যামাচরণের আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া চন্দ্রালোকে আর একবার উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিলেন। পরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "শ্যামাচরণ! আসিয়াছ ভাই! এতক্ষণ তোমাকেই অন্বেষণ করিতেছিলাম। আর সময় নাই, মুরলাকে বোধ হয় আর উদ্ধার করিতে পারিলাম না।"

শ্যামাচরণ হঠাৎ বন্ধুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া অবিকক্ষ

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন এই যে "বিমলা! তুমি যে পূর্ব্বেই এখানে আসিয়াছ, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। কেমন করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছ ?"

বিমলাচরণ সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন তুমি কেমন করিয়া এতরাত্রে এখানে আসিয়াছ ?"

শ্যামাচরণ ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "ঝড়ের সময় নদীগর্ভে পড়িয়া কিছুক্ষণ তোমার সহিত সন্তরণ করিতে করিতে ভাসিয়া যাইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে আর তোমাকে দেখিতে পাইলাম না। বুঝিলাম হয় তুমি মারা পড়িয়াছ, নতুবা আর কোন দেশে ভাসিয়া গিয়াছ। সে সময়ে তোমায় অন্বেষণ করা মূর্খতার কার্য্য মনে করিয়া আমি সন্তরণ দ্বারা তীরে উঠিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে সেস্থান আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। আমি রাত্রে আর কোথাও যাইলাম না, সেইখানে একটি বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে এক বালিকার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাহার মুখে শুনিলাম যে সেখানকার অধিবাসীগণ বিদেশীয় লোক দেখিলেই হত্যা করে। বালিকার কথা শুনিয়া আমি চিন্তিত হইলাম এবং পলায়ন করিবার জন্য তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। বালিকা সম্মতা হইল এবং আমাকে একটি গোপনীয় পথ দেখাইয়া দিল। আমি সেই পথে পলায়ন করিলাম। প্রায় দুই দিন দুই রাত্রি অনাহারে ভ্রমণ করিয়া এক পল্লীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানকার জমীদারের নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া মুরলার উদ্ধারের জন্য তাঁহার নিকট হইতে

সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। জমীদার মহাশয় অতি সজ্জন— তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ঐ চারিজন সশস্ত্র পুরুষ এবং নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র প্রদান করিয়াছেন। কেবল তোমার অভাব ছিল—ঈশ্বর দয়া করিয়া সে অভাবও পূরণ করিয়াছেন।”

বিমলাচরণ মায়ের সহিত যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাহাও বলিলেন। শ্যামাচরণ তাহাতে বিরক্ত না হইলেও সন্তুষ্ট হইলেন না। মায়কে গুপ্তধনের অংশ দিতে হইবে শুনিয়া শ্যামাচরণ অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু যখন বিমলাচরণ তাহাকে কথা দিয়াছেন তখন তিনিও বাধ্য হইয়া সম্মত হইলেন।

মায় নিকটেই ছিল, সে গহ্বর হইতে বাহির হইয়া গোপনে তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতে ছিল। গুপ্তধনের অংশ পাইবে জানিতে পারিয়া সে আন্তরিক সন্তুষ্ট হইল এবং বিমলাচরণ ও তাঁহার বন্ধুব সম্মুখীন হইল।

তখন তিন জনে মিলিয়া মুরলার উদ্ধার বিষয়ে অনেক কথা-বার্ত্তা হইল। শেষে এই স্থির হইল, দেশের পুরোহিত ও অন্যান্য ক্ষমতাশালী লোকদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করতঃ মুরলাকে উদ্ধার করা হইবে।

নবম পরিচ্ছেদ।

গিরি-গহ্বর।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রমা পশ্চিম গগনে চলিয়া পড়িয়াছেন। পল্লী—নীরব—স্পন্দহীন। পূর্ব্বদিক তখনও পরিষ্কার হয় নাই; বিহঙ্গমকুল আপন আপন বাসায় অগাধে নিদ্রা যাইতেছে। শন্ শন্ শব্দে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। টিপ্ টিপ্ করিয়া শিশির বিন্দু সকল পত্র হইতে পত্রান্তরে পতিত হইয়া প্রকৃতির গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে; রজত-শুভ্র-চন্দ্রকিরণ মলিন ও পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তারকা রাজি গগনমণ্ডলে মিটি মিটি করিতেছে, যেন ঘুমের ঘোরে চক্ষু আর উন্মীলন করিতে পারিতেছেনা।

শ্যামাচরণ সুযোগ বুঝিয়া মারকে লইয়া পুনরায় নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং নাবিকগণকে প্রস্তুত থাকিতে আদেশ করিয়া নৌকা হইতে কতকগুলি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ করিলেন। পরে উভয় নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া, বিমলাচরণকে সশস্ত্র সঙ্গীদিগের নিকট অপেক্ষা করিতে বলিয়া সেই আগ্নেয় গিরি-গহ্বরের নিকট গমন করিলেন।

শ্যামাচরণ জানিতেন যে, প্রধান পুরোহিত ও দেশের অন্যান্য ক্ষমতাশালী লোকদিগকে আক্রমণ করিলেই মুরলার প্রাণ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। যখন তাহারা বুঝিতে পারিবে যে মুরলার উদ্ধারের জন্য তাহারা আক্রান্ত হইয়াছে, তখন তাহারা মুরলাকে

হত্যা করিতে চেষ্টা করিবে। হয়ত ঐ গিরি-গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়াই তাহাকে বিনষ্ট করিবে। এই চিন্তা করিয়া শ্যামাচরণ এক কৌশল করিলেন।

পাঠক মহাশয় অবগত আছেন যে, শ্যামাচরণ আর একবার ধৃত হইয়া ঐ স্থানে আনীত হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ঐ গহ্বর মধ্যে পতিত হইয়া ভিতরের অনেক ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি সেই সময়েই যে গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়া ছিলেন একথা পাঠক মহাশয় বিদিত আছেন।

শ্যামাচরণ মারকে গহ্বরের নিকট অপেক্ষা করিতে বলিলেন এবং স্বয়ং অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে গহ্বরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। উপর হইতে দৃষ্টিপাত করিলে কেবল অন্ধকার ও ধূম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মার শ্যামাচরণের কার্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। যে গহ্বরের নাম মাত্র শ্রবণ করিলে তাহারা ভয়ে কাঁপিতে থাকে, শ্যামাচরণকে অক্লেশে সেই গহ্বরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মার চমৎকৃত হইল। একবার তাঁহার অনুসরণ করিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। সে সেস্থান হইতে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিল না।

এ দিকে শ্যামাচরণ যে কার্য্যের জন্য সেই গভীর রাত্রে অসীম সাহসকের কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা শেষ হইল, কিন্তু তিনি তখনও গহ্বর হইতে বাহির হইলেন না। আর একবার সেই গুপ্তধনের খোঁজ লইবার ইচ্ছা হইল। তিনি তখন আরও নিম্নে অবতরণ করিলেন।

স্বর্ণ গোলকগুলি যে গুহায় লুকায়িত আছে, সেই গুহার

মুখে একখানি প্রকাণ্ড পাথর চাপা ছিল। শ্যামাচরণ সেই প্রস্তরের সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রাণপণে উহাকে স্থানান্তরিত করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু সক্ষম হইলেন না।

শ্যামাচরণ বিষম ফাঁপরে পড়িলেন। তিনি পূর্ব্বে একবার ঐ প্রস্তরখানি উত্তোলন করিয়াছিলেন। উহার ভিতরে অসংখ্য স্বর্ণ গোলক ছিল তাহাও দেখিয়াছিলেন। কিন্তু এবার যে কেন তিনি উহা তুলিতে অক্ষম হইলেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা হইল মারকে ডাকিয়া আনিয়া উভয়ে সেই প্রস্তরখানি উত্তোলন করেন, কিন্তু মারকে তাঁহার বিশ্বাস হইল না, তিনি মনে করিলেন হয়ত মার সন্ধান জানিতে পারিলে সুবিধা মত নিজেই সমস্ত ধন আত্মসাৎ করিবে।

অনেকক্ষণ এইরূপে চিন্তা করিবার পর শ্যামাচরণ মারের সাহায্য লইয়া গুপ্তধন পরীক্ষা করিতে সাব্যস্ত করিলেন। তদনুসারে তিনি গহ্বরের উপরে উঠিয়া মারকে আহ্বান করিলেন।

মার প্রথমে কিছুতেই তাঁহার সহিত গহ্বরে প্রবেশ করিতে সম্মত হইল না। অবশেষে ধনের লোভ দেখাইয়া শ্যামাচরণ মারকে বশীভূত করিলেন। সে অনেকক্ষণ পরে সম্মত হইল এবং শ্যামাচরণের সহিত গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিল।

মার গহ্বরের অবস্থা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। উপর হইতে গহ্বরের ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কেবল ধূম ও গাঢ় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায়না; যেন কতই ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মার যতই নীচে নামিতে লাগিল ততই পথ পরিষ্কার, সরল ও সুগম বলিয়া বোধ হইল। সে আনন্দিত মনে শ্যামাচরণের সহিত সেই প্রস্তরের নিকট আগমন করিল

শ্যামাচরণের আদেশে প্রস্তরখানি উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিল।

মার যথেষ্ট বলশালী; কিন্তু সেও পাথর খানি তুলিতে পারিল না। অবশেষে উভয়ে মিলিয়া অনেকক্ষণ পরে কৃতকার্য্য হইল। যাহা দেখিল তাহাতে তাহাদের সমস্ত কষ্টের লাঘব হইল।

শ্যামাচরণ আর অপেক্ষা করিলেন না। উভয়ে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া পাথরখানি যথাস্থানে রক্ষা করিলেন এবং মারকে ঐ সমস্ত কথা অপ্রকাশ্য রাখিতে আদেশ করিয়া উভয়ে গহ্বর হইতে বহির্গত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিষম বিপদ।

যে গহ্বরে বিমলাচরণ ও মার বন্দিভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন সকলে মিলিয়া সেই গহ্বরে গমন করিলেন। সশস্ত্র সঙ্গী চারি জনও সেই সঙ্গে চলিল।

ক্রমে প্রভাত হইল; পূর্ব্ব গগনে তরুণ-অরুণ-আভা প্রকাশ পাইল। ঘোর তমসাচ্ছন্ন রাত্রি অবসান হইবার পর সহস্র রশ্মি উদয়াচলে আরোহণ করিল। পাহাড়ের উপর সেই ক্ষুদ্র পল্লী যেন ছবির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কাক কোকিলাদি বিহগনিচয় প্রাতঃকাল সমাগত দেখিয়া জগৎপাতা জগদীশ্বরের স্তুতিগান করিতে লাগিল। একটি একটি করিয়া

গ্রামস্থ কুলবালাগণ নিকটবর্ত্তী নদীর মোহানায় স্নান করিতে যাইতে লাগিল।

প্রকৃতির এই মনোলোভা শোভা সন্দর্শন করিয়া শ্যামাচরণ মুগ্ধ হইলেন। তিনি নির্নিমেষ নয়নে সেই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব শোভা অবলোকন করিতে লাগিলেন। বিমলাচরণ মুরলার চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। কেমন করিয়া তিনি মুরলার উদ্ধার করিবেন, কাহার সাহায্যে এই গ্রামস্থ লোকদিগের উচ্ছেদ সাধন করিবেন, এই চিন্তাই তাহার হৃদয়ে সদাই জাগরুক ছিল। তিনি প্রকৃতির শোভার দিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না।

যে সকল পল্লী-রমণী স্নানের জন্য গমন করিতেছিলেন, তাঁহারা ইতি পূর্ব্বে তাঁহাদের দেশে সশস্ত্র বিদেশীয় লোক দেখেন নাই। সহসা প্রত্যূষে চারিজন সশস্ত্র লোক দেখিয়া ভীতা হইলেন। তাঁহাদের স্নান করা হইল না—স্ব স্ব গৃহে পলায়ন করিলেন এবং তখনই স্বামী, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিলেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রামে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পুরোহিতগণ তখনই সভা গৃহে জমায়েত হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন। মুরলাকে তখনই সংবাদ দেওয়া হইল। সেও দেবীর উপযুক্ত বেশ ভূষায় আচ্ছাদিতা হইয়া দাসীগণের সমভিব্যাহারে অনতিবিলম্বে সেখানে উপস্থিত হইল।

এদিকে শ্যামাচরণ স্ত্রীলোকদিগকে স্নান না করিয়া ভীত মনে পলায়ন করিতে দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। তিনি মারকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মার! মহিলাগণ স্নান না করিয়া কোথায় গেলেন বলিতে পার? আর কোথাও স্নান করিবার উপযুক্ত

ঘাট আছে কি না জান? আমার বোধ হয় তাঁহারা আমাদের সশস্ত্র সঙ্গীদিগকে দেখিয়াই ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন।"

মার গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। কিছুক্ষণ চিন্তার পর বলিল "আমি বড় ভাল বুঝিতেছি না। এদেশে স্ত্রীলোকেরা বড় ভীতা সামান্য কারণে ভয় পাইয়া থাকে। উহারা বাড়ী ফিরিয়া নিশ্চয়ই সকলকে ঐ অস্ত্রধারী সৈনিকগণের কথা ব্যক্ত করিবে। পুরোহিতগণ যদি এই কথা জানিতে পারেন, তাহা হইলে দেবীর সাংঘাতিক বিপদ।"

শ্যামাচরণ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? তাঁহার বিপদ কেন?"

মা। আমার বিশ্বাস ছিল মকর সংক্রান্তির দিনই তাঁহাকে গহ্বরে নিক্ষেপ করা হইবে। কিন্তু যদি পুরোহিতেরা জানিতে পারেন যে তাঁহাদের গ্রামের মধ্যে বিদেশীয় সৈন্য আসিয়াছে, তাহা হইলে তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বেই মুরলাকে উৎসর্গ করিবেন।

শ্যামাচরণ উত্তর করিলেন "যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমাদেরও আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। আমি স্থির করিয়াছিলাম যে এই কয় দিন কোনওরূপে এই স্থানেই বাস করিব। কিন্তু যদি ঈশ্বরের সেরূপ ইচ্ছা না হয় তাহা হইলে এখনই তাহার উপায় করা উচিত।"

মার চিন্তিত হইয়া বলিল, "কি উপায় করিবেন? আমরা সর্ব্বশুদ্ধ সাতজন আর নাবিক চারিজন এই এগার জনে গ্রামের সমস্ত লোকদিগকে পরাস্ত করিতে পারিব কি?"

শ্যা। পারিব বলিয়াইত আসিয়াছি, এখন না পারিলে

চলিবে কেন? তোমায় কিছু করিতে হইবে না। তুমি কেবল আমাদের সঙ্গে থাকিবে মাত্র।

না। যদি আমরা গোপনে আগমন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই জয়লাভ করিতাম, কিন্তু অসংখ্য লোকদিগের সহিত এই মুষ্টিমেয় লোকের যুদ্ধকরা বাতুলের কর্ম। এখন সে কথার প্রয়োজন নাই। আপনি আমাকে যেরূপ বলিলেন, আমিও সেইরূপ করিতে সম্মত আছি।

মারের কথা শুনিয়া শ্যামাচরণ বিমলাচরণের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিমলাচরণ এখন কি করা যায়? আমার মতে অগ্রে মুরলাকে রক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহার এখন অবস্থা কিরূপ, কোন্ উপায়ে সহজে তাহার মুক্তি হইতে পারে এ সকল বিষয় ভাবিয়া দেখা উচিত।"

বিমলাচরণ এতক্ষণ কোন কথা বলেন নাই। শ্যামাচরণের কথা শুনিয়া তিনি অতি বিমর্যভাবে উত্তর করিলেন "মারকে গোপনে পাঠাইয়া দেওয়া যাউক। মার সেখানে গিয়া দেখিয়া আসুক মুরলার কিরূপ অবস্থা, আর পুরোহিতেরাই বা তাহার সম্বন্ধে কিরূপ স্থির করিয়াছেন। মারের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া ভবিষ্যতে যথা কর্ত্তব্য বিহিত করা যাইবে।"

"অতি উত্তম পরামর্শ" বলিয়া শ্যামাচরণ তখনই মারকে পাঠাইয়া দিলেন। মার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অতি গোপনে তাঁহাদের সভাগৃহের নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সভাগৃহ।

সার সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল সভাগৃহ লোকে লোকারণ্য—সকলেই বিমর্ষ, সকলেই একদৃষ্টে মুরলার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, সকলেই যেন কেমন এক প্রকার ব্যস্ত সমস্ত, অথচ স্থির গম্ভীর। মুরলা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পূর্ব্বেই আপন আসনে উপবেশন করিয়াছে. তাহার পরিচারিকাগণ অতি বিনীতভাবে তাহার চারিদিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মুরলা এক একবার সম্মুখস্থ পুরোহিতগণের দিকে, আবার কখনও বা সেই সভাগৃহের চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল।

পুরোহিতগণ সকলেই গম্ভীরভাবে নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক করিতেছিলেন। মুরলা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে নাই। তাহার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল সে যেন তাহার কোন আত্মীয়-স্বজনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরামর্শের পর প্রধান পুরোহিত মুরলার সম্মুখে গিয়া বলিলেন "দেবি! আমাদের সমূহ বিপদ উপস্থিত। সংবাদ আসিয়াছে কোথা হইতে অস্ত্রধারী সৈনিক পুরুষ এখানে আসিয়া আপনার মুক্তি ও আমাদের উচ্ছেদ সাধন করিবে। আমরা ইতিপূর্ব্বেই আপনাকে দেব সমীপে পাঠাইবার দিন স্থির করিয়াছিলাম—মকর সংক্রান্তির দিন আপনাকে গিরি-গহ্বরে নিক্ষেপ করিবার দিন ধার্য্য ছিল। এখন দেখিতেছি তত বিলম্ব করিলে

আমাদের কার্য্যহানি হইবার সম্ভাবনা। যাহারা এখানে আসিয়াছেন তাহাদের সহিত আমাদের এক গৃহশত্রু মিলিত হইয়াছে। যদিও সে এখন আমাদের বন্দি, তথাপি তাহার দ্বারা আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে এমন কি আমরা সপরিবারে মারা পড়িব। তাই বলিতেছি আপনি প্রস্তুত হউন—আপনাকে আজই গিরি-গহ্বরে নিক্ষেপ করা হইবে। যদি আপনার কোন বিষয়ে অভিলাষ থাকে প্রকাশ করুন, আমরা সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।”

প্রধান পুরোহিতের কথা শুনিয়া মুরলা হাসিয়া উঠিল। তাহার নির্ভিকতা ও সাহস দেখিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলী সকলেই স্তম্ভিত হইয়া ভাবিল “মুরলা কি সত্য সত্যই দেবী?” কিছুক্ষণ পরে মুরলা উত্তর করিল,—“যখন তোমাদের হস্তে পড়িয়াছি, তখন আমি আর এ জীবনের মায়া রাখি না। জন্মগ্রহণ করিলেই মরিতে হইবে। এমন সত্য আর কিছুই নাই।”

পু। দেবি! আমরা এখনও আপনার অসম্মান করিতে পারিব না। এ দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে যতক্ষণ না আর এক মহিলা, দেবী পদের উপযুক্ত হইবে, ততক্ষণ আপনাকে উৎসর্গ করা যাইতে পারে না। কিন্তু আমাদের এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যে, সেই প্রথামত কার্য্য করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। পাঁচ খানি নৌকা নূতন দেবীর অন্বেষণে যাত্রা করিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে শীঘ্রই আপনার পদে উপযুক্ত লোক অভিষিক্ত হইবে।

মু। আমি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি যেন শীঘ্রই তোমরা এবং তোমাদের হতভাগ্য দেবতা নিপাত যায়।

পুরোহিত মুরলার কথায় ভয়ানক রাগান্বিত হইল। সে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া মুরলার দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিল। তাহার ভয়ানক দৃষ্টিতে মুরলার ভয় হইল। সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল পুরোহিত রাগান্বিত হইয়াছে। এতাবৎকাল যাহারা তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিল, এখন তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে।

পুরোহিতের ক্রোধব্যঞ্জক দৃষ্টি দেখিয়া মারেরও ভয় হইল। সে বুঝিল পুরোহিত মুরলার উপর বল প্রয়োগ করিতে পারে। সে আর সেখানে থাকিতে পারিল না। তখনই ফিরিয়া গিয়া শ্যামাচরণকে সমস্ত কথা ব্যক্ত করিল।

শ্যামাচরণ পূর্ব্বেই নাবিকগণকে যথাযোগ্য অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিজেও আবশ্যকায় অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে লইয়াছিলেন। বিমলাচরণ পিস্তল ছুড়িতে সিদ্ধহস্ত। তাহার নিকট দুইটা উৎকৃষ্ট পিস্তল রাখা হইল।

মারের কথা শুনিয়া শ্যামাচরণ স্বয়ং দুই জন নাবিক ও দুই জন প্রহরী লইয়া মারের সহিত গমন করিলেন। বিমলাচরণ অপর প্রহরী দুইজন ও অবশিষ্ট নাবিকগণ লইয়া শ্যামাচরণের আদেশ অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

যেখানে মার দাঁড়াইয়াছিল, যেখানে থাকিয়া সে মুরলা ও পুরোহিতের সমস্ত কথা শুনিয়াছিল সেই স্থান অতি সংকীর্ণ, পাঁচ ছয় জন লোক ক্রমেই সেখানে থাকিতে পারে না। সে কেবল শ্যামাচরণকে সেইঁ গোপনীয় স্থানে লইয়া গেল, অবশিষ্ট চারিজন এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের উপরে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

শ্যামাচরণ যখন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন

দেখিলেন মুরলা ভয়ানক ক্রোধভরে পুরোহিতের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার তৎকালীন মূর্ত্তি দেখিয়া শ্যামাচরণের অন্তঃকরণে ভক্তিভাবের উদ্রেক হইয়াছিল। দস্যুর দল মধ্যে অসুর নাশিনী জগদম্বার ন্যায় অসভ্য পুরোহিত সকলের সম্মুখে মুরলার সেই ভয়ানক ক্রোধোদ্দীপ্ত রক্তিমাভ দেহ-যষ্টি শোভা পাইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। সভাগৃহ নীরব—যেন শব্দহীন। স্বর্গ হইতে সহসা কোন দেবীর আবির্ভাব হইলে সাধারণে যেরূপ ভয়চকিত হইয়া থাকে, মুরলার তৎকালীন দেবোপম সাহসোদ্দীপক মুখমণ্ডলের ভ্রুকুটি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল। কিছুকালের জন্য তাহাদের বাকশক্তি রহিত হইয়া গিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে প্রধান পুরোহিত অটহাস্য করিয়া উঠিল. পরে চীৎকার করিয়া বলিল "ধিক্ আমাকে, ধিক আমার আত্মীয় স্বজন! ধিক্ আমার এই বন্ধুগণ! ছি ছি সামান্য এক রমণী আমাদের উপর প্রভুত্ব করিবে? এক নির্ব্বোধ বালিকা আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী হইবে? কখনও নহে। এতদিন আমরা ভ্রান্ত ছিলাম—হিতাহিত জ্ঞান ছিল না, সেই জন্যই এই নির্ব্বোধ প্রথা এদেশে প্রচলিত আছে। আমরা—"

প্রধান পুরোহিতকে বাধা দিয়া আর এক জন পুরোহিত কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল,—"প্রভু! দেবীর সময় উপস্থিত হইয়াছে; উহার মনের স্থিরতা না থাকিতে পারে। কিন্তু আপনি এমন অন্যায় আদেশ করিতেছেন কেন? এদেশের প্রথা চির প্রচলিত। মানবদ্বারা এ

চিরন্তন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। আজ আপনি যাহাকে দেবী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন আর তিনি দেবীপদবাচ্যা নহেন। মকর সংক্রান্তির দশ দিবস পূর্ব্ব হইতে উহার দেবীত্ব নষ্ট হওয়া উচিত এবং ঐ সময়ের অন্ততঃ কিছুদিন পূর্ব্বেই আর একটি রমণী আনীতা এবং উহার সঙ্গে প্রতিপালিতা ও শিক্ষিতা হওয়া উচিত। এবারে সেরূপ কোন প্রকার বন্দোবস্ত হয় নাই কেন, এবং কেনই বা এখনও পর্য্যন্ত অপর একটি রমণী এখানে আনীতা হইল না তাহা বলিতে পারি না। আমার বয়স প্রায় ষাইট বৎসর হইতে চলিল কিন্তু এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার আর কখনও অবলোকন করি নাই। মকর সংক্রান্তির দুই তিন মাস পূর্ব্বেই একটি করিয়া রমণী ধৃতা হইয়া এখানে আনীতা হইত।

বৃদ্ধ পুরোহিতের কথা শুনিয়া প্রধান পুরোহিত কিছুক্ষণ কোন কথা বলিল না। এক মনে কি ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আবার সেইরূপ বিকট হাস্য করিয়া বলিল "আপনি ঠিক বলিয়াছেন—আমারই স্মরণ ছিল না। ইনি আর এখন দেবতার স্ত্রী নহেন—বরং ইঁহাকে প্রধান পুরোহিতের স্ত্রী বলা যাইতে পারে কেমন পুরোহিত মহাশয়!"

পূর্ব্বোক্ত পুরোহিত আন্তরিক রাগান্বিত হইল। কিন্তু সে ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল "আপনি ভাল করিতেছেন না। যতক্ষণ না আর একজন দেবী স্থির হইবেন ততক্ষণ ইঁহাকে উৎসর্গ করা যাইতে পারে না।"

প্রধান পুরোহিত তখন ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইল। অপর পুরোহিতকে যৎপরোনাস্তি গালাগালি দিয়া পুনরায় অট্টহাস্য করিল এবং কোন কথা না বলিয়া ক্রমশঃ মুরলার দিকে অগ্রসর

হইতে লাগিল। যখন মুরলার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইল, মুরলা দেখিল যে সে আর একপদ অগ্রসর হইলে তাহাকে স্পর্শ করিবে, তখন মুরলা হরিণীরমত লম্ফদিয়া দুই চারি পা পিছাইয়া গেল এবং সেইখানে দাঁড়াইয়া প্রধান পুরোহিতের দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিল "সাবধান কুকুর! তুই কি মনে করিয়াছিস্, আমি নিতান্তই নিরাশ্রয়? না—তাহা নহে। সাবধান আর এক পা অগ্রসর হইলে এই তরবারি তোর বক্ষ বিদ্ধ করিবে।"

এই বলিয়া মুরলা আপনার পোষাকের মধ্য হইতে একখানি ক্ষুদ্র শাণিত তরবারি বাহির করিল। মুরলার মত সামান্য বালিকার হস্তে তীক্ষ্ণ তরবারি দেখিয়া প্রধান পুরোহিত চমকিত হইল। ভাবিল তাহার দেবী কোথা হইতে অস্ত্র পাইল? কে তাহাকে অস্ত্র আনিয়া দিল? এমন বিশ্বাসঘাতক কে?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মারের উপর সন্দেহ হইল। পুরোহিত ভাবিল যে মারই তাহাদের দেবীকে অস্ত্র আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহাকে এখন শাস্তি দিবার উপায় নাই। বিশ্বাস-ঘাতকতাদোষে দূষিত হইয়া সে কারাগ্রস্ত হইয়াছিল কিন্তু সংপ্রতি শুনিয়াছি যে, সে নাকি কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া এক জন শত্রুর সহিত মিলিত হইয়াছে।

প্রধান পুরোহিত তখন আর অগ্রসর হইতে পারিল না; সে স্থির হইয়া সেই খানেই দাঁড়াইয়া রহিল, লজ্জায় অধোমুখ হইয়া যেন মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিল। মুরলা যখন পুরোহিতের ঐরূপ অবস্থা দেখিল তখন অস্ত্রখানি পুনরায় পোষাকের ভিতর লুকাইয়া রাখিল। মনে করিল প্রধান পুরোহিত

অধোমুখ হইয়া রহিয়াছে, তাহার কার্য্য দেখিতে পাইতেছে না। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; সে এতক্ষণ মুখ অবনত করিয়াছিল বটে, কিন্তু কৌশলে মুরলার কার্য্য দেখিতেছিল। বলিতে কি সে ঐ সুযোগই অন্বেষণ করিতেছিল এবং যখনই দেখিল মুরলা অস্ত্র লুকাইয়াছে তখনই তাহাকে ধরিবার জন্য সে লম্ফ দিয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে এক বিকট শব্দ করিয়া একটি বন্দুকের গুলি প্রধান পুরোহিতের বক্ষ ভেদ করিল। সে একটিবার মাত্র শব্দ করিয়া ভূমিতলে পড়িয়া তখনই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিদ্রোহ।

প্রধান পুরোহিতের সহসা মৃত্যুতে এবং বন্দুকের সেই বিকট শব্দে সমবেত লোকসকল অত্যন্ত ভীত হইল। কোথা হইতে কেমন করিয়া প্রধান পুরোহিতের মৃত্যু হইল, তাহা জানিতে না পারিয়া তাহারা সকলে মুরলাকেই উহার কারণ স্থির করিল।

এতক্ষণ যে সকল লোক প্রধান পুরোহিতের কথায় ও হাস্যে যোগ দিয়াছিল, এতক্ষণ যাহারা মুরলাকে কতই উপহাস করিতেছিল, প্রধান পুরোহিতের হঠাৎ মৃত্যু দেখিয়া তাহারা স্তম্ভিত হইল,—মুরলার দিকে সাহস করিয়া চাহিতে পারিল না।

শ্যামাচরণ পূর্ব্ব হইতেই প্রধান পুরোহিতের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই জন্য মারকে বিমলাচরণের নিকট

সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। বিমলাচরণ সেই সংবাদ পাইয়া সঙ্গীদিগকে সঙ্গে লইয়া তখনই শ্যামাচরণের নিকট উপস্থিত হইলেন। যেমন প্রধান পুরোহিত মুরলাকে ধরিবার জন্য লম্ফ দিল; ঠিক সেই সময়ে বিমলাচরণ সে দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া তখনই তাহার হস্তস্থিত বন্দুক ছুড়িলেন। বিকট শব্দ করিয়া বন্দুকের গুলি বেগে ধাবিত হইয়া প্রধান পুরোহিতের বক্ষ ভেদ করিল।

কিছুক্ষণ সভাস্থ সকলেই নীরব ও নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। কাহারও মুখে একটিও কথা বাহির হইল না।

মুরলা বুঝিতে পারিল তাহার উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে। সে তখন সকলকে অবজ্ঞা করিয়া স্পর্দ্ধা সহকারে বলিল "এখন দেখিলে আমার ক্ষমতা আছে কি না। যে কেহ আমাকে বিদ্রুপ বা উপহাস করিবে, তাহারই ঐ দশা হইবে। যদি মঙ্গল চাও অল্পে অল্পে গৃহে গমন কর।"

মুরলার কথায় প্রায় সকলেই সভা ত্যাগ করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল। কয়েকজন পুরোহিত মুরলার কথায় হাসিয়া উত্তর করিল "দেবী আমরা আপনার অবমাননা করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু যিনি আমাদের প্রধান পুরোহিতকে হত্যা করিয়াছেন আমরা যতক্ষণ না তাঁহার রক্ত দর্শন করিব ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হইব না।"

মু। স্বয়ং ঈশ্বরই প্রধান পুরোহিতকে হত্যা করিয়াছেন, কোন মানুষের হাতে তিনি মারা পড়েন নাই।

পু। দেবি! আমি নিতান্ত মূর্খ নহি। কয়েকদিন হইল

আপনার কোন আত্মীয় আপনার উদ্ধারার্থে এখানে আসিয়াছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহারই হস্তে আমাদের প্রধান পুরোহিত হত হইয়াছেন।

এই বলিয়া আর উহারা অপেক্ষা না করিয়াই তখনই সভাস্থ প্রায় সকলকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে গেল এবং শ্যামাচরণ ও তাঁহার সঙ্গীগণকে আক্রমন করিল।

শ্যামাচরণের সর্ব্বশুদ্ধ বারজন লোকের অধিক ছিল না। পুরোহিতগণ সংখ্যায় প্রায় তিন চারি শত হইবে। শ্যামাচরণ ও বিমলাচরণের গুলিতে অনেক লোক হত হইলেও অবশেষে তাঁহারা বন্দি হইলেন। মারও সেই সঙ্গে ধৃত হইল। শ্যামাচরণের সশস্ত্র সঙ্গী চারিজন ও নাবিক সকলের মধ্যে কেবল দুইজন মাত্র নাবিক জীবিত রহিল।

এই রূপে জয় লাভ করিয়া পুরোহিতগণ বন্দি তিনজনকে পুনরায় সভা গৃহে আনায়ন করিল এবং অনেক বাদানুবাদের পর মুরলাকে তখনই গিরি-গহ্বরে নিক্ষেপ করাই সাব্যস্ত হইল।

স্বামী ও তাঁহার বন্ধুর দুরাবস্থায় মুরলার চক্ষে জল আসিল, কিন্তু সে নিজের দৌর্ব্বল্য অপরকে দেখাইল না। সাহস করিয়া সকলের সমক্ষে বলিয়া উঠিল "যদি তোমাদের তাহাই অভিলাষ হয়, তবে আর বিলম্ব কেন? চল আমি আপনই— গহ্বর মুখে গমন করিতেছি। আমিও চলিলাম কিন্তু আমার একটি কথা রক্ষা করিতে হইবে। যদি আমার উপর তোমাদের কিছু মাত্র ভক্তি বা শ্রদ্ধা থাকে তাহা হইলে আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার এই শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে অবহেলা করিবে না।"

মুরলার কথায় পুরোহিতের মন বিচলিত হইল। বলিল "দেবি! আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে বলুন, আপনার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিব।"

মুরলা গম্ভীরভাবে উত্তর করিল "যে তিন জন তোমাদের হস্তে বন্দি হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমার স্বামী ও দেবর আছেন। অবশিষ্ট ব্যক্তি তোমাদেরই দেশীয়। কিন্তু যখন আমার উদ্ধারের চেষ্টায় তোমাদের হস্তে বন্দিভূত হইয়াছেন, তখন আমার অনুরোধ এই যে তোমরা উহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। আমি গিরি-গহ্বরে পতিত হইলে, উহারা নিশ্চয়ই আর এখানে থাকিবে না সুতরাং তোমাদেরও কোন ভয় থাকিবে না।"

অনেক বাদানুবাদের পর সভাস্থ সকলে সম্মত হইল। মুরলা গিরি-গহ্বরের নিকট দণ্ডায়মান হইবামাত্র শ্যামাচরণ বিমলাচরণ ও মারের বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইল। মুরলা একটিবার মাত্র স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল এবং পরক্ষণেই সেই গহ্বরের মধ্যে পতিত হইল।

বিমলাচরণ থাকিতে পারিলেন না। তিনিও তখনই সেই গহ্বরের নিকট গমণ করিলেন এবং মুরলার অনুসরণ করিলেন। উপস্থিত লোকসকল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল।

শ্যামাচরণ যখন দেখিলেন যে, তাঁহারা উভয়েই সেই গহ্বর মধ্যে পতিত হইলেন। তখন তিনিও সকলের অগোচরে গহ্বর মুখে গমন করিলেন এবং কোনরূপ বাধা পাইবার পূর্ব্বেই তন্মধ্যে লম্ফপ্রদান করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পুরোহিতগণ ও অপরাপর লোক সকল এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া চমকিত হইল। একা মার ভিন্ন আর সকলেই নানা কথা কহিতে লাগিল। কেহ বলিল পুরুষ দুইজন ঐ রমণীর আত্মীয়, কেহ বলিল তাহা না হইলে রমণীর জন্য আপনাদের প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে কেন? কেহ বা আবার তাহাদের সাহস ও বিক্রমের যথেষ্ট খ্যাতি করিল।

মার জানিত যে তিন জনের মধ্যে কেহই মারা পড়েন নাই, সকলেই জীবিত আছেন। সে শ্যামাচরণের সহিত গহ্বরের ভিতর নামিয়াছিল। শ্যামাচরণ যে গহ্বর মুখ হইতে তিন চারি ফিট নিম্নে একখানি দৃঢ় জাল বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাও সে দেখিয়াছিল। কিন্তু এমন কি বিমলাচরণকেও সেকথা বলে নাই।

একে একে সকলেই সেস্থান হইতে চলিয়া গেল। সভাগৃহ নিস্তব্ধ হইল। গিরি-গহ্বরের নিকটস্থ বিস্তীর্ণ মাঠ জনশূন্য হইল। মারও সেই সঙ্গে উঠিল। কিন্তু গৃহে গেল না। সমস্ত দিন সে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সায়ংকালে একটা দোকানে বসিয়া সে জলযোগ করিল এবং সকলের অগোচরে অতি ধীরে ধীরে গিরি-গহ্বরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। গহ্বর মুখে দাঁড়াইয়া মার একবার চারিদিক লক্ষ্য করিল। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া হৃষ্টচিত্তে সেই গহ্বরের ভিতর অবতরণ করিল।

গহ্বরের ভিতরে যাইবার পথ মারের পরিচিত ছিল। সে পূর্ব্বে শ্যামাচরণের সহিত যে পথে নামিয়াছিল, সেই পথে তখনই ভিতরে প্রবেশ করিল এবং যে স্থানে সেই প্রচুর স্বর্ণ গোলক লুক্কায়িত আছে সেই গহ্বর মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল শ্যামাচরণ সেখানে দাড়াইয়া কি ভাবিতেছেন।

মারকে দেখিয়া শ্যামাচরণ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ধনের অংশ লইতে আসিয়াছ? আমিও তোমার অপেক্ষা করিতেছি।"

মার আশ্চর্য্যান্বিত হইল, ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কতক্ষণ এখানে অপেক্ষা করিতেছেন? এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? নৌকা গহ্বরের মুখে আনা হইয়াছে ত?"

শ্যামাচরণ হাসিয়া উত্তর করিলেন "আমিও প্রস্থান করিতে পারিতাম; কেবল পাছে তুমি আমাকে প্রতারক শঠ বলিয়া সন্দেহ কর এই ভয়ে তোমার অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমি জানিতাম যে গা ঢাকা না হইলে আর তুমি এখানে আসিতে পারিবে না। তবে এ পথ দিয়া যে আসিবে তাহা জানিতাম না। ভাবিয়াছিলাম বিমলাচরণের সহিত তুমি এখানে আসিবে।"

মা। তিনি কোথায়? নৌকায়?

শ্যা। হাঁ—সেখানে তাঁহার স্ত্রীও আছেন। আহারাদি সেইখানেই হইয়াছিল। এখন যত শীঘ্র এ পাপপুরী হইতে বাহির হইতে পারা যায় ততই মঙ্গল।

তখন উভয়ে মিলিয়া গহ্বর মুখের সেই প্রস্তর তুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন সমস্তই পূর্ব্বেরমত রহিয়াছে। একে একে স্ব৷গোলকগুলি বাহির করিয়া নৌকা বোঝাই করিলেন।

সমস্ত স্বর্ণগোলকগুলি নৌকায় রাখা হইলে পর, মারও

নৌকায় গিয়া আরোহণ করিল। শ্যামাচরণ তখনই তাহাকে অর্দ্ধেক অংশ দিতে সম্মত হইলেন। মার প্রথমে বিমলাচরণের দিকে পরে শ্যামাচরণের দিকে চাহিয়া অতি বিনীতভাবে তাহা-দের সহিত যাইতে সম্মত হইয়া বলিল "আমি একবার বিমলা-চরণ বাবুর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে বোধ হয় ফেলিবেন না। আপাততঃ ইঁহারই বাড়ীতে যাইব। আমার অংশ এখন উহাঁর নিকট জমা থাকিবে। পরিবার লইয়া পুন-রায় ফিরিয়া আসিলে গ্রহণ করিব।"

বিমলাচরণ সানন্দে সম্মত হইলেন। তখন অনুকূল বায়ু বুঝিয়া নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। নাবিকগণের দুইজন অবশিষ্ট ছিল। শ্যামাচরণ স্বয়ং হাল ও পাইলের রজ্জু ধরিয়া ছিলেন। নৌকা তীর বেগে ছুটিতে লাগিল এবং অতি অল্প-ক্ষণের মধ্যেই সীতা পাহাড় ছাড়িয়া বহু দূরে চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

স্বামী-স্ত্রী।

বিমলাচরণ ও মুরলা নৌকার একটি কামরার ভিতর ছিলেন। বহুদিন পরে স্বামী-স্ত্রীর মিলন, সে সুখ, সে আনন্দ ভুক্তভোগী বুঝিতে পারিবেন। উভয়ের কথার আর শেষ নাই। দর্শনে তৃপ্তি নাই, চক্ষের অন্তরাল করিতে কিছু মাত্র ইচ্ছা নাই।

শ্যামাচরণ নৌকার উপরে ছিলেন, মার তাঁহারই নিকট

হাল ধরিয়া বসিয়া ছিল। নাবিক দ্বয় ও অপর এক সঙ্গী দাঁড় বাহিতেছিল। বিমলাচরণ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মুরলা যখন তুমি গহ্বরে ঝাঁপ দিয়াছিলে, তখন কি ভাবিয়াছিলে এমন দিন আসিবে?"

মুরলা স্বামীর কথায় সিহরিয়া উঠিল। বলিল "সে কথা মনে করিলেও হৃদকম্প উপস্থিত হয়। কি করি প্রাণের দায়ে। বিশেষ রমণীর সার রত্ন সতিত্ব রক্ষার দায়েই সেই অসীমসাহসিক কার্য্য করিয়াছিলাম, কে জানিত যে শ্যামাচরণ বাবু আমার জন্ম এত কৌশল করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন আমি সেই জালের উপর পড়িলাম, আমার বোধ হইল যেন, স্বয়ং বিষ্ণুপ্রিয়া আমায় কোলে তুলিয়া লইলেন। আমি আশ্চর্য্যান্বিতা হইলাম; মনে করিয়াছিলাম পড়িয়াই মারা যাইব কিন্তু যখন কিছুমাত্র আঘাত লাগিল না, আমার গায়ে একটি আঁচড় পর্য্যন্ত লাগিল না, তখন আমার মনে সাহস হইল। আমি জালের উপর দাঁড়াইয়া পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু শ্যাম বাবুর কৃপায় আমার কিছুই কষ্ট হইল না। আমি ধীরে ধীরে পথ দেখিয়া ক্রমে নৌকায় গিয়া উঠিলাম। নৌকায় তখন কেহই ছিল না, সুতরাং আমার বড় ভয় হইল। ভাবিলাম বুঝি আবার বান্দ· হইলাম। কিন্তু সে কষ্ট আমার অধিকক্ষণ রহিল না, কিছুক্ষণ পরেই তুমিও সেখানে উপস্থিত হইলে। আবার তোমার ঠিক পশ্চাতে শ্যামবাবুও আসিলেন।

বিমলাচরণ হাসিয়া উত্তর করিলেন "শ্যামাচরণের কৌশলেই এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা হইল। তিনি আমাদের জন্ম কি কষ্ট পাইয়া· ছেন বলিতে পারি না।"

এই বলিয়া বিমলাচরণ আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা মুরলার নিকট ব্যক্ত করিলেন।

এইরূপ মধ্যে মধ্যে এক একবার অপেক্ষা করিয়া তাঁহারা সকলে সতীপুরে উপস্থিত হইলেন—তখন বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছিল, গ্রাম্যপথে লোক জন প্রায় ছিল না। শ্যামাচরণ বিমলাচরণ ও মুরলা পদব্রজেই পঁহুছিলেন।

মুরলার পিতামাতা, কন্যা ও জামাতা শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা যে আর তাঁহাদের মুখ দেখিতে পাইবেন এমন আশাও করেন নাই। এখন সহসা তাহাদিগকে দেখিয়া তাঁহারা উভয়েই চমকিত হইলেন। এবং সকলকে অতি যত্ন সহকারে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেলেন। বাড়ীতে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। আজ পাঁচ ছয় মাস কাল যেখানে ক্রন্দন ধ্বনি ভিন্ন আর কোন প্রকার শব্দ শোনা যায় নাই, সেখানে এতদিন পরে আনন্দ কোলাহল শুনিতে পাইয়া গ্রামবাসীগণ একে একে সকলেই দৌড়িয়া আসিল।

তখন শ্যামাচরণ ও বিমলাচরণ সকলের নিকট সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলেন। মহাসমারোহে সেদিন অতিবাহিত হইল।

স্বর্ণগোলকগুলি বিমলাচরণ স্বয়ং ভাগ করিলেন। অৰ্দ্ধেক অংশ শ্যামাচরণ লইলেন অৰ্দ্ধেক মার লইল। শ্যামাচরণ নিজ অংশের অৰ্দ্ধেক বিমলাচরণ ও মুরলাকে আদরের সহিত দিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু বিমলাচরণ কিম্বা তাঁহার শ্বশুর মহাশয় সে অর্থ স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। অনেক জেদাজেদির পর শ্যামাচরণ সেই স্বর্ণে মুরলাকে একসুট অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়া দিলেন।

মার নিজ কথামত কার্য্য করিল। সে নিজ অংশ বিমলা-চরণের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া পুনরায় স্বদেশে গমন করিল এবং কিছুদিন পরে সুবিধামত সময়ে সপরিবারে সতীপুরে প্রত্যাগমন করিয়া প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করত সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে লাগিল।

শ্যামাচরণ শ্বশুর বাড়ী গমন করিলেন। তিনি আর পূর্ব্বের মত অনর্থক ঘুরিয়া বেড়াইতেন না। কখন শ্বশুরালয়ে কখনও বা সতীপুর বিমলাচরণের নিকট সস্ত্রীক আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন।

উপসংহার।

চারি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। শ্যামাচরণ সতীপুরে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সস্ত্রীক বসবাস করিতেছেন। মারও সীতাপাগড় হইতে পরিবার বর্গকে আনায়ন করিয়া সতীপুরেই বাসস্থান প্রস্তুত করাইয়া বাস করিতেছে। বিমলাচরণ আর হাইকোর্টে ওকালতি করেন না। তিনিও শ্বশুর বাড়ী সস্ত্রীক বাস করিতেছেন। অভয়াচরণ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী, কন্যা ও জামাতাকে পাইয়া পরম আনন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

বিমলাচরণের বাড়ীতে আজ মহাধূম। উষার আলোক প্রকটিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে লোক সমাগম হইতে লাগিল। বৃদ্ধ অভয়াচরণ বাহিরের বৈঠকখানায় বসিয়া সটকার নল মুখে দিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া সকলকে নানা কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন। বিমলাচরণ ও শ্যামাচরণ উভয়েই তাঁহার আদেশের অপেক্ষা করিতেছেন। মার স্বহস্তে নানা কার্য্য করিতেছে। তাঁহার উৎসাহ দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন।

আজ সকলের মুখেই হাসি, সকলেই আজ আনন্দিত। এত আনন্দ এত হাসি, এত ব্যস্ততা কেন? বৃদ্ধ অভয়াচরণ বাতরোগে পঙ্গু হইয়া পড়িলেও আজ প্রাতঃকালে বাহিরে আসিয়াছেন কেন? আজ বাড়ীতে মহাধূম কেন? কেন? বিমলাচরণের পুত্রের আজ অন্নপ্রাসন। অভয়াচরণ বৃদ্ধ বয়সে দৌহিত্র মুখ দেখিয়া জীবন চরিতার্থ করিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীর ত কথাই নাই। তিনি মুরলার পুত্রকে এক দণ্ড নিজের কাছ ছাড়া করেন না।

শ্যামাচরণের পুত্রাদি হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই। বিমলাচরণের পুত্রের অন্নপ্রাসন উপলক্ষে তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছেন, এবং প্রাণপাত করিয়া আয়োজন করিতেছেন।

মারের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছে। সে একাই একশত লোকের কার্য্য করিতেছে। যে কোন কাজই হউক না কেন, মার সকলের অগ্রে আছে। বাজার হইতে দ্রব্যাদি আনায়ন করা, পুষ্করিণী হইতে মাছ ধরা, বাগান হইতে তরকারি সংগ্রহ করা, ময়রার দোকানে সন্দেশের বায়না দেওয়া যে কোন কার্য্যই হউক না কেন, মার অবলীলাক্রমে হাসিতে হাসিতে সমাপন করিতেছে।

বিমলাচরণকে নদীগর্ভ হইতে তুলিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল বলিয়া অভয়াচরণ ও তাঁহার স্ত্রী মারকে আপনার পুত্রের মত দেখিতেন। মুরলাও মারকে যথেষ্ঠ ভাল বাসিত। মার এখনও তাহাকে দেবীরাণী বলিয়া সম্বোন্ধধন করিয়া থাকে।

সতীপুরে আসিবার প্রায় এক বৎসর পরে মারের প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী পুত্র ও বৃদ্ধ মাতা ভিন্ন আর কোন আত্মীয় ছিল না। সে তাহাদিগকে সতীপুরে আনিয়াছিল, এবং যত কাল না তাহার নিজের অট্টালিকা প্রস্তুত হইল, ততদিন তাহারা বিমলাচরণের বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিল।

নিজ বাড়ীতে যাইবার এক বৎসর পরে মারের এক দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়। মার পুত্রের সাংঘাতিক রোগে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া

পড়িল এবং নিজে কিছু না করিয়া শ্যামাচরণ ও বিমলাচরণের উপর পুত্রের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত রহিল ; বিমলাচরণ ও শ্যামাচরণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মারের পুত্রকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। যথেষ্ট অর্থব্যয় হইল অনেকেই প্রাণপণে পরিশ্রম করিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সে সকলকে কাঁদাইয়া অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইল।

পুত্রের মৃত্যুর পর মার প্রায় ছয় মাস কাহারও সহিত কোন কথা কহে নাই। পুত্র-শোকে জর্জ্জরিত হইয়া সে যেন নিতান্ত অথর্ব্ব হইয়া পড়িল। তাহার স্ত্রীও বৃদ্ধা মাতা প্রায়ই চীৎকার করিয়া রোদন করিত। মার রোদন করিত না বটে, কিন্তু সে কখন কি বলিত, কখন কি করিত তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না। সে যেন উন্মাদের মত হইয়া গিয়াছিল।

বিমলাচরণ ও তাঁহার বন্ধু যখন মারের এইরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ করিলেন, তখন তাঁহারাও চিন্তিত হইলেন। এবং মারকে সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। প্রায় ছয় মাস পরে মার অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল।

এইরূপ করিয়া কিছুদিন অতীত হইলে পর বিমলাচরণের এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হইল। বিমলার পুত্র সন্তান হওয়ায় সকলেই আনন্দিত হইলেন, অভয়াচরণ তাঁহার স্ত্রী, শ্যামাচরণ তাহার স্ত্রী এবং গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেই মুরলার সন্তান দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইল।

মার যখন সে পুত্র দখিল তখন সে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার এই অদ্ভুত আচরণে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মার প্রথমত তাহাদের

কথার উত্তর দিতে সম্মত হন নাই। অবশেষে অনেক জেদাজে-দির পর বলিল যে বিমলাচরণের পুত্র ঠিক তাহারই মৃত পুত্রের মত হইয়াছে। তাহাঁর পুত্র ঐ সময় যেমন ছিল মুরলার পুত্র ও ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। সেই কারণে তাহাকে দেখিয়া তাহার মৃত পুত্রকে মনে পড়িল, তাই সে কাঁদিয়া ছিল। সেইদিন হইতে মার ও তাহার স্ত্রী প্রত্যহ মুরলার কাছে আসিয়া তাহাব পুত্রকে দেখিয়া যাইত। দিবসের অধিকাংশ সময় তাহারা উভয়েই বিমলাচরণের বাড়ীতে থাকিত। যতক্ষণ থাকিত ততক্ষণ মারের পত্নী, মুরলার পুত্রকে আপনার কোল হইতে নামাইত না। সেই দিন হইতে মুরলা আপনার পুত্রকে মার ও তাহার পত্নীর কোলে দিয়া নিশ্চিন্ত হইত। সেই দিন হইতেই তাহারাই মুরলার পুত্রের পিতৃ মাতৃ স্থাণীয় হইল।

তাই আজ মারের এত আনন্দ। তাই আজ মার অপর কাহাকেও সে কার্য্যের অংশ দিতে সম্মত নহে। অভয়াচরণ মারকে বড়ই ভালবাসিতেন। তিনি মারকে ব্যস্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মার! এখন হইতে এত পরিশ্রম করিলে, সমস্ত দিন এমন খাটিতে পারিবে কেন? এত লোক জন থাকিতে নিজে করিতেছ কেন?"

মার অসন্তুষ্ট হইলে। বলিল,—"আমার যে আজ কি আনন্দ হইতেছে যদি আপনি তাহা জানিতেন, তাহা হইলে এ কথা বলিতেন না। আপনি কি জানেন না, কাহার পুত্রের আজ অন্নপ্রাশন?"

অভয়াচরণের পূর্ব্বকথা মনে পড়িল, তিনি বুঝিলেন মার কেন এত উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছে। ঈষৎ হাসিয়া উত্তর

করিলেন "জানি বই কি? যদি অন্নপ্রাশনেই এত পরিশ্রম কর তাহা হইলে পুত্রের বিবাহে কি করিবে?"

এক গাল হাসি হাসিয়া মার অভয়াচরণের পদধূলি গ্রহণ করিল। বলিল "এমন দিন কি আমি দেখিতে পাইব? আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, সে দিন আসিবে কবে?"

এরূপ ভাবে সে এই কথা গুলি বলিল যেন সত্য সত্যই তাহার পুত্রের অন্ন প্রাশন হইয়াছে। অভয়াচরণ আন্তরিক সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি অন্য কথার অবতারণা করিয়া মারকে ভুলাইয়া দিলেন।

যথা সময়ে কার্য্য শেষ হইয়া গেল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ পরিতোষ পূর্ব্বক আহারাদি করিয়া কায়মনোবাক্যে মুরলার পুত্রকে আশির্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। একে একে সকলেই যৌতুক করিল। অগ্রে অভয়াচরণ, পরে তাঁহার স্ত্রী, তাহার শ্বশুর পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজন সকলেই যৌতুক করিলেন।

শ্যামাচরণ যখন দেখিলেন তখন সকলেই কৌতুক করিলেন, তিনি একটি ভৃত্যকে কি সঙ্কেত করিলেন। ভৃত্য হাজার টাকার একটী তোড়া আনিয়া দিল। শ্যামাচরণ সেই তোড়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সকলেই স্তম্ভিত হইল। অন্নপ্রাশনের সময় হাজার টাকা জৌতুক। শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন।

মার এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই। যখন সে দেখিল যে সকলের যৌতুক করা শেষ হইয়াছে তখন সে পকেট হইতে এক খানি কাগজ বাহির করিল এবং বালকের সম্মুখে রাখিয়া তাহার মাথায় ধান দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

অভয়াচরণ নিকটে ছিল, তিনি কাগজ খানি তুলিয়া লই লেন। যাহা দেখিলেন, তাঁহাতে কিছুক্ষণ কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

কিছুক্ষণ পরে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি সকলের সমক্ষে কাগজ খানি আর এক বার পাঠ করিলেন। মার, মুরলার সেই শিশু পুত্রকে আপনার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী করিয়া উইল প্রস্তুত করিয়াছে। কাগজ খানি তাহারই নকল।

কাগজ খানির মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া সকলে কিছুক্ষণের জন্য বাকশূন্য স্পন্দহীন কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত দাড়াইয়া রহিলেন।

যখন তাহারা সংজ্ঞা লাভ করিলেন তখন—সকলেই এক বাক্যে মারের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।